হিত মাত্রা দিবে। সুস্থ ব্যক্তি যবমাত্র ভক্ষণ করিবে এবং কুষ্ঠী ১ রতি ভক্ষণ করিবে। যাহার বয়ঃক্রম অশীতিবর্ষ তাহাকে এবং যাহার বয়স ৪ বৎসর, তাহাকে বিষ দিবে না, দিলে অপকার হইবে। ঘৃতাশী এবং হিতভোজীকে সর্ব্বরোগে বিষদান করিবে। বিষকল্পে ব্রহ্মচর্য্যই উৎকৃষ্ট, অতএব তৎকালে ঘৃত সেবনাদি ও ব্রহ্মচর্য্য করিবে। যখন বৈদ্য অনবধানতা বশতঃ অধিক মাত্রায় বিষ মর্দ্দন করিয়া সেবন করে, তবে সেই বিষভোক্তার শরীরমধ্যে অষ্টবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। প্রথম বেগে চেষ্টা শান্তি, দ্বিতীয়ে কম্প, তৃতীয়ে দাহ, চতুর্থে পতন, পঞ্চমে ফেণ, ষষ্ঠে বিকলতা, সপ্তমে জড়তা এবং অষ্টমে মৃত্যু হয়। এইরূপ বিষবেগ জানিয়া মন্ত্রতন্ত্রদ্বারা সেই বিষবেগ নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। ক্রুদ্ধ, পিত্তার্ত্ত, ক্লীব, রাজযক্ষ্মী ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত পরিশ্রান্ত পথশ্রান্ত ক্ষয়ী গর্ভিণী বালক বৃদ্ধ এবং রাজভবনে কদাচ বিষপ্রয়োগ করিবে না। বরং গুরু শিষ্যদিগকে প্রত্যায়িত করিবার জন্য স্বয়ং বিষ ভক্ষণ করিবেন ॥৯॥

মতান্তরম্—

কালকূটো বৎসনাভঃ শৃঙ্গকশ্চ প্রদীপনঃ।
হলাহলো ব্রহ্মপুত্রো হারিদ্রঃ শক্তুকস্তথা ॥
সৌরাষ্ট্রিক ইতিপ্রোক্তো বিষভেদা অমী নব।
অর্কসেহুণ্ডধুস্তুরলাঙ্গলীকরবীরকাঃ ॥
গুঞ্জাহিফেণাবিত্যেতাঃ সপ্তোপবিষজাতয়ঃ।
এতৈর্বিমর্দ্দিতঃ সূতঃ ছিন্নপক্ষশ্চ জায়তে।
মুখঞ্চ জায়তে তস্য ধাতুংশ্চ গ্রসতি দ্রুতং ॥১০॥

কোন কোন মতে এই নয় প্রকার বিষ কথিত আছে। যথা—কালকূট বৎসনাভ শৃঙ্গীক প্রদীপন হলাহল ব্রহ্মপুত্র হারিদ্রক শক্তুক এবং সৌরাষ্ট্রিক। ৭ প্রকার উপবিষ যথা—অর্ক সেহুণ্ড ধুস্তূর লাঙ্গলী করবীর গুঞ্জা এবং অহিফেন। এই সকল দ্বারা মর্দ্দিত পারদ ছিন্নপক্ষ হয়। এবং তাহা মুখবিশিষ্ট হইয়া শীঘ্র ধাতুগ্রাসে সমর্থ হয় ॥ ১০ ॥

ইতি বিষপ্রকরণম্।

শ্বেতরক্তপীতকৃষ্ণা দ্বিজাদ্যা বজ্রজাতয়ঃ।
স্ত্রীপুংনপুংসকাখ্যানো লক্ষণেনতু লক্ষয়েৎ ॥
বৃত্তাকফলসম্পূর্ণাস্তেজস্বন্তো বৃহত্তরাঃ।
পুরুষাস্তে সমাখ্যাতাঃ রেখাবিন্দুবিবর্জ্জিতাঃ ॥
রেখাবিন্দুসমাযুক্তাঃ ষট্‌কোণাস্তেস্ত্রিয়ো মতাঃ।
ত্রিকোণাঃ পত্তলা দীর্ঘা বিজ্ঞেয়াস্তে নপুংসকাঃ ॥
সর্ব্বেষাং পুরুষাঃ শ্রেষ্ঠা বেধকা রসবন্ধকাঃ।
স্ত্রীবজ্রং দেহসিদ্ধ্যর্থং ক্রমেণ স্যান্নপুংসকম্ ॥
বিপ্রো রসায়নে প্রোক্তঃ ক্ষত্রিয়োরোগনাশনে।
বাদে বৈশ্যং বিজানীয়াদ্বয়ঃস্তম্ভে তুরীয়কম্ ॥
স্ত্রীতু স্ত্রীণাং প্রদাতব্যা ক্লীবে ক্লীবং তথৈবচ।
সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা যোজ্যাঃ পুরুষা বলবত্তরাঃ ॥
ব্যাঘ্রীকন্দোদরে ক্ষিপ্ত্বা সপ্তধাপুটিতঃ পারং।
হয়মূত্রস্য নির্ব্বাপাৎশুদ্ধঃ প্রতিপুটং ভবেৎ ॥
ত্রিবর্ষনাগবল্ল্যাশ্চ কাপাস্যা বাথ মূলিকাম্।
পিষ্ট্বা তন্মধ্যগং বজ্রং কৃত্বা মূষাং নিরোধয়েৎ ॥
মুনিসংখ্যৈর্গজপুটৈঃ ম্রিয়তে হ্যবিচারিতম্।
মণ্ডূকং কাংস্যজে পাত্রে নিগৃহ্য স্থাপয়েৎ সুধীঃ ॥
স ভীতো মূত্রয়েত্তত্র তন্মূত্রে বজ্রমাবপেৎ।
তপ্তং তপ্তঞ্চবহুধা বজ্রস্যৈবং মৃতির্ভবেৎ ॥
হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তক্বাথে কৌলথজে ক্ষিপেৎ।
তপ্তং তপ্তং পুনর্বজ্রং ভূয়াৎ চূর্ণং ত্রিসপ্তধা ॥
রসে যত্র ভবেদ্বজ্রং রসঃ সোহমৃতমুচ্যতে।
তস্যাভাবগতং যুক্ত্যা বজ্রবৎ কুরুতে তনুম্ ॥১১॥

হীরক ৪ জাতীয় আছে। শ্বেত রক্ত পীত এবং কৃষ্ণ। শ্বেতবর্ণ ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ

শূদ্র। হীরক স্ত্রী পুরুষ এবং নপুংসক আছে। বৈদ্য নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা তাহা অনুমান করিবেন। যাহা বার্ত্তাকু ফলসদৃশ তেজস্বী বৃহত্তর এবং রেখা ও বিন্দুশূন্য তাহা পুরুষ। যাহা রেখাও বিন্দুযুক্ত এবং ষট্‌কোণ তাহা স্ত্রী। এবং যাহা ত্রিকোণ এবং পাতলা ও দীর্ঘ, তাহা নপুংসক। সকলের মধ্যে পুংজাতীয় হীরক শ্রেষ্ঠ বেধক এবং রসবন্ধক। স্ত্রী বজ্র দেহশোধনে প্রশস্ত এবং নপুংসক সংক্রামক। বিপ্রবজ্র রসায়নে প্রযুক্ত হয় এবং ক্ষাত্রিয় রোগ বিনাশে প্রযুক্ত হয়। বৈশ্য বাদে এবং শূদ্র বয়ঃস্তম্ভনে প্রযুক্ত হয়। স্ত্রী বজ্র স্ত্রীতে, নপুংসক নপুসকে এবং পুরুষ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হয়। হীরককে কণ্টকারীমূলে ভরিয়া ৭ বার পোড়াইয়া অশ্বমূত্রে নির্ব্বাপিত করিলেই শুদ্ধ হয়। ত্রিবর্ষ সম্ভূত পানের মূল এবং কার্পাস মূল পেষণ করিয়া তন্মধ্যে হীরক রাখিয়া মূষাভ্যন্তরে রুদ্ধ করিবে। পরে ৭ বার গজপুট দিলে হীরক মৃত হয়। ভেককে কাংস্যপাত্রে রাখিলে,সে ভীত হইয়া যে মূত্র ত্যাগ করিবে, সেই মূত্রে দগ্ধ হীরক ডুবাইবে, এইরূপ বার বার তপ্ত করিয়া মণ্ডূকমূত্রে ডুবাইলে, হীরক জারিত হয়। হীরককে ২১ বার পোড়াইয়া ২১ বার হিং ও সৈন্ধবযুক্ত কুলথক্বাথে নির্ব্বাপিত করিলে চূর্ণ হয়। যে ঔষধে বজ্র থাকে, তাহাকে অমৃত কহে, সেই ঔষধ প্রয়োগে দেহ বজ্রভূত হয়॥ ১১॥

ইতি বজ্রশোধন ও মারণ।

বৈক্রান্তং বজ্রবচ্ছোধ্যং নীলং শ্বেতঞ্চ লোহিতম্।
বজ্রলক্ষণসংযুক্তং দাহঘাতাসহিষ্ণু তৎ॥
হয়মূত্রেণ তৎ সিঞ্চেৎ তপ্তং তপ্তং ত্রিস প্তধা।
পঞ্চাঙ্গোত্তরবারুণ্যা লিপ্তং মূষাগতং পুটেৎ।
কুঞ্জরাখ্যৈস্ত্রিংশতিং যাতি বৈক্রান্তং সপ্তভিস্তথা।
ভস্মীভূতন্তু বৈক্রান্তং বজ্রস্থানে নিয়োজয়েৎ॥১২॥

বৈক্রান্ত মণি শ্বেত নীল ও লোহিত। উহাদের শোধন হীরকবৎ। বৈক্রান্ত হীরকলক্ষণযুক্ত, এবং দাহও আঘাত সহ্য করিতে পারে না। বৈক্রান্ত মণি ২১ বার পোড়াইয়া অশ্বমূত্রে নির্ব্বাপিত করিবে। অনন্তর মেষশৃঙ্গীর পঞ্চাঙ্গ সহিত একত্র পেষণপূর্ব্বক গোলক প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে বৈক্রান্তমণি ভরিবে, এবং শরাব মধ্যে রাখিয়া ৭ বার গজপুট দিবে, তবেই বৈক্রান্ত ভস্মীভূত হইবে। বৈক্রান্তমণি হীরকের স্থানে প্রযুক্ত হয়॥ ১২॥

ইতি বৈক্রান্তবিধিঃ।

তালকং পোট্টলীং বদ্ধা সচূর্ণে কাঞ্জিকে ক্ষিপেৎ।
দোলাযন্ত্রেণ যামৈকং ততঃ কুষ্মাণ্ডজে রসে॥
তিলতৈলে পচেদ্যামং ভস্মীভূতো ন দোষকৃৎ।
সংশুদ্ধঃ কান্তিবীর্য্যোচ কুরুতে মৃত্যুনাশনঃ॥
লাক্ষারাজীতিলাঃ শিগ্রু টঙ্কণং লবণং গুড়ম্।
তালকার্দ্ধেন সংমিশ্র্য ছিদ্রমূষাং নিরোধয়েৎ॥
পুটেৎ পাতালযন্ত্রেণ সত্ত্বং পততি নিশ্চয়ম্।
তালবচ্চ শিলাসত্ত্বং গ্রাহ্যং তৈরেব ভেষজৈঃ॥১৩॥

হরিতালকে পোটলীবদ্ধ করিয়া চূর্ণ মিশ্রিত কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিবে। তদনন্তর কুষ্মাণ্ডরসে দোলাযন্ত্রে ১প্রহর, তিলতৈলে ১ প্রহর, ত্রিফলার জলে ৪

প্রহর পাক করিলে হরিতাল ভস্মীভূত হয়, ও দোষকারী হয় না। এইরূপে শুদ্ধ ও ভস্মীভূত হরিতাল কান্তিকর বীর্য্যকর এবং মৃত্যুনাশক হয়। লাহা রাইসরিষা কৃষ্ণতিল শিগ্রু (শজিনা) সোহাগা লবণ গুড় অর্দ্ধেক হরিতালের সহিত মিশ্রিত ও মূষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া পাতালযন্ত্রে পাক করিলে, হরিতালসত্ত্ব নির্গত হয়।

মনছালের সত্ত্ব ও ঠিক হরিতালের প্রক্রিয়া দ্বারা সাধন করিবে।

সমানভাগ সোহাগার সহিত তুঁতেকে গলাইলেই তুথসত্ত্ব নির্গত হয়॥ ১২॥

ইতি তুথবিধিঃ।

ঊর্ণা লাক্ষা গুড়শ্চেতি পুরটঙ্কণকৈঃ সহ।
সংমর্দ্য বটিকা কার্য্যা ছাগীদুগ্ধেন যত্নতঃ॥
ধ্মাতং তাপ্যঞ্চ তীব্রাগ্নৌ সত্ত্বংমুঞ্চতি লোহিতম্।
এবং তালশিলাধাতুবিমলাখর্পরাদয়ঃ।
মুঞ্চন্তি নিজসত্ত্বানি ধমনাৎ কোষ্ঠিকাগ্নিনা॥১৩॥

ঊর্ণা লাক্ষা গুড় গুগ্গুল সোহাগার খই সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধের সহিত মর্দ্দন ও বটিকা প্রস্তুত করিবে। উক্ত বটিকার সহিত স্বর্ণমাক্ষিককে হাপড়ে গলাইলে লোহিতবর্ণ সত্ত্ব বহির্গত হয়। এইরূপে হরিতাল শিলাজতু এবং খর্পরাদি সত্ত্ব পরিত্যাগ করে॥ ১৩॥

মতান্তরম্—

শিলয়া গন্ধকেনাপি ভর্জ্জিতঃ ক্ষোদিতঃ খগঃ।
মুদ্রিতস্তাম্রপাত্রেণ লিপ্তঃ স্যাৎধ্মাপিতোম্বিদু॥
খগোমাক্ষিকম্।
সমগন্ধং মতুর্যানং পক্ত্বাতাপ্যং ততঃ পচেৎ।
অর্দ্ধগন্ধং যামযুগ্মং ভূষ্টটঙ্কার্দ্ধ সংযুতম্।
অন্ধমূষাগতং ধ্মাতংসত্ত্বং মুঞ্চতি শুল্ববৎ॥১৪॥

স্বর্ণমাক্ষিক ও গন্ধক সমভাগ ৪ প্রহর পাক করিবে। পরে গন্ধক অর্দ্ধেক এবং সোহাগার খই অর্দ্ধেক, ঐ স্বর্ণমাক্ষিকের সহিত অন্ধমূষাভ্যন্তরে রাখিয়া অগ্নিসংযোগ করিলে স্বর্ণমাক্ষিক সত্ত্ব পরিত্যাগ করে॥ ১৪॥

জৈপালস্বরসবাতারিবীজমিশ্রঞ্চ তালকম্।
কূপীস্থং বালুকাযন্ত্রে সত্ত্বংমুঞ্চতি যামতঃ॥১৫॥

জৈপালরস এরণ্ডবীজ এবং হরিতাল সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া কূপীমধ্যে রাখিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিলে, এক প্রহরের মধ্যে হরিতালসত্ত্ব নির্গত হয়॥ ১৫॥

ইতি তালকসত্ত্বপাতনবিধিঃ।

সদ্যোভূনাগমাদায় ধারয়েৎ শিখিনংবুধঃ।
বর্ষাম্বুবৃষ্টিসংক্লিন্নে ভূগর্ভেসম্ভবন্তিহি॥
জন্তবঃ কৃমিরূপায়ে তে ভূনাগা ইতি স্মৃতাঃ॥
চতুর্বিধাস্তু ভূনাগাঃ স্বর্ণাদিখনিসম্ভবাঃ॥
স্বর্ণাদি ভূমিসম্ভূতা দুর্লভাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তাম্রভূমিভবাঃ প্রাচঃ সুলভা গুণবত্তরাঃ॥
অথবা কুক্কুটং বীরং ধৃত্বা মন্দিরমাগতম্।
মলং মূত্রং গৃহীত্বা চ সংত্যজ্য প্রথমাংশিকম্॥
আলোড্য ক্ষীরমধ্বাজ্যৈর্ধমেৎ সত্ত্বার্থমাদরাৎ।
মুঞ্চন্তি তাম্রবৎ সত্ত্বং তন্মূত্রাজলপানতঃ॥
নশ্যন্তি জঙ্গমবিষং স্থাবরং চ ন সংশয়ঃ॥ ১৬॥

মৃদু তাম্র ৪ ভাগ ময়ূর বা কুক্কুটের মল ও মূত্র, তিন ভাগ দুগ্ধ ঘৃত ও মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া যত্নপূর্ব্বক অগ্নিতে পাক করিলে উহার সত্ত্ব নির্গত হয়। এতৎ সেবনে স্থাবর ও জঙ্গম বিষ বিকার নষ্ট হয়॥ ১৬॥

মতান্তরম্—

ক্ষীরেণ পক্ত্বা ভূনাগাংস্তস্মাদানাধ টঙ্কনৈঃ।
ভূষ্টৈশ্চক্রীং বিধায়াথ পাত্যং সত্ত্বমযত্নতঃ॥
যত্রোপরসভাগোঽস্তি রসে তৎসত্ত্বযোজনম্।
কর্ত্তব্যং তৎফলাধিক্যং রসজ্ঞমতমিচ্ছতা॥ ১৭॥

খর্পরকে ক্ষীরপক্ব করিয়া মৃত্তিকা ও ভৃষ্ট সোহাগার সহিত চাকি করিয়া সত্ত্ব পাতন করিবে। যে ঔষধে উপরস ভাগ আছে তাহাতে ভূনাগসত্ত্ব সংযোগ করিলে ঔষধের ফলাধিক্য দৃষ্ট হয়॥ ১৭॥

ইতি ভূনাগসত্ত্বপাতনবিধিঃ।

জয়ন্তিকাদ্রবে দোলাযন্ত্রে শুদ্ধা মনঃশিলা।
দিনমেকমজামূত্রে ভৃঙ্গরাজরসেঽপিবা॥
শিলাস্নিগ্ধা কটুস্তিক্তা কফঘ্নী লেখনী সরা॥ ১৮।

জয়ন্তীরস, ছাগমূত্র ও ভীমরাজরসে দোলাযন্ত্রে এক এক দিন পাক করিলে মনঃশিলা শুদ্ধ হয়। উহা কফঘ্ন লেখন রেচক শ্বাসঘ্ন এবং কাসঘ্ন হয়॥১৮॥

ইতি মনঃশিলাশুদ্ধিঃ।

কূপিকাদৌ গরীপাকাৎ স্বর্ণস্য কালিমাপহা।
কটুতৈলে শিলাচম্পকদল্যান্তঃসরত্যপি।
নরমূত্রে চ গোমূত্রে জলাম্লেচ সসৈন্ধবে।
সপ্তাহং ত্রিদিনং বাপি পক্বঃ শুধ্যতি খর্পরঃ।
একঃসূতস্তথাপীতিশ্চতুর্ভৈকস্ত্রিদারকঃ।
জীবপিষ্টঃ পিকন্ধাতৈলের্ডৈকো বর্দ্ধোঽঙ্কবেশ্মনি॥১৯॥

কূপিকাদির অভ্যন্তরে চাঁপাকলার অভ্যন্তরস্থ কটুতৈলে পাক করিলে মনঃশিলা স্বর্ণের কালিমা নষ্ট করে। নরমূত্র গোমূত্র বা সৈন্ধবযুক্ত অম্লবারিতে সপ্তাহ বা ত্রিরাত্র পাক করিলে খর্পর শুদ্ধ হয়। এক ভাগ গন্ধক ৪ ভাগ হরিতাল এবং ৩ ভাগ লবণ জীবনীয়গণের ক্কাথে পেষণপূর্ব্বক অন্ধমূষায় পাক করিলেও খর্পর শুদ্ধ হয়॥ ১৯॥

ইতি খর্পরশুদ্ধিঃ।

বিষ্টয়া মর্দয়েত্তুত্থং সমমোত্তোর্দশাংশতঃ।
টঙ্কনেন সমংপিষ্ট্বাঽথবা লঘুপুটে পচেৎ॥
তুত্থংশুদ্ধং ভবেৎ ক্ষৌদ্রে পুটিতং বা বিশেষতঃ।
বান্তির্ভ্রান্তির্যদা নস্তস্তদাশুদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ॥
লেখনং ভেদি চ জ্ঞেয়ং তুত্থং কণ্ডুকৃমিপ্রণুৎ॥২০॥

তুঁতে ১ ভাগ বিড়ালবিষ্ঠা দশাংশ একত্র মর্দ্দন করিয়া লঘুপুটে পাক করিলে, কিম্বা সোহাগার সহিত পেষণ করিয়া লঘুপুট দিলে, কিম্বা মধুর সহিত পাক করিলে, তুঁতে শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ হইলে বান্তি ও ভ্রান্তি দোষ নষ্ট করে। গুণ, ভেদন কণ্ডূঘ্ন এবং কৃমিঘ্ন॥ ২০॥

জম্বীরস্য রসেস্বিন্নো মেষশৃঙ্গীরসে তথা।
রম্ভাতোয়েন বা পাচ্যং ঘস্রং বিমলশুদ্ধয়ে॥২১॥

জম্বীররস কিম্বা মেড়াশিঙের রস অথবা কদলীরসদ্বারা একদিন পাক হইলেই রৌপ্যমাক্ষিক শুদ্ধি হয়॥ ২১॥

অথ স্বর্ণতারাখ্যবিমলদ্বয়শুদ্ধিঃ।

অগস্ত্যপত্রনির্য্যাসৈঃ শিগ্রুমূলং সুপেষিতম্।
তন্মধ্যেপুটিতং শুধ্যেৎ তাপ্যং বা চাম্লপাচিতম্॥২২

বাসকপত্ররস দ্বারা শজিনামূলকে পেষণ করিয়া তন্মধ্যে স্বর্ণমাক্ষিক ভরিয়া পুটদিবে, পরে অম্লরস দ্বারা পাক করিলেই স্বর্ণমাক্ষিক শুদ্ধ হইবে॥ ২২॥

মতান্তরম্—

সিন্ধূদ্ভবস্য ভাগৈকং ত্রিভাগং মাক্ষিকস্য চ।
মাতুলুঙ্গরসৈর্বাপি জম্বীরোত্থদ্রবেণ বা॥
কৃত্বা তপ্তা লৌহপাত্রে লৌহদর্ব্যাচ চালয়েৎ।
সিন্দূরাভং ভবেদ্যাবৎ তাবন্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
সংশুদ্ধং মাক্ষিকং বিদ্যাৎ সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ
॥২৩॥

সৈন্ধব ১ ভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ৩ ভাগ গোঁড়ানেবুর রস কিম্বা জম্বীররসের সহিত লৌহপাত্রে করিয়া হাতা দ্বারা তত-

ক্ষণ চালিত করিবে এবং মৃদুজ্বাল দিবে, যতক্ষণ না সিন্দুর সদৃশ হয়। এইরূপে স্বর্ণমাক্ষিক শুদ্ধ করিয়া সর্ব্বকার্য্যে প্রয়োগ করিবে ॥ ২৩ ॥

ইতি মতান্তরম্।°

মাক্ষিকস্য চতুর্থাংশং গন্ধং দত্ত্বা বিমর্দ্দয়েৎ।
উরুবূকস্য তৈলেন ততঃ কুর্য্যাৎ সুচক্রিকাম্ ॥
শরাবসংপুটে কৃত্বা পুটেৎগজপুটেন চ।
সিন্দূরাভং ভবেদ্ভস্ম মাক্ষিকস্য ন সংশয়ঃ ॥
মাক্ষিকং তিক্তমধুরং মেহার্শঃকৃমিকুষ্ঠনুৎ।
কফপিত্তহরং বল্যং যোগবাহি রসায়নম্ ॥২৪॥

স্বর্ণমাক্ষিক ৪ ভাগ গন্ধক ১ ভাগ এরণ্ডতৈল দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক চাকি প্রস্তুত করিয়া শরাবসম্পুটে রাখিয়া গজপুট দিবে। দিলেই স্বর্ণমাক্ষিক সিন্দূর সদৃশ হইবে।

স্বর্ণমাক্ষিক তিক্ত ও মধুর, ইহাদ্বারা মেহ অর্শ কৃমি এবং কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। ইহা কফহর পিত্তহর বলকর এবং যোগবাহী রসায়ন ॥ ২৪ ॥

ইতি মাক্ষিকশুদ্ধিঃ।

সকৃদ্ভৃঙ্গাম্বুনা স্বিন্নং কাশীশং বিমলং ভবেৎ।
কাশীশং শীতলং স্নিগ্ধং শ্বিত্রনেত্ররুজাপহম্ ॥
পিত্তাপস্মারশমনং রসবদ্ধগুণকারকম্ ॥২৫॥

হিরাকসকে ভীমরাজের রসে পাক করিলে, নির্ম্মল হয়। হিরাকস স্নিগ্ধ ও শীতল শ্বিত্ররোগ এবং নেত্ররোগ নষ্ট করে ॥ ২৫ ॥

ইতি কাশীশশুদ্ধিঃ।

লবণানি তথাক্ষীরৌ শোভাঞ্জনরসে ক্ষিপেৎ।
অম্লবর্গযুতেনাদৌ দিনং ঘর্ম্মে বিভাবয়েৎ ॥
তদ্দ্রবৈর্দোলিকাযন্ত্রে দিবসং পাচয়েৎ সুধীঃ।
কান্তপাষাণশুদ্ধৌ তু রসকর্ম্ম সমাচরেৎ ॥২৬॥

পঞ্চলবণ সাচিক্ষার এবং যবক্ষারকে শজিনার রসে ভিজাইয়া পরে অম্লবর্গের(১) রসদ্বারা ১ দিন রৌদ্রে ভাবনা দিবে, তৎপরে ঐ সকলের রসে দোলাযন্ত্রে ১ দিন পাক করিবে। এইরূপে শুদ্ধ অয়স্কান্ত-প্রস্তরকে রসকর্ম্মে প্রয়োগ করিবে ॥২৬॥

ইতি কান্তপাষাণশুদ্ধিঃ।

পীতাভা গ্রন্থিলা পৃষ্ঠে দীর্ঘবৃত্তা বরাটিকা।
সার্দ্ধনিষ্কভরা শ্রেষ্ঠা নিষ্কভারাচ মধ্যমা ॥
পাদোননিষ্কভারাচ কনিষ্ঠা পরিকীর্ত্তিতা।
বরাটী কাঞ্জিকে স্বিন্না যামাৎ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥
পরিণামাদিশূলঘ্নী গ্রহণীক্ষয়হারিণী।
কটূষ্ণা দীপনী বৃষ্যা তিক্তা বাতকফাপহা ॥
রসেন্দ্রজারণে প্রোক্তা বিড়দ্রব্যেষু শস্যতে ॥২৭॥

পীতের আভাযুক্ত, পৃষ্ঠে গ্রন্থিযুক্ত, দীর্ঘ বৃত্তযুক্ত এবং ৩৬ রতি ওজনের কড়ি শ্রেষ্ঠ, ২৪ রতি পরিমিত মধ্যম এবং ১৮ রতি ওজনের বরাটিকা কনিষ্ঠ। কড়িকে পোড়াইয়া এক প্রহর কাল কাঁজিতে ফেলিয়া রাখিলে শুদ্ধ হয়। বরাটিকা দ্বারা পরিণাম শূল গ্রহণী এবং ক্ষয়রোগ নষ্ট হয়। ইহা কটু উষ্ণ অগ্নিকর বৃষ্য তিক্ত এবং বাতকফঘ্ন, রসেন্দ্র জারণ ও বিড় দ্রব্যে প্রশস্ত ॥ ২৭ ॥

ইতি বরাটিকাশুদ্ধিঃ।

মেষীক্ষীরেণ দরদমম্লবর্গৈশ্চ ভাবিতম্।
সপ্তবারং প্রযত্নেন শুদ্ধিমায়াতি নিশ্চয়ম্ ॥
তিক্তোষ্ণং হিঙ্গুলং দিব্যং রসগন্ধসমুদ্ভবম্।
মেহকুষ্ঠহরং রুচ্যং বল্যং মেধাগ্নিবর্দ্ধনম ॥২৮॥

মেষীদুগ্ধ ও অম্লবর্গদ্বারা হিঙ্গুলকে ৭ বার ভাবনা দিলে হিঙ্গুল শুদ্ধ হয়। হি-

(১) চাঙ্গেরী, লকুচ, অম্লবেতস, জম্বীর, টাবা, নারঙ্গলেবু, দাড়িম এবং কপিথ।

ন্থূল তিক্ত উষ্ণ এবং পারা ও গন্ধক হইতে উৎপন্ন। ইহা মেহ কুষ্ঠ অরুচি এবং দুর্ব্বলতা নষ্ট করে। এবং মেধা ও অগ্নিবৃদ্ধি করে॥ ২৮॥

ইতি হিঙ্গুলশুদ্ধিঃ।

সৌবীরং টঙ্কণং শঙ্খং কঙ্কুষ্ঠং গৈরিকং তথা।
এতে বরাটবচ্ছোধ্যা ভবেযুর্দ্দোষবর্জ্জিতাঃ॥২৯॥

সৌবীরমৃত্তিকা সোহাগা শঙ্খভস্ম কঙ্কুষ্ঠ এবং গিরিমৃত্তিকা বরাটবৎ শোধন করিলেই দোষ শূন্য হয়॥ ২৯॥

অন্যচ্চ।

জম্বীরপয়সা শুধ্যেৎ কাশীশটঙ্কণাদ্যপি।
নীলাঞ্জনং চূর্ণয়িত্বা জম্বীরদ্রবভাবিতম্।
দিনৈকমাতপে শুদ্ধং ভবেৎ কার্য্যেষু যোজয়েৎ॥৩০

হিরাকস্ এবং সোহাগা প্রভৃতিকে জম্বীররসে শোধিত করিবে। এবং রসাঞ্জনকে চূর্ণ করিয়া জম্বীররসে ১ দিন ভাবনা দিয়া আতপে শুষ্ক করিয়া কার্য্যে প্রয়োগ করিবে॥ ৩০।

ইতি কাশীশাদি শুদ্ধিঃ।

অক্ষাঙ্গারৈর্ধমেৎকিট্টং লোহজং তৎগবাংজলৈঃ
সেচয়েত্তপ্ততপ্তঞ্চ সপ্তবারং পুনঃ পুনঃ।
চূর্ণয়িত্বা ততঃক্বাথে দ্বিগুণে ত্রৈফলোদ্ভবৈঃ।
আলোড্য ভর্জ্জয়েদ্বহ্নৌ মণ্ডূরং জায়তে বরম্॥৩১॥

বহেড়ার অঙ্গারে মণ্ডূরকে লাল করিয়া গোমূত্রে ডুবাইবে। এইরূপ সাতবার করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে সেই চূর্ণকে দ্বিগুণ ত্রিফলার ক্বাথে গুলিয়া অগ্নিতে আবর্ত্তন করিলে সুন্দর মণ্ডূর প্রস্তুত হয়। ৩১॥

ইতি মণ্ডূরশুদ্ধিঃ।

পুংবজ্রং গরুড়োদ্গারং মাণিক্যং রাসবোৎপলম্।
বৈদূর্য্যপুষ্পং গোমেদং মৌক্তিকঞ্চ প্রবালকম্॥
এতানি নবরত্নানি সদৃশানি সুধারসৈঃ।
শুধ্যত্যম্লেন মাণিক্যং জয়ন্ত্যা মৌক্তিকং তথা॥
বিদ্রুমং ক্ষারবর্গেণ তার্ক্ষ্যং গোদুগ্ধতস্তথা।
পুষ্পরাগঞ্চ সন্ধানৈঃ কুলত্থক্বাথসংযুতৈঃ॥
তণ্ডুলীয়জলৈর্বজ্রং নীলং নীলীরসেন বা॥
রোচনাভিশ্চ গোমেদং বৈদূর্য্যং ত্রিফলা জলৈঃ॥৩২

পুংজাতীয় হীরক, গারুড়মণি, ইন্দ্রোপল পদ্মরাগ, বৈদূর্য্য পুষ্পরাগ গোমেদ মৌক্তিক (মতি) প্রবাল (পলা) এবং নীলকান্ত। ইহাদের মধ্যে অম্লরসে মাণিক্য শোধন, জয়ন্তীরসে মুক্তা শোধন, প্রবাল ক্ষারবর্গে, গারুড় গোদুগ্ধে এবং পুষ্পরাগ কুলত্থক্বাথে শোধন করিবে। কাঁটানটের ক্বাথে হীরক এবং নীলের ক্বাথে নীলকান্ত মণি, গোরোচনাদ্বারা গোমেদ, এবং ত্রিফলাক্বাথে বৈদূর্য্য মণি শোধন করিবে॥ ৩২॥

ইতি নবরত্নশুদ্ধিঃ।

মুক্তাদিষ্বথ শুদ্ধেষু ন দোষঃ স্যাচ্চ শাস্ত্রতঃ।
তথাপি গুণবৃদ্ধিঃ স্যাচ্ছোধনেন বিশেষতঃ॥৩৩॥

মুক্তাদি অশুদ্ধ হইলেও শাস্ত্রত দোষ হয় না। তথাপি শোধন করিলে বিশেষ গুণ কর হয়॥ ৩৩॥

অম্লক্ষারবিপাচিতস্তু সকলং লৌহং বিশুদ্ধং ভবেৎ
মাক্ষীকোঽপি শিলাপি তুত্থগগনং তালশ্চ সম্যক্ তথা।
মুক্তাবিদ্রুমশুক্তিকাশ্চ চপলা শঙ্খা বরাটাঃ শুভাঃ
জায়ন্তেঽমৃতসন্নিভাঃ পয়সি চ ক্ষিপ্তাঃ শুভাঃ সাম্লিকাঃ
লকুচদ্রবসংপিষ্টৈঃ শিলাগন্ধকতালকৈঃ।
বজ্রং বিনান্যরত্নানি ম্রিয়ন্তেঽষ্টপুটৈঃ খলু॥৩৪॥

লৌহমাত্রকে অম্লক্ষারে পাক করিলে বিশুদ্ধ হয়। স্বর্ণমাক্ষিক মনঃশিলা তুঁথ অভ্র হরিতাল মুক্তা প্রবাল শুক্তিকা শঙ্খ

বরাটক এবং গন্ধক এই সমস্ত দ্রব্যকে দগ্ধ করিয়া দুগ্ধমধ্যে নিঃক্ষিপ্ত করিলে অমৃত তুল্য হয়।

লকুচ ফলরস দ্বারা পিষ্ট মনছালকে গন্ধক এবং হরিতাল সংযোগে পুট দিলে হীরক ভিন্ন সর্ব্বরত্নই মৃত হয়।৩৪॥

মতান্তরম্—

স্বেদয়েদ্দোলিকাযন্ত্রে জয়ন্ত্যাঃ স্বরসেন চ।
মণিমুক্তাপ্রবালানাং যামৈকাৎ শোধনং ভবেৎ॥
কুমার্য্যা তণ্ডুলীয়েন স্তন্যেন চ নিষেচয়েৎ।
প্রত্যেকং সপ্তধৈবঞ্চ তপ্ততপ্তানি কৃৎস্নশঃ॥
মৌক্তিকানি প্রবালানি তথা রত্নান্যশেষতঃ।
ক্ষণাদ্বিবিধবর্ণানি ম্রিয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ।
বজ্রবৎ সর্ব্বরত্নানি শোধয়েন্মারয়েত্তথা॥
সুপক্বতালপত্রাণাং রসমাদায় ধারয়েৎ।
সমস্তবীজচূর্ণং যদুক্তানুক্তং পৃথক্ পৃথক্।
অতিপেক্ষুকতে তৈলং সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ॥৩৫॥

ইতি সর্ব্বরত্নশুদ্ধিমারণ।

মণি মুক্তা এবং প্রবালাদিকে জয়ন্তী-রসের সহিত দোলাযন্ত্রে এক প্রহরকাল পাক করিলে শুদ্ধ হয়। কি মুক্তা কি প্রবাল এবং কি রত্ন, সকলকেই পোড়াইয়া ঘৃতকুমারীর রসে ৭ বার কাঁটানটের রসে ৭ বার স্তন্যে ৭ বার ফেলাইলে অবশ্যই জারিত হয়। হীরকের ন্যায় সকল রত্নেরই শোধন ও মারণ করিবে।

এই গ্রন্থে উক্ত এবং অনুক্ত সর্ব্বপ্রকার বীজচূর্ণকে সুপক্ব তালরসে ভাবিত করিয়া আতাপ দিলেই তাহাদের তৈল নির্গত হয়॥৩৫॥

ইতি সকলবীজানাং তৈলপাতনবিধিঃ।

ইতি রসেন্দ্রচিন্তামণৌ বিষোপবিষসাধনোনাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ প্রয়োগীয়মধ্যায়ং ব্যাচক্ষ্মহে।

তত্র শ্লোকচতুষ্টয়মিদং প্রাগধিগন্তব্যম্ যথা—
সাগ্নীনাং চরকমতং ফলমূলাদ্যৌষধং যদবিরুদ্ধং।
তদ্যদি রসানুপীতং ভবেত্তদা স্বরিতমুল্লাঘঃ॥
মাত্রাবৃদ্ধিঃকার্য্যা তুল্যায়ামুপকৃতৌ ক্রমাদ্বিদুষা।
মাত্রা হ্রাসঃ কার্য্যঃ বৈগুণ্যে ত্যাগসময়ে চ॥
বল্মীককূপতরুতল রথ্যাদেবালয়শ্মশানেষু।
জাতা বিধিনাপি কৃতা ঔষধ্যঃ সিদ্ধিদা ন স্যুঃ।
কচ্চাচতি ন দন্তাগ্রে কুর্ব্বন্তি সমানি কেতকীরজনা
যোজ্যানি হি প্রয়োগে রসোপরসলৌহচূর্ণানি॥
সর্ব্বপ্রয়োগযোগ্যতয়া রসেন্দ্র
মারণায় শাস্ত্রবীংসুত্রামভিদধ্মঃ।
অধস্তাপ উপর্য্যাপো মধ্যে পারদগন্ধকৌ॥
যদি স্যাৎ সুদৃঢ়া মুদ্রা মন্দভাগ্যোঽপি সিধ্যতি।
যদি কার্য্যমযোষধং তদাতৎসার ঈষ্যতে॥
সমে গন্ধেতু রোগঘ্নো দ্বিগুণে রাজযক্ষ্মজিৎ।
জীর্ণে গুণত্রয়ে গন্ধে কামিনীদর্পনাশনঃ॥
চতুর্গুণেতু তেজস্বী সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
ভবেৎ পঞ্চগুণে সিদ্ধঃ ষড়্গুণে মৃত্যুঞ্জিদ্ভবেৎ॥১॥

অনন্তর প্রয়োগীয় অধ্যায় বলিতেছেন।

প্রথমতঃ উপরি উক্ত শ্লোকচতুষ্টয় পর্য্যালোচনা কর্ত্তব্য যথা—সাগ্নিকদিগের চরকোক্ত ফলমূলাদি ঔষধ, যাহা বিরুদ্ধ নহে, তাহা যদি রস সেবনের পশ্চাৎ সেবন করা হয়, তবে সত্বর উপকারের সম্ভাবনা। উপকার তুল্যরূপ হইলেও বিদ্বান্ ব্যক্তি ক্রমে ঔষধ মাত্রা বৃদ্ধি করিবেন। বৈগুণ্য হইলে, বা ত্যাগ সময়ে ক্রমে মাত্রা হ্রাস করিবেন। বল্মীক, কূপ, তরুতল, রথ্যা দেবালয়, এবং শ্মশানজাত ঔষধিগণ বিধিপূর্ব্বক উদ্ধৃত হইলেও সিদ্ধিদায়ী হয় না।

অনন্তর প্রয়োগার্থ রসায়নের নিমিত্ত শাম্ভবীয়মুদ্রা কথিত হইতেছে। অধোভাগে তাপ এবং উপরিভাগে জল আর মধ্যে পারদ এবং গন্ধক দিবে। যদি মুদ্রা সুদৃঢ় হয়, তবে মন্দভাগ্য ও সিদ্ধি লাভ করে। যদি লৌহময় যন্ত্র নির্ম্মিত হয়, তবে তাহা স্থিরসিদ্ধি জানিবে। তুল্যগন্ধকে রোগ নাশক, দ্বিগুণ গন্ধকে রাজযক্ষ্মঘ্ন হয়। ত্রিগুণ গন্ধকে জারিত হইলে, কামিনীর দর্পনাশক হয়। চতুর্গুণ গন্ধকে তেজস্বী এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হয়। পঞ্চগুণে সিদ্ধ ও ষড়্‌গুণে মৃত্যুজিত্‌ হয়॥ ১॥

ষড়্‌গুণো রোগঘ্ন ইতিযদুক্তং তত্তু
অন্তর্ধূমযোরেবাধিগন্তব্যম্‌ ॥২॥

ষড়্‌গুণ রোগ নাশক হয়, এই কথা যে উক্ত হইয়াছে, তাহা অন্তর্ধূম ও বহির্ধূম জারণবিষয়ক জানিবে॥ ২॥

তত্র গন্ধস্য সমগ্রজারণাভাবাৎ
স্বর্ণাদিপিষ্টিকায়ামপি রীতিরিয়ম্‌ ॥৩॥

তাহাতে গন্ধকের সমগ্র জারণের অভাব প্রযুক্ত স্বর্ণাদি পিষ্টিকাতে এই রীতি জানিবে॥ ৩॥

বংশেবা মাহিষে শৃঙ্গে স্থাপয়েৎ শোধিতংরসম্‌।
অমৃতঞ্চ বিষংপ্রোক্তং শিবেন চ রসায়নম্‌ ॥
অমৃতং বিধিসংযুক্তং বিধিহীনন্তু তদ্বিষম্‌।
রেচনান্তে ইদংসেব্যং সর্ব্বদোষাপনুত্তয়ে॥
মৃতাভ্রং ভক্ষয়েন্মাস মেকমাদৌ বিচক্ষণঃ।
পশ্চাত্তং যোজয়েদ্দেহে ক্ষেত্রীকরণমিচ্ছতা॥
অক্ষেত্রীকরণে সূতো মৃতোঽপি বিষবদ্ভবেৎ।
ফলসিদ্ধিঃ কুতস্তস্য সুবীজস্যোষরে যথা॥
কর্ত্তব্যংক্ষেত্রকরণং সর্ব্বেষাঞ্চ রসায়নে।
ন ক্ষেত্রকরণাদ্দেরি! কিঞ্চিৎ কুর্য্যাদ্রসায়নম্‌ ॥৪॥

বংশ কিম্বা মহিষশৃঙ্গে পারদ স্থাপিত করিবে। মহাদেব বিষকে অমৃত ও রসায়ন বলিয়াছেন। বিষ বিধিপূর্ব্বক প্রযুক্ত হইলে অমৃত তুল্য হয়, এবং সেই বিষ বিধিহীন হইলে বিষবত্‌ হয়। বিরেচনের পর রস সেবন বিধি, তাহাতে সর্ব্বদোষ দূরীভূত হয়॥

প্রথমতঃ বিচক্ষণ ব্যক্তি একমাসা পরিমাণ মৃত অভ্র সেবন করিবেন। ক্ষেত্রীকরণের ইচ্ছা থাকিলে, পশ্চাৎ দেহে যোজিত করিবেন। ক্ষেত্রীকরণ না হইলে, শুদ্ধ অমৃত ও বিষবৎ হয়। যেমন সুবীজ হইলেও ঊষরক্ষেত্রে তাহার ফল হয় না, তেমনি ক্ষেত্রীকরণ ভিন্ন তাহাতে ফল সিদ্ধি হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রকার রসায়নেই ক্ষেত্র করণ আবশ্যক॥ ৪॥

নিম্বক্বাথং ভস্মসূতং বচাচূর্ণযুতংপিবেৎ।
পিত্তান্তং বমনংতেন জায়তে ক্লেশবর্জ্জিতম্‌॥
ভস্মসূতং দ্বিধাগন্ধং ক্ষণং কন্যাং বিমর্দ্দয়েৎ।
রুদ্ধা লঘুপুটে পচ্যাদুদ্ধৃত্য মধুসর্পিষা॥
নিষ্কমাত্রং জরামৃত্যুং হন্তি গন্ধামৃতোরসঃ।
সমূলং ভৃঙ্গরাজন্তু ছায়াশুষ্কং বিমর্দ্দয়েৎ॥
তৎসমং ত্রিফলাচূর্ণং সর্ব্বতুল্যা সিতা ভবেৎ।
পলৈকং ভক্ষয়েচ্চানু অব্দান মৃত্যুজরাপহম্‌ ॥৫॥

ভস্মপারদ এবং বচচূর্ণ সমভাগ নিম্বক্বাথের সহিত সেবন করিবে। তৎসেবনে ক্লেশবর্জ্জিত বমন হইয়া পিত্ত নাশ হয়।

পারদভস্ম ১ ভাগ গন্ধক ২ ভাগ ঘৃতকুমারীর রসে ক্ষণকাল মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর মুষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া লঘু পুটে পাক করিবে। পরে ঘৃত ও মধুর সহিত

সেবন করিবে। এই গঙ্গামৃত রস নিষ্ক মাত্রায় (৪ মাষা) সেবন করিলে জরা ও মৃত্যু আক্রমণ করিতে পারে না।

মূলের সহিত ভীমরাজকে ছায়াশুষ্ক ও মর্দ্দন করিয়া তৎসমান ত্রিফলাচূর্ণ লইবে, এবং তাহাতে ঐ দুই বস্তুর সমান চিনি প্রদান করিবে। ঐ ঔষধ উচিত মাত্রায় সেবন করিলে, বহুকালের জন্য মৃত্যু ও জরা আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না॥ ৫॥

ইতি গঙ্গামৃতোরসঃ।

মৃতসূতস্য পাদাংশং হেমভস্ম প্রকল্পয়েৎ।
ক্ষীরাজ্যমধুনা মিশ্রং মাসৈকং কান্তপাত্রকে।
লেহয়েন্মাসষট্‌কস্তু জরামৃত্যুবিনাশনম্।
বাকুচীচূর্ণকর্ষৈকং ধাত্রীফলরসপ্লুতম্।
অনুপানং লিহেন্নিত্যং স্যাদ্রসো হেমসুন্দরঃ॥৬॥

সূতভস্ম ১ ভাগ সুবর্ণভস্ম সিকি ভাগ ঘৃত দুগ্ধ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া একমাস কান্তলৌহপাত্রে রাখিবে। ছয় মাস এই ঔষধ সেবন করাইলে জরা ও মৃত্যু দূরীভূত হয়। বাগুজী বীজ চূর্ণ ২ তোলা আমলারসে মিশাইয়া উহার অনুপান সেবন করিবে॥ ৬॥

ইতি হেমসুন্দরোরসঃ।

পলং মৃদুস্বর্ণদলং রসেন্দ্রং
পলাষ্টকং ষোড়শ গন্ধকস্য।
শোণৈঃ সুকার্পাসভবপ্রসূনৈঃ,
সর্ব্বং বিমর্দ্দ্যাথ কুমারিকাদ্ভিঃ।
তৎকাচকুম্ভে নিহিতং সুগাঢ়ে
মৃৎকর্পটৈস্তদ্দিনবসত্রয়ঞ্চ।
পচেৎ ক্রমাগ্নৌ সিতকাথ্যযন্ত্রে
ততোরজঃ পল্লবরাগরম্যম্।
নিগৃহ্য চৈতস্য পলং পলানি
চত্বারি কর্পূররজস্তথৈব।
জাতীফলং শোষণমিন্দ্রপুষ্পং
কস্তূরিকায়া ইহ শাণ একঃ।

চন্দ্রোদয়োঽয়ং কথিতোঽস্য মাষো
ভুক্তোহি বল্লীদলমধ্যবর্ত্তী।
মহোন্মদানাং প্রমদাশতানাং
গর্ব্বাধিকত্বং শ্লথয়ত্যকাণ্ডে।
ঘৃতং ঘনীভূতমতীব দুগ্ধং
মৃদূনি মাংসানি সমস্তকানি।
মাষান্নপিষ্টানি ভবন্তি পথ্য
মানন্দদায়ীন্যপরাণি চাত্র।
বলীপলিতনাশনস্তনুভৃতাং বয়ঃস্তম্ভনঃ।
সমস্তগদখণ্ডনঃ প্রচুরয়োগপঞ্চাননঃ।
গৃহেষু রসরাড়য়ং ভবতি যস্য চন্দ্রোদয়ঃ।
স পঞ্চশরদর্পিতো মৃগদৃশাং ভবেদ্বল্লভঃ॥৭॥

ইন্দ্রপুষ্পং লবঙ্গম্। উক্তপরিমাণ লক্ষণমুপলক্ষণম্।

শোধিত মৃদু সোণারপাত ১ পল, শোধিত পারদ ৮ পল একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক, তাহার সহিত শোধিত গন্ধক ১৬ পল মিশাইয়া কজ্জলি কর। তদনন্তর রক্তকার্পাস পুষ্প ও ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দাও এবং শুষ্ক করিয়া দৃঢ় কাচ কূপীর মধ্যে ভর। পরে কূপীর মুখ একখণ্ড খড়ি দ্বারা বন্ধ কর। এবং সেই কূপী একটা হাঁড়ির ভিতর দিয়া হাঁড়িকে বালুকাদ্বারা একপ পূর্ণ কর যে, কূপীর গলাপর্য্যন্ত পূর্ণ হয়। পরে ৩ দিন জ্বাল দাও। জ্বাল দিতে দিতে যখন রক্ত বর্ণ ঔষধ কূপীর গলায় লাগিবে, তখন তাহা বহিষ্কৃত করিয়া লও।

উক্ত ঔষধ ১ পল কর্পূর চূর্ণ ৪ পল, জায়ফল ত্রিকটু, লবঙ্গ এবং মৃগনাভি, প্রতি দ্রব্য ৪ মাষা করিয়া লইয়া একত্র মর্দ্দন করিয়া লইলে এই রসায়ন সিদ্ধ

হইবে। মাত্রা ৫ রতি পানের সহিত সেবন করাইবে।

পথ্য ঘৃত ঘনাবৃত দুগ্ধ মাংস ও পিষ্টক। এই ঔষধ সেবনে প্রমদাশত গমনে সমর্থ হইবে, এবং তাহাদের প্রিয়পাত্র হইবে। এই ঔষধ নানা রোগ নষ্ট করে। উক্ত পরিমাণ উপলক্ষণ মাত্র॥ ৭॥

দাক্ষিণাত্যাঃ শোণকার্পাসপুষ্পদ্রবমেব গৃহ্ণন্তি।
পাশ্চাত্যাঃনিবৃন্তভংপুষ্পস্বরসেনৈব
থারদারত্নং মর্দ্দয়ন্তি॥
উভয়থৈব নিষ্পত্তেরদোষঃ। উভয়থৈবেতিসর্ব্বত্রা
স্বয়ঃ॥৮॥

দাক্ষিণাত্য বাসীরা উক্তপুষ্প রস গ্রহণ করেন, কিন্তু পাশ্চাত্যেরা নিবৃন্ত পুষ্প দ্বারা মর্দ্দন করেন। ফলতঃ উভয় প্রকারই দোষাবহ নহে। এই উভয়থা সর্ব্বত্রই খাটিবে॥ ৮ ॥

রতিকালে রতান্তে চ পুনঃসেব্যো রসোত্তমঃ।
কৃত্রিমং স্থাবরবিষং জঙ্গমং বিষবারি চ॥
ন বিকারায় ভবতি সাধকেন্দ্রস্য বৎসরাৎ।
মৃত্যুঞ্জয়ো যথাভ্যাসাৎ মৃত্যুং জয়তি দেহিনঃ॥
তথায়ং সাধকেন্দ্রস্য জরামরণনাশনঃ।
শাস্ত্রান্তরেঽস্য মকরধ্বজো নাম॥ ৯॥

ইতি চন্দ্রোদয়ঃ।

রতিকালে এবং রতির অন্তে এই রসোত্তম পুনর্ব্বার সেব্য। কৃত্রিম স্থাবর বিষ এবং জঙ্গম বিষ বারি, সাধক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে কখনই বিকারজনক হয় না। যেমন মৃত্যুঞ্জয় অভ্যাস হেতু মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, তদ্রূপ এই রসেন্দ্র ও সাধকের জরা ও মৃত্যুকে নষ্ট করে।

শাস্ত্রান্তরে ইহার নাম মকরধ্বজ—।৯।

রসশার্দ্দূলঃ।—

বলিঃস্বতোনিম্বুরস সমরসৌ ভস্ম সিকতা
স্বয়েযন্তে কৃত্বা সমরবিকণাটঙ্কণরজঃ।
ত্রিধস্রং লুঙ্গাম্ভোলবকদলিতক্ষৌদ্রহবিষা
বিলীয়োন্মাদৈকং দরয়তি সমস্তং গদগণম্॥
জরাং বর্ষেণৈকেন ক্ষপয়তি চ পুষ্টিং বিতনুতে
তনোস্তেজস্কারং রময়তি বধূনামপি শতম্।
রসঃ শ্রীনাম্ মৃত্যুঞ্জয় ইতি গিরীশেন গদিতঃ
প্রভাবং কোবান্যঃ কথয়িতুমপারং প্রভবতি॥
লুঙ্গাম্ভোলবকদলিত ইতি মাতুলুঙ্গদ্রবং কণশো।
দত্ত্বা ত্রিদিনং মর্দ্দয়েদিত্যর্থঃ॥১০॥

মৃত্যুঞ্জয়োরসঃ—

রসস্যাদ্বিগুণং গন্ধং শুদ্ধং সংমর্দ্দয়েদ্দিনম্।
প্রতিলোহং সূততুল্যমষ্টলোহং মৃতং ক্ষিপেৎ॥
ব্রাহ্মী জয়ন্তী নিগুণ্ডীবিষমুষ্টিঃ পুনর্নবা।
শালকার্পাসিকণ্যর্ককৃষ্ণধুস্তূরকং যবাঃ॥
অটরুষকাকমাচীদ্রবৈরাসাং বিমর্দ্দয়েৎ।
গুঞ্জাত্রয়ং চতুষ্কং বা সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥
রোগোক্তমনুপানং বা কবোষ্ণং বাজলং পিবেৎ॥১১

শুদ্ধ রস ১ ভাগ গন্ধক ২ ভাগ এক দিন মর্দ্দন করিবে। পরে তাহাতে প্রতিলৌহ ১ ভাগ ৮ ভাগ মৃতলৌহ দিয়া ব্রাহ্মী জয়ন্তী, নিসিন্দা বিষমুষ্টি, শ্বেতপুন্যা, আকন্দ কৃষ্ণধুস্তূর যব, অটরুষ এবং গুড়কামাই, এই সকলের রসে মর্দ্দন করিবে। ৩ কুঁচ বা ৪ চারি কুঁচ পরিমাণে সর্ব্বরোগেই প্রয়োগ করিবে। ঔষধ সেবনে অনুপান ঈষদুষ্ণ জল॥ ১০॥

রস গন্ধক,তাম্র সমভাগ নিসিন্দা রসে একদিন মর্দ্দনপূর্ব্বক্ তাপে দিবে। পশ্চাৎ মূষার অভ্যন্তরে ভরিয়া মূষা বন্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে তিন প্রহর কাল তীক্ষ্ণ অগ্নিতে পাক করিবে। পরিমাণ ১ রতি পানের সহিত সর্ব্বরোগেই প্রয়োজিত

হয়। বিশেষতঃ ইহা দেহসিদ্ধিকর দেহ-পুষ্টিকর বীর্য্যবর্দ্ধক ও বলবর্দ্ধক হয়॥১২॥

যথা প্রমাণং।

রসগন্ধকতাম্রাণি সিন্ধুবাররসৈর্দিনম্।
মর্দয়েদাতপে পশ্চাৎ বালুকাযন্ত্রমধ্যগম্॥
অন্ধমূষাগতং যামত্রয়ং তীব্রাগ্নিনা পচেৎ।
তদ্গুঞ্জা সর্ব্বরোগেষু পর্থ্যস্তিকয়া সহ॥
দাতব্যা দেহসিদ্ধ্যর্থং পুষ্টিবীর্য্যবলায় চ॥ ১২॥

অমৃতার্ণবঃ—

সূতভস্ম চতুর্ভাগং লোহভস্ম তথাষ্টকম্।
মেঘভস্ম চ ষড়্ভাগং শুদ্ধগন্ধস্য পঞ্চকম্॥
ভাবয়েৎত্রিফলাক্বাথে তৎসর্ব্বং ভৃঙ্গজদ্রবৈঃ।
শিগ্রুবহ্নিকটুক্বাথৈ সপ্তধা ভাবয়েৎ পৃথক্॥
সর্ব্বতুল্যা কণা যোজ্যা গুড়ৈর্মিশ্রং পুরাতনৈঃ।
নিষ্কমাত্রং সদা খাদেৎ জরাংমৃত্যুং নিহন্ত্যয়ম্॥
ব্রহ্মায়ুঃ স্যাচ্চতুর্ম্মাসৈ রসোঽয়মমৃতার্ণবঃ।
তিলকৌরুণ্টপত্রাণি গুড়েন ভক্ষয়েদনু॥ ১৩।

মেঘভস্মেতি জারিতাভ্রম্॥

পারদভস্ম ৪ ভাগ লৌহভস্ম ৮ ভাগ, জারিতাভ্র ৬ ভাগ শুদ্ধ গন্ধক ৫ ভাগ। এই সমস্ত দ্রব্য ত্রিফলার ক্বাথে ৭ বার ভাবনা দিবে। তৎপরে ভৃঙ্গরাজ, শজিনা, চিত্রক এবং কট্‌কীর রসে প্রত্যেকে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া উহার সহিত সমভাগে পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ পুরাতনগুড়ের সহিত পরিমিত মাত্রায় সর্ব্বদা সেবন করিলে জরা ও মৃত্যু দূরীভূত হয়। এই অমৃতার্ণব রস ৪ মাস কাল সেবন করিলে ব্রহ্মার সদৃশ পরমায়ু হয়। ইহার অনুপান গুড়ের সহিত পীতঝাঁটির পাতা এবং কৃষ্ণ তিল॥ ১৩॥

প্রণম্য শঙ্করং রুদ্রং চক্রপাণিং (১) মহেশ্বরম্।
জীবিতারোগ্যমন্বিচ্ছন্নানন্দঃ পৃচ্ছতে গুরুম্॥
সুখোপায়েন হে নাথ শস্ত্রক্ষারাগ্নিভির্বিনা।
দুর্ব্বলানাঞ্চ ভীরূণাং চিকিৎসাং বক্তুমর্হসি॥ ১৪॥

(১) দণ্ডপাণিমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

আনন্দ, শঙ্কর রুদ্র চক্রপাণি মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া জীবদিগের আরোগ্য কামনায় গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে নাথ! শস্ত্র ক্ষার এবং অগ্নি কর্ম্ম ভিন্ন সুখকর উপায় দ্বারা দুর্ব্বল এবং ভয়শীল লোকদিগের চিকিৎসা বলিয়া অনুগৃহীত করুন॥ ১৪॥

তচ্ছিষ্যবচনং শ্রুত্বা লোকানাং হিতকাম্যয়া।
অর্শসাং নাশনং শ্রেষ্ঠং ভৈষজ্যমিদমীরিতম্॥
পাণ্ডিবজ্রাদিলোহানা মাদাযান্যতমং শুভম্।
কৃত্বা নির্ম্মলমাদৌচ কুনট্যা মাক্ষিকেণ বা॥
ধত্তুরমূলকল্কেন স্বরসেন দিহেত্ততঃ।
বহ্নৌ নিঃক্ষিপ্য বিধিবৎ শালাঙ্গারেণ নির্ধমেৎ॥
জ্বালাচ তস্য বোদ্ধব্যা ত্রিফলায়া রসেন চ।
ততো বিজ্ঞায় গলিতং শঙ্কুনোদ্ধৃত্য সংক্ষিপেৎ॥
ত্রিফলায়া রসে পূতে তদাকৃষ্যন্তু নির্ব্বাপেৎ।
ন সম্যগ্ গলিতং যত্তু তেনৈব বিধিনা পুনঃ॥
ধ্মাতং নির্ব্বাপয়েত্তস্মিন্ লোহং তত্ত্রিফলারসে॥১৫॥

অনন্তর গুরু, শিষ্যের এই কথা শুনিয়া, লোকদিগের হিত কামনায় অর্শনাশক এই শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বৎস! বজ্রাদি লৌহজাতির অন্যতম গ্রহণ করিয়া আদৌ চতুর্থাংশ মনঃশিলা বা চতুর্থাংশ স্বর্ণমাক্ষিক দ্বারা নির্ম্মল কর। তৎপরে শালিঞ্চার মূলকল্ক ও রস দ্বারা ঐ লৌহকে লিপ্ত করিয়া শালাগ্নি দ্বারা দগ্ধ কর, যখন গলিত হইবে, তখন শুদ্ধ ত্রিফলার রসে ডুবাইয়া নির্ব্বাপিত কর। যদি দেখ সেই লৌহ সম্যক্‌রূপ গলিত হয় নাই, তবে উক্ত বিধানে পুনর্ব্বার অগ্নিসংযোগ করিয়া পুনর্ব্বার ত্রিফলাক্বাথে নির্ব্বাপিত কর॥ ১৫॥

ততঃ সংশোধ্য বিধিবৎ চূর্ণয়েল্লোহভাজনে।
লোহেন চ তথা পিংষ্যাৎ দৃষদি শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্॥

কৃত্বা লোহময়ে পাত্রে মার্দ্দে বা নিপুণস্তুকে।
বৃদৈঃপঙ্কসমং কৃত্বা পচেত্তদৃগোময়াগ্নিনা।
পুটানি ক্রমশো দদ্যাৎ পৃথগেষাং বিধানতঃ॥
ত্রিফলার্দ্রকভৃঙ্গানাং কেশরাজস্য বুদ্ধিমান্।
কন্দমাণকভল্লাতবহ্নীনাং শূরণস্য চ॥
হস্তিকর্ণপলাশস্য কুলিশস্য তথৈব চ।
পুটে পুটে চূর্ণয়িত্বা লোহাৎ ষোড়শিকং পলম্॥
তস্মানং ত্রিফলায়াশ্চ পলেনাধিকমাহরেৎ।
অষ্টভাগাবশিষ্টে তু রসে তস্যাঃ পচেদ্বুধঃ॥
অষ্টৌ পলানি দত্ত্বা তু সর্পিষো লোহভাজনে।
তাবেব লোহদর্ব্ব্যা তু চালয়েৎ বিধিপূর্ব্বকম্॥
ততঃ পাকবিধানজ্ঞঃ স্বচ্ছে চোর্দ্ধে চ সর্পিষি।
মৃদুমধ্যাদিভেদেন (১) গৃহ্ণীয়াৎ পাকমাজ্যতঃ॥১৬॥

উক্তরূপে লৌহকে শুদ্ধ করিয়া লৌহপাত্রে পেষণপূর্ব্বক অতিসূক্ষ্ম চূর্ণ কর, এবং ত্রিফলা, ভীমরাজ, আর্দ্রক, কেশরাজ, পুনর্নবা, কান্‌ছিড়ে মাণ, ভল্লাতক, চিত্রক এবং হস্তিকর্ণপলাশের প্রত্যেকের সমভাগ রসের সহিত বারবার পঙ্কবৎ মর্দ্দন করিয়া লৌহ বা মৃণ্ময়পাত্রে রুদ্ধ করিয়া ঘুটের আগুনে বারবার পুট দাও। পুট সাঙ্গ হইলে ঐ লৌহ ষোড়শপল, গ্রহণ কর। ত্রিফলা ১৭ পল জল ৬৪ পল ক্বাথ করিয়া অষ্টভাগাবশিষ্ট ক্বাথে উক্ত লৌহকে লৌহপাত্রে পাক কর। পাককালে তাহাতে ৮ পল ঘৃত দিয়া দর্ব্বী দ্বারা নাড়িতে থাক।

তদনন্তর পাক নিপুণ ব্যক্তি যখন দেখিবেন ঘৃত স্বচ্ছ ও উর্দ্ধে উঠিয়াছে, তখন মৃদুমধ্যাদি ভেদে ঘৃত পাকে পাক সমাপন কর॥১৬॥

আরভেত বিধানেন কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ।
ঘৃতজ্ঞামরসংযুক্তং (২) লিহেদারক্তিকক্রমাৎ॥
বর্দ্ধমানানুপানঞ্চ গব্যং ক্ষীরোত্তমং মতম্।
গব্যাভাবেঽপ্যজায়াশ্চ স্নিগ্ধং ব্যাদিভোজনম॥
সদ্যোবহ্নিকরঞ্চৈব ভস্মকং চ নিয়চ্ছতি।
হন্তি বাতং তথা পিত্তং কুষ্ঠানি বিষমজ্বরম্॥
গুল্মাক্ষিপাণ্ডুরোগাংশ্চ নিদ্রালস্যমরোচকম্॥
শূলং সপরিণামঞ্চ প্রমেহঞ্চাববাহকম্।
শ্বয়থুং রক্তস্রাবঞ্চ দুর্ণামচ বিশেষতঃ॥
বলদং বৃংহণঞ্চৈব কান্তিদং স্বরবর্দ্ধনম।
লাঘবঞ্চ মনোজ্ঞঞ্চ আরোগ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম॥
আয়ুষ্যং শ্রীকরঞ্চৈব বয়স্তেজস্করং তথা।
সস্ত্রীকং পুত্রজননং বলীপলিতনাশনম্॥
দুর্ণামারিরয়ং চাশু দৃষ্টো বারসতস্রশঃ।
নির্মূলং দহতে শীঘ্রং যথাতূলমিবাগ্নিনা॥১৭॥

পরে মঙ্গলবিধানপূর্ব্বক উক্ত ঔষধ সেবন করাইতে আরম্ভ করিবে। মাত্রা ১ রত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ঘৃত অভ্র এবং মধু ঈক্ষীরসংযোগে সেবনীয়। অনুপান গব্যদুগ্ধ, তদভাবে ছাগদুগ্ধ। আহার স্নিগ্ধ ও বলকর দ্রব্যমাত্র। এই ঔষধ সেবনে সদ্য অগ্নি বৃদ্ধি হয়, এবং ভস্মকরোগ নিবারণ হয়। বাতপিত্ত, কুষ্ঠ, বিষমজ্বর, গুল্ম, অক্ষিরোগ, পাণ্ডুরোগ নিদ্রা আলস্য অরোচক, শূল, পরিণামশূল, প্রমেহ, অবযাহিক, শ্বয়থু, রক্তস্রাব, এবং বিশেষতঃ অর্শরোগ আরোগ্য হয়।

এই ঔষধ বলদ, বৃংহণ, কান্তিজনক, স্বরবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, শরীরের লাঘবকর, চিত্তপ্রশস্তিকর, আয়ুঃকর, বয়োবৃদ্ধিকর, এবং তেজস্কর; সস্ত্রীক ব্যক্তির সেবনে ইহা পুত্রোৎপাদক হয়, বলী এবং পলিত নাশ করে। ইহা দ্বারা সহস্র সহস্র অর্শোরোগ নিঃশেষে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে॥১৭॥

সৌকুমার্য্যাল্পকায়স্ত্বাম্মল্যসেবী যদা নরঃ।
জীর্ণমন্যানি যুক্তানি ভোক্তৈঃ সহ পায়য়েৎ॥

(১) উক্তমধ্যাদিভেদেনেত্যপি পাঠান্তরম্।
(২) অমরং ঘৃতসংযুক্তং ইতি পাঠান্তরম্।

লাবকস্তিত্তিরির্গোধা ময়ূরশশকাদয়ঃ।
বটকঃ কলবিঙ্কশ্চ বৰ্ত্তিশ্চ হরিতালকঃ।
শ্যেনকশ্চ বৃহচ্ছাবো বনবিষ্কিরকাদয়ঃ॥
পারাবতমৃগাদীনাং মাংসং জাঙ্গলকং শুভম্॥
মদ্গুরো রোহিতঃশ্রেষ্ঠঃ শকুলশ্চ বিশেষতঃ।
মৎস্যরাজ ইমে প্রোক্তা হিতমৎস্যাশ্চ যে নবাঃ।
প্রশস্তং বার্ত্তাকুফলং পটোলং বৃহতীফলম্।
অলম্বাভীরুবেত্রাগ্রং তাড়কং তণ্ডুলীয়কম্॥
বাস্তুকং ধান্যশাকঞ্চ কর্ণজুকপুনর্নবম্।
নারিকেলঞ্চ খর্জ্জুরং দাড়িমং লবলীফলম্॥
শৃঙ্গাটকঞ্চ পক্বাম্রং দ্রাক্ষাতালফলানি চ।
জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ পূগং তাম্বূলপত্রকম্॥ ১৮॥

এতদ্ভিন্ন সুকুমার অল্পকায় মদ্যসেবী ব্যক্তিকে, পুরাতন সুরা ভোজনের সহিত সেবন করাইবে।

পথ্য।

লাবমাংস তিত্তিরমাংস, গোধামাংস ময়ূর ও শশকাদির মাংস, জাঙ্গল পারাবত ও হরিণমাংস। মাগুর রোহিত এবং শালমাছ শ্রেষ্ঠ ও হিতকর। বার্ত্তাকু পটোল বৃহতীফল; তালাঙ্কুর, শতমূলী বেতের ডগি, কাঁটানটে, বেতোশাক এবং শ্বেতপুণ্যা শাক।

নারিকেল, খর্জ্জূর, দাড়িম, লোনা, শিঙ্গেড়া, পক্কআম্র দ্রাক্ষা এবং তালফল। জয়িত্রী লবঙ্গ, শুপারি, এবং তাম্বূল॥১৮

অপথ্যং।

নাম্বীয়াম্লকুচং কোলং কর্কন্ধুং বদরাণি চ।
জম্বীরং বীজপূরঞ্চ করমর্দ্দকতিন্তিড়ী॥
আনূপানি চ মাংসানি ক্রকরং পুণ্ডকাদিকং।
হংসসারসদাত্যূহমদ্গুকাকবলাহকান্॥
মাষকন্দকরীরাণি চণকঞ্চ কলম্বকম্ (১)।
কুষ্মাণ্ডকঞ্চ কর্কোটিং কেবুকঞ্চ বিশেষতঃ॥
কম্বুকং কালশাকঞ্চ কশেরুং কর্কটীং তথা।
বিদলানি চ সর্ব্বাণি ককারাদীংশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥১৯॥

অপথ্য যথা।

মান্দার, কুল, কাঁকুড়, জম্বীর, টাবালেবু, করঞ্জ, এবং তিন্তিড়ি।

আনুপমাংস, কয়ারমাংস পুণ্ড্রক, হংস, সারস, দাত্যূহ (ডাকপাখি) কাক, বক, পাণিকৌড়ি। মাষকলাই কন্দ অঙ্কুর কলমীশাক, কুষ্মাণ্ড, কাঁকুড়, কেন (কাঁউ) বিশেষতঃ পরিহার্য্য। বাঙ্কুলিশাক, কালশাক, কেশুর, কর্কটী, সর্ব্বপ্রকার দ্বিদল এবং ককরাদি দ্রব্যমাত্রেই অপথ্য॥১৯॥

চূর্ণরাজস্তথা চায়ং স্বয়ং রুদ্রেণ ভাষিতঃ।
জগতামুপকারায় দুর্ণামারিরয়ং ধ্রুবম্॥
স্থানাদপৈতি মেরুশ্চ পৃথ্বী পর্য্যেতি বা পুনঃ।
পতন্তি চন্দ্রতারাশ্চ মিথ্যা চেদং নহি ধ্রুবম্॥
ব্রহ্মহন্তৃকৃতঘ্নাশ্চ ক্রূরাশ্চাসত্যবাদিনঃ।
বর্জ্জনীয়া বিদগ্ধেন ভিষজা গুরুনিন্দকাঃ॥ ২০॥

ভগবান্ রুদ্র জগতের উপকারার্থ অর্শনাশক এই চূর্ণরাজ স্বয়ং বলিয়াছেন। মেরুও স্থানভ্রষ্ট হইতে পারে, পৃথিবী ও পর্য্যস্ত হইতে পারে, চন্দ্র ও তারকাগণ ও পতিত হইতে পারে, কিন্তু এই ঔষধ মিথ্যা হইবে না। বিচক্ষণ বৈদ্য ব্রহ্মঘাতক, কৃতঘ্ন, ক্রূর এবং মিথ্যাবাদী গুরুনিন্দক দিগকে পরিত্যাগ করুন॥ ২০॥

মুনিরসপিষ্টবিড়ঙ্গং মুনিরসলীঢ়ং চিরস্থিতং ঘর্ম্মে।
দ্রাবয়তি লোহকিট্টং বহ্নির্নবনীতপিণ্ডমিব॥
জীর্ণে লোহেঽত্র পততি চূর্ণং ভুঞ্জীত সিদ্ধিমারাধ্যম্।
লৌহদ্ব্যাপন্নশ্যতি বিবর্দ্ধতে জাঠরো বহ্নিঃ॥২১॥

যেমন অগ্নিতে নবনীত পিণ্ড দ্রবীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ অগস্ত্য পত্র (বকপত্র) রসে পেষিত বিড়ঙ্গকে অনেকক্ষণ রৌদ্রে রাখিলে, উহা লৌহকিট্টকে

(১) প্রনর্দ্ধনমিতি ২য় পাঠঃ।

(সগুরকে) দ্রবীভূত করে। এইরূপে লৌহ জারিত হইলে, তাহাকে যদি সিদ্ধিসার-নামক চূর্ণ যুক্ত করা হয়, তবে উহাতে রক্তদোষ নষ্ট হয়, এবং অগ্নিবৃদ্ধি হয় ॥২১॥

পথ্যাসৈন্ধবশুণ্ঠীমাগধিকানাং পৃথক্ সমংভাগম্।
ত্রিবৃতাভাগৌ নিম্বুভাব্যং স্যাৎ সিদ্ধিসারাখ্যম্ ॥
কালে মলপ্রবৃত্তি র্লাঘবমুদরে বিশুদ্ধিরুদ্গারে।
অঙ্গেষু [illegible]বিষাদো মনঃপ্রসাদোঽস্য পরিপাকে।
রক্তিদ্বাদশ [illegible] চূর্ণং বৃদ্ধিরস্য ভয়প্রদা ॥ ২২॥

হরীতকি, সৈন্ধব শুঁট, এবং শ্বেত-জীরক, সমভাগ, তেউড়ি ২ ভাগ লেবুর রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিলে যে চূর্ণ প্রস্তুত হয়, তাহাকে সিদ্ধিসার চূর্ণ কহে। উক্ত ঔষধ সেবনে কোষ্ঠ শুদ্ধি উদরের লঘুতা উদ্গারশুদ্ধি, শরীরের অনবসাদ এবং চিত্তপ্রসাদ হয়। এই ঔষধ এক রতি হইতে ক্রমশঃ দ্বাদশ রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার অধিক হইলে ভয়প্রদ হয় ॥ ২২ ॥

কুনট্যা বা মাক্ষিকস্য বা লোহাপেক্ষয়া চতুর্থাংশঃ। মাক্ষিকস্য ষোড়শাংশ ইত্যেকে। পত্রং শালিকা। অত্র চ যথানন্তরং সুমর্দ্দিতং কৃত্বা ত্রিফলাক্বাথেন বহুধা ভানুপাকঃ। তদনু স্থালীপাকঃ। পুরণঃ পুনর্নবা। কুলিশঃ খণ্ডকর্ণঃ, পুটস্তু লোহসমক্বাথাদিনা।
কিন্তু যথোক্তপুটানন্তরং যথাব্যাধিপ্রত্যনীকৌষধৈরেব পুটোদেয় ইতি ব্যবহারঃ। ভস্মবাহুল্যহানয়ে পুটার্থং দ্রবদানমাত্রা পক্কোপমস্তকারিণী ইতি কেচিৎ। পলেনাধিকমিতি ত্রিফলায়াঃ সপ্তদশপলান্। প্রলম্বস্তালাঙ্কুরঃ। অভীরুঃ শতামূলী। বাকুমনাৎ ॥ ২৩ ॥

উক্ত ঔষধে লৌহের চতুর্থাংশ মনঃশিলা বা স্বর্ণমাক্ষিক গ্রহণ করিবে। স্বর্ণ মাক্ষিক ষোড়শ অংশ গ্রহণ করা কোন কোন বৈদ্যের মত। এই ঔষধকে বক্ষ্যমাণানন্তর ত্রিফলা ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া বহুবার সূর্য্যপক্ব করিবে। তদনন্তর স্থালী পাক করিবে। লৌহসমভাগ ক্বাথাদি দ্বারা পুটদান বিধেয়। পুটদানানন্তর ব্যাধি বিপরীত ঔষধি দ্বারা পুট দেওয়া ব্যবহার আছে। কেহ কেহ বলেন, ভস্মবাহুল্য নিবারণের জন্য পুটার্থ দ্রবদ্রব্যদান করা যায়, ও তাহাতে পাক ও সুন্দর হয় ॥২৩॥

শঙ্করমতলৌহঃ।

নাগার্জ্জুনো মুনীন্দ্রঃ শশাস যল্লৌহশাস্ত্রমতিগহনম্।
তস্যানুস্মৃতয়ে বয়মেতদ্বিশদাক্ষরৈর্ব্রূমঃ ॥
যেনে মুনিঃ স্বতন্ত্রোঽয়ঃপাকং ন পলপঞ্চকাদর্ব্বাক্।
সুবহুপ্রয়াসদোষাদূর্দ্ধঞ্চ পলত্রয়োদশকাৎ ॥
তত্রায়সি পচনীয়ে পঞ্চপলাদৌ ত্রয়োদশপলান্তে।
লৌহাৎ ত্রিগুণা ত্রিফলা গ্রাহ্যা ষড়্ভিঃ পলৈরধিকা ॥
মারণপুটনস্থালীপাকাস্ত্রিফলৈকভাগসম্পাদ্যাঃ।
ত্রিফলাভাগদ্বিতয়ং গ্রহণীয়ং লৌহপাকার্থম্ ॥
সর্ব্বত্রায়ঃপুটনাৎ যথৈকাংশে শরাবসংখ্যাতম্।
প্রতিপলমেতদ্ দ্বিগুণং পাথঃ ক্বাথার্থমাদেয়ম্ ॥
সপ্তপলাদৌ ভাগে পঞ্চদশান্তেঽঙ্কসাং শরাবৈঃ।
ত্র্যাদ্যেকাদশান্তৈরধিকং তদ্বারি কর্ত্তব্যম্ ॥
তত্রাষ্টমোভাবিভাগঃ শেষঃ ক্বাথস্য যত্নতঃ স্থাপ্যঃ।
তেনহি মারণপুটনস্থালীপাকা ন্বিধাস্যন্তি ॥ ২৪॥

অথ নাগার্জ্জুনমতে লৌহজারণ।

অতঃপর নাগার্জুন মুনি কথিত লৌহ জারণপ্রণালী বলিতেছেন্। এই প্রণালী অতিশয় দুরূহ এজন্য উহা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন—

তাঁহার মতে ৫ পল (৪০তোলা) হইতে ত্রয়োদশ পল(১০৪তোলা) পর্য্যন্ত লৌহ জারণ ব্যবস্থা। তাঁহার মতে লৌহ যত

(১) চুলামিডমিতি ২ পাঠঃ।

হইবে, ত্রিফলা উহার তিন গুণ ও ছয় পল অধিক লইবে। জারণ পুটন ও স্থালীপাকে লৌহের ষোড়শাংশ অর্থাৎ ১ এক ভাগ ত্রিফলা লইবে। লৌহপাকে ২ দুই ভাগ ত্রিফলা লইবে। সমস্ত লৌহ পুটন কার্য্যে ১ ভাগ ত্রিফলা ক্বাথার্থ জল ত্রিগুণ শরাব (১৷০ সের) পরিমিত দিবে। ৭ পল হইতে পঞ্চদশ পল পর্য্যন্ত লৌহভাগে প্রতিপলে শরাবত্রয় হইতে ক্রমে একাদশ শরাব পর্য্যন্ত অধিক বারিযোগ করিয়া অবশিষ্ট অষ্টমাংশ গ্রহণ করিবে। এই ত্রিফলাকাথ দ্বারা মারণ পুটন এবং স্থালীপাককার্য্য সম্পাদন করিবে॥ ২৪॥

পাকার্থেতু ত্রিফলাভাগদ্বিতয়ে শরাবসংখ্যাত্তম।
প্রতিপলমম্বু সমং স্যাদধিকং দ্বাভ্যাং শরাবাভ্যাম্।
তত্র চতুর্থোভাগঃ শেষোনিপুণৈঃ প্রযত্নতোগ্রাহ্যঃ।
অয়সঃ পাকার্থত্বাৎ সহি সর্ব্বস্মাৎ প্রধানতমঃ।
পাকার্থমশ্মসারে পঞ্চপলাদৌ ত্রয়োদশপলান্তে।
দুগ্ধশরাবদ্বিতয়ং পাদৈরেকাধিকৈরধিকম্।
পঞ্চপলাদির্মাত্রা তদন্তারে তদনুসারতোগ্রাহ্যম্।
চতুরাদিকমেকান্তং শক্রাবধিকং ত্রয়োদশকাৎ।
ত্রিফলাত্রিকটুচিত্রককান্তক্রামকবিড়ঙ্গানাম্।
জাতীফলজাতীকোষৈলাককেকালফললবঙ্গানাম্॥
সিতকৃষ্ণজীরয়োরপি চূর্ণান্যয়সা সমানানি স্যুঃ।
ত্রিফলাত্রিকটুবিড়ঙ্গা নিয়তা অন্যে যথাপ্রকৃতি।
কালায়সদোষহৃতে জাতীফলাদের্লবঙ্গকান্তস্য।
ক্ষেপঃপ্রাগ্ব্যনুরূপঃ সর্ব্বস্যোনস্যচৈকাদ্যৈঃ।
কান্তক্রামকমেকং নিঃশেষং দোষসপহরত্যয়সঃ।
দ্বিগুণত্রিগুণ চতুর্গুণ মাজ্যংগ্রাহ্যং যথাপ্রকৃতি।
যদি ভেষজভূয়স্ত্বং স্তোকত্বংবা তথাপি চূর্ণানাম্।
অয়সা সাম্যং সংখ্যাভূয়োহল্পত্বেন ভূয়োহল্পে।
এবং ধাত্বনুসারাৎ তত্তৎ কথিতৌষধস্য বাধেন।
সর্ব্বত্রৈব বিধেয়স্তদকথিতস্যৌষধস্যোহঃ॥২৫॥

কান্ত লৌহপাকে লৌহের দ্বিগুণ ত্রিফলা জল প্রতি পলে ।৵ সের দিয়া তাহার সহিত আর ১সের অধিক জল দিয়া পাদাবশিষ্ট করিবে। লৌহপাকে লৌহের মাত্রা ৫ পল হইতে ১৩ পল পর্য্যন্ত। অর্থাৎ লৌহ ৫ পল, ত্রিফলা ১০ পল, ক্বাথার্থ জল ৬ সের শেষ ১৷০ সের, দুগ্ধ ৬৷০ সের ত্রিফলা, ত্রিকটু, চিতে নাগরমুথা বিড়ঙ্গ জায়ফল জয়িত্রী এলাইচ কক্কোল লবঙ্গ শ্বেতজীরক এবং কৃষ্ণজীরকচূর্ণ মিলিত লৌহ সমান, যথালব্ধ প্রক্ষেপ দিবে। প্রকৃতি অনুসারে দ্বিগুণ ত্রিগুণ এবং চতুর্গুণ ঘৃত দিবে। ত্রিকটু ত্রিফলা এবং বিড়ঙ্গ অবশ্য দেয়, তদ্ভিন্ন দ্রব্য প্রকৃতিবিশেষে বিবেচনা করিয়া দিবে। এক মাত্র নাগর মুতাই লৌহদোষ হরণে সমর্থ॥ ২৫॥

সাধ্যসাধনপরিমাণবিধিঃ।

কান্তাদিলোহমারণবিধানসর্ব্বস্বমুচ্যতে তাবৎ।
যস্য কৃতে তল্লৌহং পক্তব্যং তস্য শুভদিবসে॥
সমুদঙ্গারকরালিতনতভূভাগে শিবং সমভ্যর্চ্য।
বৈদিকবিধিনা বহ্নিং নিধায় দত্ত্বাহুতীস্তত্র॥
ধর্ম্মাৎসিধ্যতি সর্ব্বং শ্রেয়োহতো ধর্ম্ম সিদ্ধয়ে কিমপি
শক্ত্যনুরূপং দদ্যাৎদ্বিজায় সন্তোষিণে গুণিনে॥
সন্তোষ্য কর্ম্মকারং প্রসাদপূগাদিদানসম্মানৈঃ।
আদৌ তদশ্মসারং নির্ম্মলমেকান্ততঃ কুর্য্যাৎ॥
তদনু কুঠারচ্ছিন্নত্রিফলাগিরিকর্ণিকাস্থিসংহারৈঃ।
করিকর্ণচ্ছদমূলশতাবরীকেশরাজরসৈঃ॥
শালিঞ্চমূলকাশীমূলপ্রাবৃড্জভৃঙ্গরাজৈঃ।
লিপ্ত্বা সঞ্চন্যং তদ্দ, কীক্রিয়লোহকারেণ॥
চিরজলভাবিতনির্ম্মলশালাঙ্গারেণ পরিতআচ্ছাদ্যঃ
কুশলাধ্মাপিতভস্ত্রানবরতমুক্তেন পবনেন॥
বহ্নের্বাহুজ্বালা বোদ্ধব্যা জাতুনৈব কুশিকয়া।
দৃঢ়বনসলিলভাজা কিন্তু স্বচ্ছাম্বুসংপ্লুতয়া॥
দ্রব্যান্তরসংযোগাৎ স্বাং শক্তিং ভেষজানিমুঞ্চন্তি।
মলধূলীমৎ সর্ব্বং সর্ব্বত্র বিবর্জ্জয়েৎ তস্মাৎ॥
সংদংশেন গৃহীত্বা তুঃপ্রজ্বলিতাগ্নিমধ্যমুপনীয়।
গলতি যথাযথমগ্রে তথৈবমূর্দ্ধংবর্দ্ধয়েন্নিপুণঃ॥
তজ্জনিহতোহগ্নিমুখাঙ্কুশলগ্নং ত্রিফলাজলে বিনিঃ-
ক্ষিপ্য।

নির্ব্বাপয়েদশেষং শেষং ত্রিফলাম্বু রক্ষেচ্চ ॥
যল্লোহং ন মৃতস্তস্য পুনরপি দাক্ষবাম্বুফলার্গেণ।
সম্পৃক্তং তথাপিষ্টস্তৎপঞ্চব্যমলোহমেবহি তৎ॥
তদনু ধনলোহপাত্রে কালায়সমুদ্গরেণ সঞ্চূর্ণ্য।
দত্ত্বা বহুশঃ সলিলং প্রক্ষাল্যাঙ্গারমুদ্ধৃত্য ॥
তদয়ঃ কেবলমগ্নৌ শুষ্কীকৃত্যাতপেঽথবা পশ্চাৎ।
লোহশিলায়াং পিংষ্যাদসিতেঽশ্মনি বা তদপ্যাপ্তৌ
২৬॥

ইতি মারণবিধিঃ।

কান্তাদি লৌহসাধনবিধি।

যাহার জন্য কান্ত লৌহ পাক করিতে হইবে, তাহার অনুকূল শুক্লতিথি এবং নক্ষত্রযুক্ত শুভদিনে অগ্রে মৃদঙ্গারলিপ্ত নত ভূভাগে মহাদেবের আরাধনা করিবে। পরে বৈদিক বিধানানুসারে অগ্নিতে হোম করিয়া যথা-শক্তি ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিবে এবং কর্ম্মকারককে পূগাদি দান দ্বারা সম্মান করিবে। পরে কান্তলৌহকে নিম্নলিখিতরূপে নির্ম্মল করিবে। গুলঞ্চ ত্রিফলা হাড়্ভাঙ্গা হস্তিকর্ণ পলাশ মূলক শতমূলী কেশরাজ শালিঞ্চা শীমূলমূল ছত্রাক এবং ভীমরাজ কল্ক দ্বারা লৌহকে লিপ্ত করিয়া দগ্ধ করিবে। যে পর্য্যন্ত না লৌহ মৃত হয় সেই পর্য্যন্ত ঐ রূপ বারবার দগ্ধ ও ত্রিফলা ক্বাথে নিমজ্জিত করিবে। সম্যক্ মৃত হইলে লৌহপাত্রে চূর্ণ করিবে। ২৬॥

অথ কৃত্বায়োভাগে দত্ত্বাত্রিফলাদ্যশেষমন্যদ্বা।
প্রথমং স্থালীপাকং কুর্য্যাদেতৎ ক্ষয়াত্তদনু।
গজকর্ণপত্রমূলশতাবরীভৃঙ্গকেশরাজরসৈঃ।
প্রাগ্বৎ স্থালীপাকং কুর্য্যাৎ প্রত্যেকমেকং বা ॥২৭॥

ইতি স্থালীপাকবিধিঃ।

লৌহকে ত্রিফলাদির ক্বাথের সহিত প্রথমতঃ স্থালী পাক করিবে। উক্ত রস মরিয়া গেলে পুনর্ব্বার হস্তিকর্ণ পলাশ-পত্র ও মূল, শতমূলী, ভীমরাজ এবং কেশরাজের প্রত্যেকের রসে এক এক বার পূর্ব্ববৎ স্থালীতে পাক করিবে। ২৭॥

হস্তপ্রমাণবদনং শ্বভ্রং হস্তৈকখাতসমমধ্যম্।
কৃত্বা কটাহসদৃশং তত্র করীষং তুষঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ॥
অন্তর্গলতরমর্দ্ধং শুষিরং পরিপূর্য্য দহনমাযোজ্যম্।
পশ্চাদয়সশ্চূর্ণং শ্লক্ষ্ণং পঙ্কোপমং কুর্য্যাৎ॥
ত্রিফলাম্বুভৃঙ্গকেশরশতাবরীকন্দমানসহজরসৈঃ।
ভল্লাতক কারকর্ণচ্ছদমূলপুনর্নবাম্বুরসৈঃ॥
কিঞ্চাথ লোহপাত্রে মার্দ্দ্বা লোহমার্দ্দপাত্রাভ্যাম্।
তুল্যাভ্যাং পৃষ্ঠেনাচ্ছাদ্যাস্তে রন্ধ্রমালিপ্য॥
তৎপুটপাত্রং তত্র শ্বভ্রস্থলনে নিধায় ভূয়োঽপি।
কাষ্ঠকরীষতুষৈস্তৎ সংচ্ছাদ্যাহর্নিশং দহেৎপ্রাজ্ঞঃ
এবং সর্বত্তিরমাতে ভেষজরাজৈঃ পচেচ্চ পুটপাকম্।
প্রত্যেকমেবমেভির্মিলিতৈর্বা ত্রিচতুরান্ বারান্॥
প্রতিপুটমেতৎ পিংষ্যাৎস্থালীপাকং যথায়বিধিনৈব।
তাদৃশিদৃষদ ন পিংষ্যাদ্বিমলত্রকসা তু যুজ্যতে পাত্রে
তদয়শ্চ বং পিষ্টং ঘৃষ্টং ঘনসূক্ষ্মবাসাসি স্রুক্ষ্ম॥
যদি রজসা সদৃশং স্যাৎ কেতক্যাস্তাই তদ্রজম্।
পুটনস্থালীপাকেষধিকৃতপুরুষৈঃ স্বভাবব্যাধগমাৎ।
কাথতমপি হেমমৌষধং উচিতমুপাদেয়মন্যদপি॥২৮

ইতি পুটনবিধিঃ।

একহাত ফাঁড়াল এবং এক হাত গভীর একটি গর্ত্তের অর্দ্ধভাগ অগ্রে বিল ঘুটে তুষ এবং কাষ্ঠ দ্বারা পূর্ণ করিবে। পরে ত্রিফলারসের সহিত মর্দ্দিত লৌহচূর্ণ দ্বারা থালীকে পূরিত করিয়া স্থালীকে উত্তমরূপে লিপ্ত করিবে এবং ঐ গর্ত্তমধ্যে রাখিয়া পুনর্ব্বার তাহার উপর ঘুটে তুষ ও কাষ্ঠ প্রদানপূর্ব্বক অগ্নিসংযোগ দ্বারা দিবানিশ দগ্ধ করিবে। এইরূপ ভীমরাজ কেশরাজ শতমূলী ওল মান ভেলা হস্তিকর্ণ পলাশপত্র ও মূল এবং শ্বেতপুর্ণার রসে প্রত্যেকে বা একত্র অন্ততঃ এক একবার লৌহচূর্ণকে মর্দ্দন করিয়া পূর্ব্ববৎ গর্ত্তমধ্যে বারবার পুট দিবে। পরে বস্ত্র দ্বারা

ছাঁকিয়া লইলে উক্ত লৌহচূর্ণ যদি কেতকী রজঃসদৃশ হয়, তবে অতি সুন্দর হইল, জানিবে। এইরূপে লৌহপুটনকার্য্য সম্পন্ন করিবে ॥২৮॥

সূক্ষ্মকর্ম্ম যত্র যদৈকদিবসাসাধ্যস্তে কাথস্য কিঞ্চিদুষ্ণীকরণান্ন পর্য্যুষিতশঙ্কাশেষশঙ্কাচ। কিন্তু পুটবাহুল্যং গুণাধিকায়। যথা—

শতাদিস্তু সহস্রান্তঃ পুটো দেয়ো রসায়নে।
দশাদিস্তু শতান্তঃ স্যাদ্ব্যাধিবারণকর্ম্মণি।
শতাদিপুটপক্ষে তু মুক্তানিভাং কৃত্বা পুটয়েৎ।
বস্ত্রপূতঞ্চ ন কুর্য্যাৎ ॥২৯॥

যে কার্য্য এক দিবসে সাধ্য হয় না তাহার ভাবনার জন্য যে ক্বাথ ব্যবহৃত হয়, তাহা কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া লইলে, পর্য্যুষিত হয় বলিয়া আশঙ্কা করা বিধেয় নহে; বরং পুটবাহুল্যনিবন্ধন গুণাধিক্যই হয়, যথা।—

রসায়ন কার্য্যে লৌহকে শতাদি হইতে সহস্র পর্য্যন্ত পুট দিবে। এবং রোগ নিবারণকার্য্যে দশাদি হইতে শতপুট পর্য্যন্ত বিধেয়। শতাদি পুটপক্ষে মুক্তাসদৃশ করিয়া পুট দিবে, তাহাতে বস্ত্রপূত করিবে না ॥২৯॥

অথ পাকবিধিঃ।

অভ্যস্তকর্ম্মবিধিভির্বালকুশাগ্রীয়বুদ্ধিভির্লক্ষ্যম্।
লৌহস্য পাকমধুনা নাগার্জ্জুনশিষ্টমভিদধ্মঃ ॥
লৌহারকূটতাম্রকটাহে দৃঢ়মৃন্ময়ে প্রণম্য শিবম্।
তদয়ঃ পচেদচপলঃ কাষ্ঠেন্ধনবহ্নিনা মৃদুনা ॥
নিঃক্ষিপ্য ত্রিফলাজলমুদিতং যত্তদ্ঘৃতঞ্চ দুগ্ধঞ্চ।
সঞ্চাল্য লৌহময্যা দর্ব্ব্যা লয়ং সমুৎপাদ্য ॥
মৃদুমধ্যমখরভাবৈঃ পাকস্ত্রিবিধোঽত্র বক্ষ্যতে পুংসাম্।
পিত্তসমীরণশ্লেষ্মপ্রকৃতীনাং মধ্যমস্য সমঃ ॥
অভ্যক্তদর্ব্বিলৌহং সুখদুঃখস্খলনযোগি মৃদুমধ্যম্।
উজ্ঝিতদর্ব্বিখরং পরিভাষন্তে কেচিদাচার্য্যাঃ।
অন্যে বহিঃ দর্ব্বিপ্রলেপমীষৎ খরাকৃতি ব্রুবতে ॥৩০॥

এক্ষণে নাগার্জ্জুন কথিত লৌহপাক বলিতেছেন।

প্রথমতঃ মহাদেবকে প্রণাম করিয়া লৌহময় পিত্তলময় কিম্বা তাম্রময় কটাহে লৌহচূর্ণ প্রদান করিয়া স্থিরভাবে মৃদু কাষ্ঠাগ্নি দ্বারা ত্রিফলার ক্বাথ ঘৃত এবং দুগ্ধের সহিত লৌহ দর্ব্বী দ্বারা ঘর্ষিত করত পাক করিবে। লৌহের পাক প্রকৃতি বিশেষে মৃদু মধ্য এবং খর হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ পিত্ত প্রকৃতির জন্য মৃদু পাক, বায়ু প্রকৃতির মধ্যপাক, শ্লেষ্ম প্রকৃতির খরপাক, এবং সমপ্রকৃতির সমান পাক আবশ্যক।

যদি লৌহ দর্ব্বীতে (হাতা) লাগিয়া সুখস্খলন যোগ্য হয়, তবে তাহাকে মৃদু পাক কহে, আর যদি দুঃখ স্খলন যোগ্য হয়, তবে তাহাকে মধ্যপাক কহে, আর যদি দর্ব্বী হইতে এককালে ছাড়িয়া যায় তবে তাহাকে খরপাক কহে ॥৩০॥

মৃদুমধ্যমর্কচূর্ণং সিকতাপুঞ্জোপমঞ্চ খরম্।
ত্রিবিধোঽপি পাক ঈদৃক্ সর্ব্বেষাং গুণকৃদেব
নতু বিফলঃ ॥

প্রকৃতিবিশেষে সূক্ষ্মোষ্ণগুণদোষৌ জনয়তীত্যল্পাম্।
বিজ্ঞায় পাকমেকং ভগবতার্য্যক্ষিতোক্ষণান্নিয়তঃ
বিজ্ঞাস্য তত্র লৌহে ত্রিফলাদেঃ প্রক্ষেপেঞ্চ ক্রম্।
যদি কর্পূরপ্রাপ্তির্ভবতি ততো বিগলিতে তদুষ্ণত্বে ॥
চূর্ণীকৃতমনুরূপং ক্ষিপেদ্ধরায় দিনত্রয়াত্তঃ।
পক্বং তদশ্মসারং সুচিরং ঘৃতস্থিতং ভোবিকৃত্যন্তে ॥
গোলোহনাদিভাণ্ডে লোহাভাবে সতি স্থাপ্যম্।
যদি তু পরিপ্লুতিহেতো ঘৃত নীক্ষেতাধিকং
ততোঽন্যস্মিন্ ॥

ভাণ্ডে নিধায় সুস্থিরহ্যুপযোগোক্তনেন সহান্।
অগ্নিবিরুক্ষীভূতে স্নেহঃ ফলাঘৃতেন সম্পাদ্যঃ ॥
এতক্রমেণ সুপ্রোত্তানত্যম্বুনৈব সেচনীয়ং তৎ।

অত্যন্তকফপ্রকৃতের্দ্বিক্ষণমধ্যলোহমুদ্বৈন শংসাস্ত।
কেবলমপীদমশিতং জনয়ত্যয়সো গুণান্ কিয়তঃ॥
অথবা বক্তব্যবিধিসংস্কৃতকৃষ্ণাভ্রচূর্ণনাদায়।
লোহচূর্ণচতুর্থাংশসমদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চগুণভাগম্॥
প্রাক্ষিপ্যায়ঃ প্রাগুক্তপচেদুভাভ্যাং ভবেত্তন্মোয়াবৎ
তন্মানানুরূপেঃ স্যাত্ততঃ স্যাত্রিফলাদি-
দ্রব্যপরিমাণম্। ইদমাপ্যায়কমিদমতি
পিত্তনুদিদমেব কান্তিবলজননম্। তৃষ্ণাত
তৃটক্ষুধো পরমাধিকাধিকমাত্রয়া যুক্তম্॥৩১॥

ইতি অমৃতসারলৌহঃ।

মৃদুমধ্য অর্দ্ধচূর্ণ, এবং খর বালুকা-সদৃশ। এই ত্রিবিধ পাকই গুণকারী, নিষ্ফল নহে। ইহারা প্রকৃতিবিশেষে স্ব স্ব রূপ গুণ ও দোষ উৎপাদন করে। এই রূপে পাক হইয়া চুল্লী হইতে নামাইয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবে। তৎপরে ত্রিফলাদি চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে।

যদি কর্পূর দেওয়া হয় তবে, উষ্ণতা নষ্ট হইলে, অনুরূপ মাত্রায় উহার চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। পরিশেষে গোদোহন ভাণ্ডমধ্যে স্থাপন করিবে। এই রূপে রক্ষা করিলে ঔষধের রুক্ষভাব না থাকিয়া স্নিগ্ধভাব হয়। তাহার পর যদি দেখা যায় যে, ঔষধ অধিক ঘৃতে ভাসিতেছে তবে সেই ঘৃত ভাণ্ডান্তরে রাখিয়া দিবে, কারণ তাহা দ্বারা বহু উপকার সাধন হইতে পারে।

যদি কান্ত লৌহ রুক্ষভাব প্রাপ্ত হয় তবে, ত্রিফলা ঘৃত দ্বারা উহার রুক্ষভাব দূর করিবে। এইরূপে কান্ত লৌহকে সিদ্ধ করিলে, লৌহ সমধিক গুণ শালী হয়। অত্যন্ত কফপ্রকৃতির পক্ষে উক্তঘৃতের সহিত ঐ লৌহ সেবন মহোপকারী হয়। কেবল ভক্ষণে লৌহের কিয়ৎপরিমিত গুণ মাত্র দৃষ্ট হয়।

অথবা বক্তব্যবিধানানুসারে সংস্কৃত কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ লৌহচূর্ণের চতুর্থাংশের অর্দ্ধেকের সমভাগ, দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ পঞ্চগুণ প্রক্ষেপ দিয়া তাবৎ পরিমিত ত্রিফলার সহিত ততক্ষণ উভয়কে পূর্ব্ববৎ একত্র পাক করিবে, যতক্ষণ না চূর্ণীভূত হয়।

এই লৌহসেবনে পিত্তনাশ হয়, কান্তি ও বল হয়। এবং উত্তরোত্তর মাত্রাধিক সেবনে তৃষ্ণা ও ক্ষুধা স্তম্ভিত হয়॥৩১॥

ইতি অমৃতসার লৌহঃ।

অভ্রকবিধি।

কৃষ্ণাভ্রমভেকবপুর্ব্বজ্রাখ্যং চৈকপত্রকং কৃত্বা।
কাষ্ঠময়োদূখলকে চূর্ণং মুষলেন কুর্ব্বীত॥
ভূয়োপি দৃশদি পিষ্টং বাসঃসূক্ষ্মাবকাশতলগলিতম্
মণ্ডূকপর্ণিকায়াঃ পূর্ব্বং স্বরসে স্থাপয়েত্ত্রিদিনম্॥
উদ্ধৃত্য তত্রসাদথ পিংষ্যাদ্ধৈমন্তধান্যভক্তস্য।
আক্ষোদাদাদত্যম্লস্বচ্ছজলে প্রযত্নেন মণ্ডূকপর্ণিকায়াঃ
পূর্ব্বং স্বরসেন মর্দ্দনং কুর্য্যাৎ।
স্থালীপাকে পুটনং চান্যৈরপি ভৃঙ্গরাজাদ্যৈঃ।
অর্কাদিপত্রমধ্যে কৃত্বা পিণ্ডং নিধায় ভস্মাগ্নৌ॥
তাবদ্দহেদ্যাবন্নীলোহগ্নি দৃশ্যতে সুচিরম্।
নির্বাপয়েচ্চ দুগ্ধে দুগ্ধং প্রক্ষাল্য বারিণা তদনু।
পিষ্ট্বাপিষ্ট্বাবস্ত্রে চূর্ণং নিশ্চন্দ্রিকং কুর্য্যাৎ॥৩২॥

কৃষ্ণাভ্র কিংবা বজ্রাভ্রকে নিস্তবক করিয়া কাষ্ঠময় উদূখলে চূর্ণ করিবে। এবং পুনর্ব্বার শিলাতলে পেষণপূর্ব্বক বস্ত্রগালিত করিয়া থুলকুড়ির রসে তিনদিন ভিজাইয়া রাখিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া হৈমন্তিক ধান্য জাত

ভক্তের কাঁজির সহিত পেষণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার থুলকুড়ির রসে মর্দ্দন করিবে।

এই স্থালীপাকবিধি।

অনন্তর ভৃঙ্গরাজাদির ক্বাথে মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডীভূত করিয়া সেই পিণ্ডকে অর্কপত্র মধ্যে রক্ষণপূর্ব্বক ভস্ত্রাগ্নিতে দগ্ধ করিবে। এবং ততক্ষণ দগ্ধ করিবে, যতক্ষণ না অগ্নি নীলবর্ণ হয়। তদনন্তর দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করিবে। পরে জল দ্বারা দুগ্ধ ক্ষালিত করিয়া পেষণপূর্ব্বক নিশ্চন্দ্র করিবে।

অথ ভক্ষণবিধিঃ।

নানাবিধকুকৃশাটৈস্তো কান্ত্যৈপুষ্ট্যৈ শিবং সমভ্যর্চ্য। সুবিশুদ্ধেঽহনি পুণ্যে তদমৃতমাদায় লৌহাখ্যম্। দশকৃষ্ণলপরিমাণং শক্তিবয়োভেদমাকলয্য পুনঃ। ইদমধিকং তদধিকতরমিদমেব মাতৃমোদকবৎ। সমমধ্বাজ্যসপাত্রে লৌহে লৌহেন মর্দ্দয়েচ্চ পুনঃ। দত্ত্বা মধ্বনুরূপং তদনু ঘৃতং যোজয়ন্নধিকম্। বহুং গৃহ্লাতি যথা মধ্বপৃথক্ত্বেন পক্ষমবিষং হি তৎ। ইদমিহ দৃষ্টোপকরণ মেতদদৃষ্টন্তু মন্ত্রেণ। স্বাহান্তেন বিমর্দ্দো ভবতি ফলন্তেন লৌহবররক্ষা। সমনস্কারেণ বলির্ভক্ষণময়মো হুঁ মন্ত্রমন্ত্রেণ। ওঁ অমৃতোদ্ভবোদ্ভবায় স্বাহা, ওঁ অমৃতেহুঁ ফট্। ওঁ নমশ্চণ্ডবজ্রপাণয়ে মহাযক্ষসেনাধিপতয়ে হুঁ। সুরাসুরবিদ্যা মহাবলায় স্বাহা। ওঁ অমৃতে হুঁ। জগ্ধা তদমৃতসারং নীরং বা ক্ষীরমেনানুপিবেৎ। কান্তক্রামকমমলং সর্জ্জরসং পিবেত্তদনু। আচম্য চ তাম্বূলং লাঘেঘনসারসহিতমুপযোজ্যম্। নতিকোপবিষ্টোনাপ্যতিভাষী নাতিস্থিতঃ তিষ্ঠেৎ। অত্যন্তবাতশীতাতপপানস্নানবেগরোধাংশ্চ কাষ্ঠান্দিবাচ নিদ্রামহিতক্ষাকালকুক্ষিক। বাতকৃতঃ পিত্তকৃতঃ সর্ব্বান্ কটুম্নতিক্তকষায়াম্ঃ তৎক্ষণবিনাশহেতুন মৈথুন-

কোপশ্রমান্ দূরে। অশিতং তদয়ঃ পশ্চাৎপচতু ন পাটবংতুক্ত প্রশস্তাং। অর্ত্তির্জ্জবতু নবাঙ্কে কুঞ্জতি ভোক্তব্যমব্যাজম্ ॥৩৪॥

শান্তি কান্তি ও পুষ্টির নিমিত্ত ভূত মহাদেবকে প্রণাম করিয়া শুভদিনে ঐ অমৃত সারলৌহ, রোগীর শক্তি এবং বয়স বিবেচনা করিয়া সেবন করাইবে। পরিমাণ দশ রতি পর্য্যন্ত। কিন্তু মাতৃকামোদকবৎ, যাহার পক্ষে যেরূপ মাত্রা উচিত, বৈদ্য তাহা বিবেচনা করিয়া, মধু ও ঘৃতের সহিত তাহাকে সেইরূপ মাত্রা সেবন করাইবেন। ঔষধ নাড়িলে যাহা মধুর সহিত বেশ মিলিয়া যায়, তাহা যথার্থ ঔষধ ও নির্ব্বিষ। "ওঁ অমৃতোদ্ভবায় স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ঔষধ মর্দ্দন করিবে। ওঁ অমৃতে হুঁং ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণানন্তর নমস্কারপূর্ব্বক বলি প্রদান; এবং "ওঁ নমশ্চণ্ডবজ্রপাণয়ে মহাযক্ষসেনাধিপতয়ে, সুরাসুর বিদ্যামহাবলায় ওঁ অমৃতে হুঁং" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিবে। ঔষধ সেবন ক-করিয়া অব্যাজে ভোজনাদি করিলেও ক্লেশ বা অন্ত্রকুঞ্জনাদি হয় না। লৌহ সেবনের পর জল বা দুগ্ধ অনুপান দিবে। তদনন্তর সর্জ্জরস পান করিবে। তদনন্তর কপোল দেশে তাম্বূল দিয়া চন্দন লেপন করিবে। ঐ লৌহ সেবনের পর অধিক উপবেশন, অধিক বাক্যব্যয়াদি অত্যন্ত শীত, বাত, আতপ, পান, স্নান এবং বেগধারণাদি নিষিদ্ধ। দিবানিদ্রা

এবং অকালভোজন পরিহার্য্য। বাতপিত্ত কর, কটু, অম্ল তিক্তাদি, মৈথুন ক্রোধ পরিশ্রম এককালে পরিত্যাগ করিবে॥৩৪

প্রথমং পীত্বা দুগ্ধং শাল্যন্নং বিশদমক্লিন্নম্।
ঘৃতসংযুক্তং মধ্বীয়াম্ভাংসৈর্বিহঙ্গমৈঃ শ্রেয়ঃ।
উত্তমভূধরভূচরবিষ্কিরমাংসং তথাজমেণাদি।
অন্যদপি জলচরাণাং পৃথুরোমাপেক্ষয়া জ্যায়ঃ।
মাংসালাভে মৎস্যা অদোষলাঃ স্থূলসদ্গুণা গ্রাহ্যাঃ
মদ্গুররোহিতশকুলা দগ্ধাঃপাললাম্মনাগূনাঃ।
শৃঙ্গাটককশেরুকদলীফলতালনারিকেলাদি।
অন্যদপি যচ্চ বৃষ্যং মধুরং পণসাদিকং জ্যায়ঃ।
কেবুকতালকরীরান্ বার্ত্তাকু পটোলফল দলসমেতান্
মুদ্গমসূরেক্ষুরসান্ শংসন্তি নিরামিষেষ্বেতান্॥
শাকং প্রহেয়মখিলং স্তোকং রুচয়ে তু বাস্তুকমাদদ্যাৎ। বিকিত্তনিষ্কিদাদন্যন্মধ্যমকোটিস্থিতং বিদ্যাৎ। অনুপানমুষ্ণপয়সঃ সারয়তি বদ্ধকোষ্ঠস্য। অনুপীতমম্বু যদ্বা-কোমলশস্যস্য নারিকেলস্য। যস্যন তথাপি সরতি সযবক্ষারং জলং পিবেৎ কোষ্ণম্। ত্রিফলাক্কাথসনাথং সযবক্ষারং ততোঽপ্যধিকম্। কোষ্ণত্রিফলাকাথং ক্ষীরসনাথং ততোঽপ্যধিকম্। ত্রীণি দিনানি সমং স্যাদহ্নি চতুর্থেতু বর্দ্ধয়েৎ ক্রমশঃ। যাবত্তদষ্টমাষং ন বর্দ্ধয়েৎ পুনরিতোঽপ্যধিকম্॥৩৫॥

পথ্য।

প্রথমে দুগ্ধপান, তৎপরে সুসিদ্ধ শাল্যন্ন ঘৃতসংযোগে পক্ষিমাংসের সহিত ভোজন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে উত্তম উত্তম পর্ব্বতচর ভূচর বিষ্কিরপক্ষির-মাংস, আজমাংস হরিণমাংস এবং জলচর-পক্ষিমাংস প্রশস্ত। মাংসালাভে মাগুর রোহিত এবং শকুল (শল) প্রভৃতি নির্দ্দোষ স্থূল এবং সদ্গুণসম্পন্ন দগ্ধ মৎস্য পথ্য। নিরামিষের মধ্যে শৃঙ্গাটক (শিঙেড়া) কশেরুক, (কেশুর) কলা, তাল, নারিকেলাদি পথ্য। এতদ্ভিন্ন যে যে দ্রব্য বৃষ্য ও মধুর-যেমন পণসাদি (কাঁটাল); কাঁউ, তালাঙ্কুর, বার্ত্তাকু, পটোলফল, মুদ্গ, মসুর এবং ইক্ষুরসাদিও পথ্য। শাকমাত্রেই নিষিদ্ধ, কেবল বাস্তুকশাক (বেতো) কিছু কিছু ব্যবহার করিতে পারে। বদ্ধকোষ্ঠের পক্ষে উষ্ণজল অনুপেয়, কিম্বা কোমল শস্যযুক্ত নারিকেলও পথ্য। তথাপিও যাহার কোষ্ঠ শুদ্ধ না হয়, তাহাকে ঈষদুষ্ণ যবক্ষার জল দিবে। অথবা যবক্ষার সহিত ত্রিফলার ক্কাথ তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তিন দিন সমভাগ, চতুর্থ দিন হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া ৮ মাষা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে॥৩৫॥

আদৌরক্তিদ্বিতয়ং দ্বিতীয়বৃদ্ধৌতু রক্তিকাত্রিতয়ম্
রক্তীগঞ্চকপঞ্চকমতঊর্দ্ধং বর্দ্ধয়েন্নিয়তম্।
বাতশরীরকম্পাপক্কোদিনানি
যাবন্তি বর্দ্ধিতং প্রথমম্।
তাবন্তি বর্দ্ধশেষে প্রতিলোমং হ্রাসয়েত্তদয়ঃ।
তেষ্বষ্টমাষকেষু প্রাতর্মাষত্রয়ং সমশ্নীয়াৎ।
সায়ঞ্চ তাবদহোমধ্যে মাসদ্বয়ং শেষং।
এবং তদমৃতমখন্ন কান্তিং লভতে চিরস্থিতং দেহম্।
সপ্তাহত্রয়মাত্রাৎ সর্ব্বরুজো হন্তি কিং বহুনা।
আর্য্যাভিরিহ নবত্যা সপ্তবিধং যথাবদাখ্যাতং।
অমতিবিপর্য্যয়সংশয়শূন্যমনুষ্ঠানমুপনীতম্।
মুনিচরিতশাস্ত্রপারং গত্বা সারং সমুদ্ধৃত্য।
নিববন্ধ বাঙ্করানামুপকৃতয়েঽপিষ্টকর্ম্মা॥৩৬॥
ইতি ভক্ষণবিধিঃ। ইত্যমৃতসারলোহং সমাপ্তম্।

মাত্রা বাড়াইবার নিয়ম যথা—প্রথম বৃদ্ধিঽ রতি, দ্বিতীয় বৃদ্ধিতে ৩ রতি, তদনন্তর যখন বাড়াইতে হইবে, তখন ৫ রতি করিয়া বাড়াইবার নিয়ম আছে। বায়ুপ্রধান শরীরের পক্ষে, যত দিন অ-

ন্তরে বাড়ান হইয়াছে, বৎসরের শেষে প্রতিলোমে ও ততদিন অন্তরে সেই পরিমাণে লৌহ কমাইতে হইবে। এইরূপে উক্ত অমৃতসার লৌহ ভক্ষণ করিলে কান্তিপুষ্ট হয়, এবং দেহ চিরস্থায়ী হয়। এই লৌহ ৩ সপ্তাহকাল ভক্ষণ করিলেই সর্ব্বরোগ শান্ত হয় ॥৩৭॥

কন্যাতোয়ে তাম্রপত্রং সুতপ্তং
কৃত্বা বারান্ বিংশতি প্রক্ষিপেত্তৎ॥
রসতস্তাম্রং দ্বিগুণং তাম্রাৎ কৃষ্ণাভ্রকং দ্বিগুণং। এতৎসিদ্ধং ত্রিতয়ং চূর্ণিততাম্রার্দ্ধিকৈঃ পৃথগ্‌যুক্তম্। পিপ্পালিবিড়ঙ্গমরিচৈঃ শ্লক্ষ্ণং দ্বৈমাষিকং যোজ্যম্। শূলাম্লপিত্তশোথগ্রহণীযক্ষ্মাদিকুক্ষিরোগেষু। রসায়নং মহদেতৎ পরিহারো নিয়মিতো নাত্র॥ ইতি তাম্র প্রয়োগঃ॥৩৭॥

রস ১ ভাগ তামা ২ ভাগ অভ্র ৪ ভাগ, পিপুলচূর্ণ ১ ভাগ বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ ভাগ এবং মরিচচূর্ণ ১ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই মাষা পরিমাণ শূল অম্লপিত্ত শোথ গ্রহণী অম্লাদি এবং উদরাদি রোগে প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ উৎকৃষ্ট রসায়ন ॥ ৩৭ ॥

লক্ষ্মীবিলাস রসঃ।

পলং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণস্য তদর্দ্ধং রসগন্ধকে।
কর্পূরস্য তদর্দ্ধন্তু জাতীকোষফলে তথা।
বৃদ্ধদারকবীজন্তু বীজং ধুস্তূরকস্য চ।
ত্রৈলোক্যবিজয়াবীজং বিদারীকন্দমেব চ।
নারায়ণী তথা নাগবলা চাতিবলা তথা।
বীজং গোক্ষুরকস্যাপি ইজ্জলং বীজমেব চ।
এতেষাং কার্ষিকং চূর্ণং গৃহীত্বা বারিণা ততঃ।
নিষ্পিষ্য বটিকা কার্য্যা ত্রিগুঞ্জাফলমানতঃ।
নিহন্তি সন্নিপাতোত্থান্ গদান্ ঘোরান্ সুদারুণান্।
বাতোত্থান্ পৈত্তিকাংশ্চাপি নাত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ।
কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং প্রমেহান্ বিংশতিং তথা।
নাড়ীব্রণং ব্রণং ঘোরং গুদাময়ভগন্দরম্।
শ্লীপদং কফবাতোত্থং চিরজং কুলসম্ভবম্।
গলশোথমন্ত্রবৃদ্ধি মতীসারং সুদারুণম্।
কাশপীনসযক্ষ্মার্শঃস্থৌল্যং দৌর্বল্যমেব চ।
আমবাতং সর্ব্বরূপং জিহ্বাস্তম্ভং গলগ্রহম্।
উদরং কর্ণনাসাক্ষিমুখবৈজাড্যমেব চ।
সর্ব্বশূলং শিরঃশূলং স্ত্রীণাং গদনিসূদনম্।
বটিকাং প্রাতরেকৈকাং খাদেন্নিত্যং যথাবলম্।
অনুপানমিহ প্রোক্তং মাষং পিষ্টপয়োদধি।
বারিতক্রসুরাসীধুসেবনাৎ কামরূপধৃক্।
বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী নচ শুক্রস্য সংক্ষয়ঃ।
নচ লিঙ্গস্য শৈথিল্যং ন কেশা যান্তি পক্বতাম্।
নিত্যং শতস্ত্রিয়োগচ্ছন্মত্তবারণবিক্রমঃ।
দ্বিলক্ষযোজনী দৃষ্টির্জায়তে পৌষ্টিকঃ পরঃ।
প্রোক্তঃ প্রয়োগরাজোঽয়ং নারদেন মহাত্মনা।
রসো লক্ষ্মীবিলাসস্তু বাসুদেবো জগৎপতিঃ।
অভ্যাসাদ্যস্য ভগবান্ লক্ষনারীষু বল্লভঃ॥৩৮॥

ইতি লক্ষ্মীবিলাস রসঃ।

অভ্র ৮ তোলা পারা ৪ তো গন্ধক ৪ তোলা কর্পূর ২ তোলা, জয়িত্রী ২ তোলা বিদ্ধদাড়কবীজ, ধুতুরাবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভুমিকুষ্মাণ্ড শতমূলী গোরক্ষবীজ হিজলবীজ প্রত্যেকে ২ তোলা চূর্ণ দিয়া একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটী করিবে।

এতদ্‌ভক্ষণে সান্নিপাতিক বাতিক পৈত্তিক ঘোরতর রোগ সমূহ, অষ্টাদশ বা বিংশতি প্রকার কুষ্ঠ, নাড়ীব্রণ, ব্রণ, গুদরোগ ভগন্দর, শ্লীপদ, বাতশ্লৈষ্মিক, চিরজাত কুলজরোগ, গলরোগ অন্ত্রবৃদ্ধি অতীসার, কাস, পীনস, যক্ষ্মা, অর্শঃ, স্থৌল্য দৌর্ব্বল্য সর্ব্বপ্রকার আমবাত, জিহ্বাস্তম্ভ, গলগ্রহ, উদর, কর্ণ নাসা অক্ষিরোগ, মুখবৈজাড্য, সর্ব্বশূল, শিরঃশূল এবং স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ প্রাতে এক এক বটী নিত্য সেবন করি-

বে। অনুপান মাংস পিষ্টক, দধি, দুগ্ধ তক্র এবং সুরা। ইহা সেবনে কন্দর্পবৎ রূপ হয়, বৃদ্ধ ও যুবাস্পর্দ্ধী হয়, শুক্র অক্ষয় হয়, লিঙ্গ দৃঢ় হয়, কেশ পক্ক হয় না। মত্ত হস্তীর ন্যায় নিত্য বলবান্ হইয়া স্ত্রীশতগমনে সমর্থ হয়। দৃষ্টি দ্বিলক্ষ যোজন গমন করে, এবং পুষ্টিকর হয়। এই লক্ষ্মীবিলাস ঔষধ মহাত্মা নারদ ভগবান্ বাসুদেবকে বলিয়াছিলেন। এই ঔষধ নিত্য অভ্যাস দ্বারা ভগবান্ লক্ষনারীরপ্রিয় হইয়াছিলেন।৩৮॥

হেমাদ্যাঃ সূর্য্যসন্তপ্তাঃ স্রবন্তি গিরিধাতবঃ।
জত্বাভং মৃদু মৃৎস্নাভং যন্মলং তচ্ছিলাজতু।
অনম্লমকষায়ঞ্চ কটু পাকে শিলাজতু।
নাত্যুষ্ণশীতং ধাতুভ্যশ্চতুর্ভ্যস্তস্য সম্ভবঃ।
হেমোহথ রজতাত্তাম্রাৎ বরং কৃষ্ণায়সাদপি।
মধুরঞ্চ সতিক্তঞ্চ জবাপুষ্পনিভঞ্চ যৎ।
বিপাকে কটু শীতঞ্চ তৎ সুবর্ণস্য নিঃসৃতম্।
রূপ্যতং কটুকং শ্বেতং শীতং স্বাদু বিপচ্যতে।
তাম্রাদ্বর্হিণকণ্ঠাভং তীক্ষ্ণোষ্ণং পচ্যতে কটু।
যত্তু গুগ্গুলুসঙ্কাশং তিক্তকং লবণান্বিতম্।
বিপাকে কটুশীতঞ্চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠং তদায়সম্।
গোমূত্রগন্ধি সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মসু যৌগিকম্।
রসায়নপ্রয়োগেষু পশ্চিমস্তু প্রশস্যতে।
যথাক্রমং বাতপিত্তে শ্লেষ্মপিত্তে কফে ত্রিষু।
বিশেষেণ প্রশস্যন্তে মলা হেমাদ্রিধাতুজাঃ ॥৩৯॥

সুবর্ণাদি গিরিজধাতু সকল প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে পরিতপ্ত হইলে, তাহা হইতে জতুসদৃশ কোমল কর্দ্দমবৎ যে মলভাগ গলিত হয় তাহাকে শিলাজতু কহে। শিলাজতু অনম্ল, অকষায়, পাককটু, অতিশীতল বা অত্যুষ্ণ নহে।

শিলাজতু ৪ প্রকার। স্বর্ণজ, রৌপ্যজ, তাম্রজ এবং লৌহজ। তন্মধ্যে স্বর্ণজ শিলাজতু জবাপুষ্পসদৃশ, মধুর, তিক্ত, পাককটু ও শীতল। রৌপ্যজ শিলাজতু শ্বেতবর্ণ, কটু, শীতল এবং পাকমধুর। তাম্রজ শিলাজতু ময়ূরকণ্ঠাভ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ এবং পাককটু। আয়স শিলাজতু গুগ্গুলুসদৃশ, তিক্ত, লবণরসযুক্ত, শীতল এবং পাককটু। এই শিলাজতু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সর্ব্ব প্রকার শিলাজতুই গোমূত্রগন্ধি এবং প্রশস্ত ও সর্ব্ব কার্য্যে প্রযুক্ত হয়। আয়স শিলাজতু রসায়নকার্য্যে সুপ্রশস্ত। ঐ সকল শিলাজতু যথাক্রমে বাতপিত্তে, শ্লেষ্মপিত্তে, কফে এবং সান্নিপাতিকে প্রশস্ত। হেমাদ্রিজ শিলাজতুই বিশেষ প্রশংসনীয় ॥ ৩৯ ॥

লৌহকিট্টায়তে বহ্নৌ বিমৃদ্নন্দহ্যতেঽম্ভসি।
তৃণাদ্যগ্রে কৃতং শ্রেষ্ঠমধোগলতি তন্তুবৎ।
মলিনং যত্তবেত্তচ্চ ক্ষালয়েৎ কেবলাম্ভসা।
লৌহপাত্রেচ বিধিনা উর্দ্ধভূতং তদাহরেৎ।
বাতপিত্তকফঘ্নৈশ্চ নির্য্যূহৈস্তৎ সুভাবিতম্।
বীর্য্যোৎকর্ষং পরং যাতি সর্ব্বৈরেকৈকশোঽপি বা
প্রক্ষিপ্যোদ্ধৃতমাপ্লানং পুনস্তৎ প্রক্ষিপেদ্রসে।
কোষ্ণে সপ্তাহমেতেন বিধিনতস্য ভাবনা।

তুল্যং গিরিজেন জলে চতুর্গুণে ভাবনৌষধং ক্কাথ্যম্। তৎক্কাথে পাদাংশে কোষ্ণে প্রক্ষিপেচ্ছিলাগিরিজম্। তৎসমরসতাং জাতং সংশুষ্কং প্রক্ষিপেদ্রসে ভূয়ঃ। পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন লৌহৈশ্চূর্ণীকৃতৈঃ সহ।

তৎপীতং পয়সা দদ্যাদ্দীর্ঘমায়ুঃ সুখাবহন্।
জরাব্যাধিপ্রশমনং দেহদার্ঢ্যকরং পরম্।
মেধাস্মৃতিকরং বল্যং ক্ষীরাশী তৎ প্রয়োজয়েৎ।
প্রয়োগঃ সপ্তসপ্তাহৈস্ত্রয়শ্চৈকশ্চ সপ্তকঃ।
নির্দ্দিষ্টস্ত্রিবিধস্তস্য পরোমধ্যোঽবর স্তথা।

মাত্রা পলং ত্বর্দ্ধপলং স্যাৎ কর্ষস্তু কনীয়সী।
শিলাজতুপ্রয়োগেষু বিদাহীনি গুরূণিচ।
বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বকালন্তু কুলত্থান্ পরিবর্জ্জয়েৎ।
পয়াংসি যুক্তানি রসাঃ সযূষা
স্তোয়ং সমূত্রং বিবিধাঃ কষায়াঃ।
আলোড়নার্থে গিরিজস্য শস্তা
স্তেতে প্রয়োজ্যাঃ প্রসমীক্ষ্য সর্ব্বান্ ॥৫০॥
ইতি চরকোক্ত শিলাজতু প্রয়োগ
বিধানম্।

ভাষা।

যে শিলাজতু অগ্নিতে দিলে বিনা-ধূমে দগ্ধ হইয়া লৌহকিট্টবৎ (মণ্ডূরবৎ) হয়, এবং যাহা তৃণাগ্র দ্বারা জলে ক্ষিপ্ত করিলে তন্তুবৎ গলিত হয়, তাহাই বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ শিলাজতু।

মলিন শিলাজতুকে লৌহপাত্রে কেবল জল দ্বারা ক্ষালিত করিলে উহার যে সর-ভাগ জলের উপর ভাসিবে তাহাই গ্রহণ করিবে। তৎপরে ঐ সরভাগকে বাত পিত্ত এবং কফঘ্ন দ্রব্যের ক্বাথ দ্বারা প্রত্যেকে বা সমগ্রে সুন্দররূপে ভাবনা দিলে উহা অতিশয় বীর্য্যোৎকর্ষ লাভ করে।

প্রক্রিয়া—

উষ্ণরসে শিলাজতুকে প্রক্ষিপ্ত করিলে যে সরভাগ উত্থিত হইবে, উহাকে পুনর্ব্বার তুলিয়া লইয়া অন্যপাত্রস্থ উষ্ণ ক্বাথে প্রক্ষিপ্ত করিবে। এইরূপে সপ্তাহ ভাবনা দিয়া যখন ক্বাথের তুল্য আস্বাদযুক্ত হইবে, তখন তাহাকে আতপে শুষ্ক করিয়া রাখিবে। এই শুষ্ক শিলাজতু লৌহ চূর্ণও দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। জরা নষ্ট হইয়া শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদন করে। ইহা দ্বারা মেধা স্মরণশক্তি এবং বলবৃদ্ধি হয়। ইহার সেবন নিয়ম ১ সপ্তাহ, ৩ সপ্তাহ কিম্বা ৭ সপ্তাহ। ইহার মাত্রা ত্রিবিধ ১ পল, অর্দ্ধ পল এবং ২ তোলা (এরূপ মাত্রা একালের জন্য নহে, মাত্রা ১ হইতে ২ বা ৩ রতি পর্য্যন্ত)। ইহা সেবনকালে বিদাহি গুরুদ্রব্য এবং কুলত্থ এককালে নিষিদ্ধ। পথ্য দুগ্ধ তক্রাদি ॥৫১॥

ইতি শিলাজতুবিধি সমাপ্ত।

শ্রীকামেশ্বরমোদকঃ।

সম্যক্ মারিতমভ্রকং কটুফলং কুষ্ঠাশ্বগন্ধামৃতাঃ।
মেথীমোচরসৌ বিদারিমুষলী গোক্ষুরকক্ষেরুকম্।
রক্তাকন্দশতাবরী ত্বজমুদা মাষাস্তিলা ধান্যকম্।
যষ্টীনাগবলা বলা মধুরিকা জাতীফলং সৈন্ধবম্।
ভার্গীকর্কটশৃঙ্গকং ত্রিকটুকং জীরদ্বয়ং চিত্রকম্।
চাতুর্জ্জাতপুনর্নবা গজকণা দ্রাক্ষা শটী বাসকং।
বীজং মর্কটিশাল্মলীভবমিদং চূর্ণংসমং কল্পয়েৎ।
চূর্ণার্দ্ধা বিজয়া সিতা দ্বিগুণতা মধ্বাজ্যয়োঃ পিণ্ডিতম্। কর্ষার্দ্ধং গুড়িকাথ কর্ষমথবা সেব্যা সতা সর্ব্বদা। পেয়ং ক্ষীরযুতং সুবীর্য্যকরণে স্তম্ভেহপ্যয়ং কামিনাম্। বামাবশ্যকরঃ সুখাতিসুখদঃ প্রৌঢ়াঙ্গনা-দ্রাবকঃ। ক্ষীণে পুষ্টিকরঃ ক্ষয়ক্ষয়করো হন্ত্যাশু সর্ব্বাময়ম্। কাসশ্বাসমহাতি-সারশমনো মন্দাগ্নিসন্দীপনঃ। দুর্নামগ্রহণী-প্রমেহনিবহশ্লেষ্মাস্রপিত্তপ্রণুৎ। নিত্যা-নন্দকরো বিশেষকবিতাবাচাং বিলাসোদ্ভবং। ধত্তে সর্ব্বগুণং মহাগ্নিকুমাত-র্বালো নিতান্তোৎসবঃ। অভ্যাসেন নিহন্তি মৃত্যুপলিতং কামেশ্বরো বৎসরাৎ। সর্ব্বেষাং হিতকারণা নিগদিতঃ শ্রীবৈদ্যনাথেন সঃ। বৃদ্ধানাং মদনোদয়োদয়করঃ প্রৌঢ়াঙ্গনাসেবনে। সিদ্ধোহয়ং মম দৃষ্টি-প্রত্যয়করোভূপৈঃ সদা সেব্যতাম্ ॥
অত্র অভ্রককলাভাগঃ। সর্ব্বৌষধিসমা বিজয়াবিজয়াসহিতচূর্ণানাং দ্বিগুণা সিতা। এতন্তু চূর্ণস্বরসাদুপদেশাচ্চ। বস্তুতস্তু পুরুষস্যোচিতায়াং বিজয়ামাত্রায়ামুচিতাক্রমা-ত্রাপ্রবেশ ইতি রসং অন্যথাত্র গুণহানিঃ। এবং মুলিকাযোগান্তরেহপি রসাভ্রক-

বিধিঃ। চূর্ণো বধানি যথালাভং দদ্যাৎ। অভ্রাজার্দ্ধং মূর্চ্ছিতরসং দদাতি দাক্ষিণাত্যাঃ। সর্ব্বচূর্ণপাদাংশং ঘৃতং, ঘৃতপাদাংশং মধু ইতি ত্রিবিক্রমঃ। সর্ব্বচূর্ণত্রিগুণা সিতেতি ভট্টঃ ॥৪১॥

জারিত অভ্র, কট্‌ফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, মেথি, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কুলেখাড়াবীজ, শতমূলী, কদলীমূল, যমানী, মাষকলাই, তিল, ধনে, যষ্টিমধু, গোরক্ষচাকুলে, বেড়েলা, মউরি, গন্ধমাত্রা (বা ময়নাফল) জায়ফল, সৈন্ধব, বামনহাটীমূল, কঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, জিরে, কালজীরে, চিতামূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, শ্বেতপুণা, গজপিপ্পল, কিস্‌মিস্, শটী, বাসক ছাল, শিমুলবীজ, আল্‌কুশীবীজ প্রত্যেকে সমান, অর্দ্ধেক সিদ্ধিচূর্ণ সর্ব্বচূর্ণের দ্বিগুণ, জলের সহিত মোদক পাক করিবে। শীতল হইলে সর্ব্বচূর্ণ পাদাংশ ঘৃত ও মধুর সহিত মোদক বাঁধিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা বা এক তোলা, অনুপান দুগ্ধ। এই ঔষধ সর্ব্বদা কামীব্যক্তির সেব্য। ইহা বীর্য্যকর, বীর্য্যস্তম্ভকর, স্ত্রীবশ্যকর, অতিসুখদ, প্রৌঢ়া স্ত্রীর বশীকরণ, ক্ষীণের পুষ্টিকর, ক্ষয়রোগনাশক এবং সর্ব্বরোগঘ্ন। ইহাদ্বারা কাস, শ্বাস গ্রহণী অতীসার অগ্নিমান্দ্য অর্শঃ প্রমেহ মাত্র এবং রক্তপিত্ত নষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনে কবিত্বশক্তি জন্মে, স্থিরচিত্ত বালকও বসন্তোৎসবে উন্মত্ত হয়। সংবৎসর কাল ইহার অভ্যাসে মৃত্যু ও পলিত নষ্ট হয়। এবং বৃদ্ধকেও প্রৌঢ়াজনা সেবনে সমর্থ করে। এই নিত্যনাথের উক্তি। এবং আমিও ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়াছি। অতএব রাজারা সর্ব্বদা এই ঔষধ সেবন করুন।

দাক্ষিণাত্য বৈদ্যগণ অভ্র ষোড়শাংশ সর্ব্বদ্রব্য সমান সিদ্ধি এবং সকলের দ্বিগুণ চিনি। এবং অভ্রের অর্দ্ধেক মূর্চ্ছিত রস প্রদান করিয়া থাকেন। ত্রিবিক্রম বলেন সর্ব্বচূর্ণ পাদাংশ ঘৃত, ঘৃতের সিকি মধু। ভট্ট বলেন চিনি সর্ব্বচূর্ণ ত্রিগুণ॥৪১॥

ইতি কামেশ্বরমোদকঃ।

বৃষ্যগণচূর্ণতুল্যং পুটপক্বং ঘনং সিতা দ্বিগুণা।
বৃষ্যাৎ পরমাতবৃষ্যং রসায়নং চূর্ণরত্নমিদম্।
শতাবরীবিদারীগোক্ষুরক্ষুরকবলাতিবলাঃ।
ইতি বৃষ্যগণঃ। অত্র গন্ধমূর্চ্ছিতরসমভ্রাৎ পাদিকং দদাতি দাক্ষিণাত্যাঃ। অনুপেয়ং দুগ্ধাদি ॥৪২॥

ইতি চূর্ণরত্নং।

শতমূলী ভূমিকুষ্মাণ্ড গোক্ষুর তালমাখনা বেড়েলা এবং গোরক্ষচাকুলে ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্ব সমান অভ্র, সর্ব্ব দ্বিগুণ চিনি। এই চূর্ণ রত্ন উৎকৃষ্ট বৃষ্য ও রসায়ন। দাক্ষিণাত্যেরা ইহাতে গন্ধকমূর্চ্ছিত রস অভ্রের চতুর্থাংশ প্রদান করেন। অনুপান দুগ্ধাদি ॥৪২॥

শৃঙ্গারাভ্রং।

শুদ্ধং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণং দ্বিপলপরিমিতং শাণমানং যদনাৎ, কর্পূরং জাতিকোষং সজলসিতকণা তেজপত্রং লবঙ্গম্। মাংসীতালীশমোচং গজকুসুমগদং ধাতকীকোত

তুল্যম্, পথ্যা ধাত্রী বিভীতং ত্রিকটুরথ পৃথক্ স্তুর্দ্ধমানং দ্বিশাণম্। এলাজাতীফলাখ্যং ক্ষিতিতলবিধিনা শুদ্ধগন্ধস্য কোলং। কোলার্দ্ধং পারদস্য প্রতিপদবিহিতং পিষ্টমেকত্র মিশ্রং। পানীয়েনৈব কার্য্যাঃ পরিণতচণকস্বিন্নতুল্যাশ্চবট্যঃ, প্রাতঃখাদ্যাশ্চতস্রস্তদনু চ কিয়ন্ত্যুন্মবেরং সপর্ণম্। পানীয়ং পীতমন্তে জয়নগহরতি ক্ষিপ্রমাদৌ বিকারান্, কোষ্ঠে দুষ্টাগ্নিজাতান্ জ্বরমুদররুজৌ রাজযক্ষ্মক্ষয়ঞ্চ। কাসং শ্বাসং সশোথং নয়নপরিভবং মেহমেদোবিকারান্, ছর্দ্দিং শূলাম্লপিত্তং গরগরলগদান্ পীনসং প্লীহরোগম্। হন্যাদামাশয়োত্থান্ কফপবনকৃতান্ পিত্তরোগানশেষান্, বল্যোবৃষ্যশ্চ ভোজ্যস্তরুণতরকরঃ সর্ব্বরোগেষু শস্তঃ। পথ্যং মাংসৈশ্চ যূষৈ র্ঘৃতপরিলুলিতৈ র্গব্যদুগ্ধৈশ্চ ভূয়ঃ, ভোজ্যং মিষ্টং যথেষ্টং ললিতললনয়া দীয়মানং মুদা যৎ। শৃঙ্গারাত্রেণ কামী যুবতিজনশতাত্তোগযোগাদতুষ্টঃ। বর্জ্যং শাকাম্লমাদৌ দিনকতিচিদথ স্বেচ্ছয়া ভোজ্যমন্যৎ। ক্রীড়ামোদপ্রমুক্তঃ সপদি শুভবরা যোগরাজং নিষেব্য। গচ্ছেদ্দুর্য্যোঽথ ভূয়ঃ কিমপরমধিকং ভেষজং নাস্ত্যতোঽন্যৎ। রোগানীকগজেন্দ্র সিংহহরণে সিংহব্রজানাং সমম্॥৪৩॥

জারিত অভ্র ১৬ তোলা কর্পূর জয়িত্রী, বালা, গজপিপুল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, কুড়, ধাইফুল, প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা; আমলা, হরিতকী, বহেড়া, শুঁট, পিপুল, মরিচ, প্রত্যেকে চারি পল, জায়ফল এলাইচ প্রত্যেকে ১ তোলা পারা অর্দ্ধ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, জলে মর্দ্দনপূর্ব্বক চণকপরিমাণ বটিকা করিবে। প্রাতে ৪ বটী আদা ও পানের সহিত সেবন করিবে। অনুপান জল সেবন।

এই ঔষধ সেবনে কোষ্ঠস্থ দুষ্টাগ্নি জ্বর উদর রাজযক্ষ্মা, ক্ষয়, কাস, শ্বাস, শোথ, নেত্ররোগ, মেহ, মেদ, ছর্দ্দি, শূল, অম্লপিত্ত, গুল্ম, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, পীনস, প্লীহা, আমাশয়স্থ কফ, বায়ু জন্য রোগ ও পিত্তজন্য সমস্ত রোগ এবং বলী ও পলিত নাশ হয়॥

পথ্য মাংস ঘৃত দুগ্ধ পিষ্টক। শাকাদি অপথ্য ॥৪২॥

জয়াবটী।

বিষং ত্রিকটুকং মুস্তা হরিদ্রানিম্বপল্লবং।
বিড়ঙ্গমষ্টকং চূর্ণং ছাগমূত্রৈঃ সমং সমম্।
চণকাভা বটী কার্য্যা যোগবাহী জয়াভিধা ॥৪৪॥

বিষ, ত্রিকটু, মুতা, হরিদ্রা, নিম্‌পাতা এবং বিড়ঙ্গ সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রের সহিত মর্দ্দন। বটী চণক প্রমাণ ॥৪৪॥

ইতি জয়াবটী।

সিদ্ধযোগেশ্বরঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং খল্লেঘৃষ্ট্বাতু কজ্জলীম্।
তয়োঃসমং কান্তলৌহমভাবে তস্য তীক্ষ্ণকম্।
বেষ্টিতং দেবদেবেশি! মর্দ্দিতং কন্যকাদ্রবৈঃ।
যামদ্বয়ং ততঃ পশ্চাৎতদ্গোলং তাম্রসম্পুটে।
আচ্ছাদ্যৈরণ্ডপত্রৈস্তু ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ।
ত্রিদিনান্তে সমুদ্ধৃত্য পিষ্টং বারিতরং ভবেৎ।
কুমারী ভৃঙ্গকোরণ্টৌ কাকমাচী পুনর্ণবা।
নীলী মুণ্ডীচ নির্গুণ্ডী সহদেবী শতাবরী।
অয়পর্ণী গোক্ষুরকং কন্দমূলং বটাঙ্কুরম্।
এতেষাং ভাবয়েদ্দ্রাবৈঃ সপ্তবারান্ পৃথক্‌ পৃথক্।
ত্র্যূষণত্রিফলাসোমরাজীনাঞ্চ কষায়কৈঃ।
শুষ্কেঽস্মিন্ তোলিতং চূর্ণং সমমেকাদশাভিধম্।
বরাব্যোষাগ্নিবিশ্বৈলাজাতীফললবঙ্গকম্।
সংযোজ্য মধুনালোড্য বিমর্দ্দ্যেদং ভক্ষেৎ সদা।
রাত্রৌ পিবেদ্গবাং ক্ষীরং কৃষ্ণাসিঞ্চ বিশেষতঃ।
সংবৎসরান্মহারাস্তুত্যুরোগজালং নিবারয়েৎ।
বীর্য্যবৃদ্ধিকরং শ্রেষ্ঠং রামাশতসুখপ্রদম্।
তাবন্ন চ্যবতে বীর্য্যং যাবদম্লং ন সেবতে।
দীপনং কান্তিদং পুষ্টিতুষ্টিকৃৎ দেহিনাং সদা।
সুগুপ্তঃ কথিতঃসূতঃ সিদ্ধযোগেশ্বরাভিধঃ ॥৪৫॥

শুদ্ধ পারদ ১ ভাগ গন্ধক ২ ভাগ কজ্জলী করিবে। কজ্জলীর সমান কান্ত-লৌহ (অর্থাৎ ৩ ভাগ) ঘৃতকুমারীরসে ৩ প্রহর মর্দ্দনপূর্ব্বক্ গোলক প্রস্তুত করিবে এবং সেই গোলক এরণ্ডপত্রে আচ্ছাদিত করিয়া তাম্রপাত্রে রাখিয়া ধান্যরাশির মধ্যে নিঃক্ষিপ্ত করিবে। তিন দিনের পর তুলিয়া নিম্নলিখিত বৃক্ষের প্রত্যেকের রসে ৭টা করিয়া ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। ঘৃতকুমারী ভীমরাজ, ব্রাঁটি, শুভকামাই, শ্বেতপুণ্যা, নীলপত্র, ভূকদম্ব, নিসিন্দা, বহেড়া, শতমূলী, মাষাণী, গোক্ষুর, বারাহীকন্দ, বটাঙ্কুর, ত্রিকটু, ত্রিফলা এবং সোমরাজ, শুষ্ক হইলে ত্রিফলা ত্রিকটু চিত্রক, বেল্শুঁট এলাইচ জায়ফল এবং লবঙ্গের সমভাগ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত রাত্রে সেবন করিবে। অনুপান গাভিদুগ্ধ। এই ঔষধ সংবৎসর সেবনে জরা মৃত্যু এবং অন্যান্য রোগসমূহ দূরীভূত হয়। ইহাতে বীর্য্যবৃদ্ধি হয় এবং স্ত্রীশত গমনে শক্তি জন্মে। এই ঔষধ সেবন করিয়া সুরত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যতক্ষণ না অম্ল সেবন করিবে ততক্ষণ বীর্য্য স্খলন হইবে না। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি কান্তি এবং পুষ্টি হয় ॥৪৫॥

ইতি সিদ্ধযোগেশ্বররসঃ।

চতুর্ম্মুখঃ।

রসগন্ধকলোহাভ্রং সমং শুদ্ধাজ্ঞি হেম চ।
সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্তা কন্যারসবিমর্দ্দিতম্।
এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম্।
সংস্থাপ্য চ তদোদ্ধৃত্য সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।
এতস্য সায়নবরং ত্রিফলামধুসংযুতম্।
ক্ষয়মেকাদশবিধং কাসং পঞ্চবিধং তথা।
কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং পাণ্ডুরোগান্ প্রমেহকান্।
শূলং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ মন্দাগ্নিং চাম্লপিত্তকম্।
ব্রণান্ সর্ব্বানামবাতং বিসর্পং বিদ্রধিং তথা।
অপস্মারং মহোন্মাদং সর্ব্বার্শাংসি ত্বগাময়ান্।
ক্রমেণ শীলিতং হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনি র্যথা।
পৌষ্টিকং বল্যমায়ুষ্যং পুত্রপ্রসবকারণম্।
চতুর্ম্মুখেন দেবেন কৃষ্ণাত্রেয়স্য সূচিতম্ ॥৪৬॥

রস গন্ধক লৌহ অভ্র সমানভাগ, স্বর্ণ পারদের চতুর্থাংশ লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক্ এরণ্ডপত্রে বেষ্টন পূর্ব্বক ধান্যরাশিতে ৩ দিন রাখিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিবে। রোগবিশেষে মাত্রার ব্যবস্থা। ত্রিফলার জল এবং মধুর সহিত সেবন বিধি। ভগবান্ কৃষ্ণাত্রেয় ভাষিত এই চতুর্ম্মুখ চিরকাল সেবনে একাদশবিধ ক্ষয়রোগ, পঞ্চবিধ কাশরোগ, অষ্টাদশবিধ কুষ্ঠরোগ, পাণ্ডু, প্রমেহ, শূল, শ্বাস, হিক্কা, অগ্নিমান্দ্য, অম্লপিত্ত, ব্রণ, আমবাত, বিসর্প, বিদ্রধি, অপস্মার, উন্মাদ, অর্শঃ এবং ত্বক্‌রোগ আরোগ্য হয়। ইহাতে শরীরপুষ্টি আয়ুঃবৃদ্ধি এবং পুত্র সন্তান হয় ॥৪৬॥

গন্ধকং লৌহকং ভস্ম মধ্বাজ্যযুক্তং
সেব্যং বর্ষং বারিণাত্রৈফলেন।
শুক্লেকেশে কালিমা দিব্যদৃষ্টিঃ
পুষ্টির্ব্বীর্য্যং জায়তে দীর্ঘমায়ুঃ ॥৪৭॥

গন্ধক লৌহ ভস্ম সমভাগ মধু ঘৃত এবং ত্রিফলার জলের সহিত এক বৎসর

সেবন করিলে শুক্লকেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়, দিব্য দৃষ্টি হয়, শরীরপুষ্টি বীর্য্যবৃদ্ধি এবং আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়॥ ৪৭॥

ইতি গন্ধলৌহ।

ইতি রসেন্দ্রচিন্তামণৌ রসায়নাধিকারোঽষ্টমঃ।

অথ জ্বরেষু।

তত্র নবজ্বরে ত্রিপুরভৈরবরসঃ।

বিষটঙ্কবলিম্লেচ্ছদন্তিবীজং ক্রমাদ্ভৃত্।
দন্ত্যম্বুমর্দ্দিতং যামং রসস্ত্রিপুরভৈরবঃ॥
বল্যো ব্যোষেণ চার্দ্রস্য রসেন সিতয়াথবা।
দত্তো নবজ্বরং হন্তি মান্দ্যামানিলশোথহা॥
হন্তি শূলং সবিষ্টম্ভমর্শাংসি কৃমিজান্ গদান্।
পথ্যং তক্রেণ ভুঞ্জীত রসেঽস্মিন্ রোগহারিণি॥ ১॥

বিষ ১ ভাগ সোহাগা ২ ভাগ গন্ধক ৩ ভাগ, তামা ৪ ভাগ দন্তীবীজ শস্য ৫ ভাগ, দন্তীকাথে এক প্রহর মর্দ্দন। বটী ৩ রতি পরিমাণ। অনুপান আদার রস বা চিনি শুঁঠ পিপুল এবং মরিচ। ইহাতে নবজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, আমবাত, শোথ, শূল বিষ্টম্ভাজীর্ণ অর্শঃ এবং কৃমিরোগ আরোগ্য হয়। পথ্য তক্র॥ ১॥

স্বচ্ছন্দভৈরবঃ—

তাম্র ভস্ম বিষং হেম্নঃ শতধা ভাবিতং রসৈঃ।
গুঞ্জার্দ্ধাংশং ক্ষয়েৎ সন্নিপাতং বাভিনবং জ্বরম্॥
আর্দ্রাম্বুশর্করাসিন্ধুযুক্তঃ স্বচ্ছন্দভৈরবঃ।
ইক্ষুদ্রাক্ষাসিতৈবাক্ষু দধিপথ্যং রুচৌ দদেৎ॥ ২॥

জারিত তাম্রভস্ম বিষ সমভাগ, ধুস্তূর রসে শতবার ভাবনা দিবে। এই ঔষধ সিকি রতি আদার রস চিনি এবং সৈন্ধবের সহিত সেবন করাইলে সন্নিপাত বা অভিনব জ্বর আরোগ্য হয়। রুচি হইলে ইক্ষু, দ্রাক্ষাদি পথ্য দিবে॥ ২॥

নবজ্বররিপুঃ—

তাম্রং পত্রচয়ং প্রতাপ্য বহুশো নির্ব্বাপ্য পঞ্চামৃতে, গোমূত্রেঽগ্নিজলে বলিদ্বিগুণিতং মেচকেন পিষ্টেন চ। লিপ্তং সপ্ত মৃদংশুকৈ-রথ পুনঃ সামুদ্রগানং পচেৎ, যন্ত্রে লাবণকে নবজ্বররিপুঃ স্যাদগুঞ্জয়া সম্মিতঃ॥ ৩॥

তাম্রপত্রকে পোড়াইয়া পঞ্চামৃত, গোমূত্র, এবং চিত্রককাথে বহুবার নির্ব্বাপিত ও চূর্ণ কর। পরে উক্ত তাম্রচূর্ণ ১ ভাগ গন্ধক ২ ভাগ কৌটামধ্যে রাখিয়া মৃত্তিকা ও বস্ত্রখণ্ডদ্বারা লিপ্ত করিয়া লবণ যন্ত্রে এক প্রহর পাক করিলে, নবজ্বররিপু প্রস্তুত হইবে। ইহা গুঞ্জা পরিমাণ আদার রসের সহিত সেবন করিবে॥ ৩॥

জ্বরধূমকেতুঃ—

ভবেৎ সমং সূত সমুদ্রফেনহিঙ্গুলগন্ধাঃ পরিমর্দ যামম্। নবজ্বরে বল্লমিতোঽস্যঘস্ত মার্দ্রাম্বুসাম্যং জ্বরধূমকেতুঃ॥ ৪॥

পারা, সমুদ্রফেণ, হিঙ্গুল, গন্ধক সমভাগে লইয়া আদার রসে ৩ দিন কাল এক এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটী করিবে॥ ৪॥

রত্নগিরিরসঃ—

সূতাভ্রস্বর্ণতাম্রাণি গন্ধকার্দ্ধাংশলৌহকম্।
লৌহার্দ্ধং মৃতবৈক্রান্তং মর্দ্দয়েৎ ভৃঙ্গজদ্রবৈঃ॥
পর্পটীরসবৎ পাচ্যং চূর্ণিতং ভাবয়েৎ পৃথক্।
শিগ্রু বাসকনির্গুণ্ডী শুণ্ঠ্যাম্লিভৃঙ্গজৈঃ॥

কুমার্য্যম্বুজীজয়ন্ত্যাশ্চ মুনিব্রহ্ম্যাশ্চ তিক্তকৈঃ।
কন্যাগ্রাশ্চ দ্রবৈর্ভাব্যং ত্রিভির্বারং পৃথক্ পৃথক্॥
ততো লঘুপুটে পাচ্যং স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
মাষো দত্তঃ কণাধান্যযুক্তশ্চাভিনবজ্বরে॥
মুক্তাম্লং মুক্তযূষং বা শালীন্নং তক্রভক্তকং।
রসে চোক্তং পথ্যমস্মিন্ শাকং সর্ব্বজ্বরোদিতম্॥
মূর্চ্ছিতরসাভাবে শুদ্ধসূত এব গ্রাহ্যঃ॥৫॥

পারা ১ ভাগ, অভ্র ১ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ গন্ধক ১ ভাগ, অর্দ্ধ ভাগ লৌহ, এবং লৌহার্দ্ধ জারক, ভীমরাজ রসে মর্দ্দন করিয়া পর্পটীবৎ পাক করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া শিগ্রু প্রভৃতির প্রত্যেকের রসে তিন তিন বার ভাবনা দিবে। তদনন্তর লঘুপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে পিপুল এবং ধনের ক্বাথ সহ নবজ্বরে ব্যবস্থা করিবে। যথা বল মাত্রা প্রয়োগ করিলে, ইহা রোগীকে দুই ঘন্টার মধ্যে জ্বর মুক্ত করে। ইহার নাম রত্নগিরি রস।

ভাবনাদ্রব্য—সজিনা, বাসক, নিশিন্দা, গুলঞ্চ, বচ, চিতা, ভীমরাজ, কন্টিকারি, ভূকদম্ব, জয়ন্তী, বকপুষ্প, ব্রাহ্মীশাক, চিরতা বা তিতরাজ, এবং ঘৃতকুমারীর রস।—মুক্তাম্ল মুক্তযূষ তক্র ভক্ত এবং অরোক্ত শাক মাত্র এই ঔষধে পথ্য মূর্চ্ছিত রস অভাবে শুদ্ধ রস গ্রহণ করিবে॥৫॥

তৎপ্রকারো যথা।—

সূতঃক্ষারাম্লমূত্রৈর্বসনপরিবৃতঃ স্বেদিতোঽত্র ত্রিযামম্। কন্যাবহ্ন্যর্কদুগ্ধৈস্ত্রিফলজলযুতৈর্মর্দ্দিতঃ সপ্তবারান্॥ পাদাংশার্কেণ যুক্তঃ সমগগনযুতস্তুত্থতাপ্যেন যুক্তঃ, ঊর্দ্ধং পাত্যশ্চিন্নারং ভবতি কিল ততঃ সর্ব্বদোষৈর্বিমুক্তঃ ইত্যাদি॥ ৬॥

পারদকে বস্ত্রবদ্ধ করিয়া ক্ষার, অম্ল এবং মূত্রে তিন প্রহর স্বেদ দিবে। তদনন্তর ঘৃতকুমারী, চিত্রক, অর্কক্ষীর, এবং ত্রিফলার রসে সপ্তবার করিয়া মর্দ্দন করিবে। ঐ পারদ ৪ ভাগ, তামা ১ ভাগ, অভ্র, তুঁতে, স্বর্ণমাক্ষিক এক এক ভাগ একত্র তিনবার ঊর্দ্ধপাতন করিলে উক্ত রস সর্ব্বদোষ রহিত হয়॥৬॥

শীতারিরসঃ—

সূতকং টঙ্কণং শুল্বং গন্ধকং চূর্ণং সমং সমম্।
সূতাদ্দ্বিগুণিতং দেয়ং জৈপালং তুষবর্জ্জিতম্॥
সৈন্ধবং মরিচং চিঞ্চাত্বগ্ভস্মশর্করাপি চ।
প্রত্যেকং সূততুল্যং স্যাজ্জম্বীরৈর্মর্দ্দয়েদ্দিনম্॥
দ্বিগুঞ্জং তপ্ততোয়েন বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহম্॥
রসঃ শীতারিনামায়ং শীতজ্বরহরঃ পরঃ॥৭॥

পারা ১ ভাগ, সোহাগার খই ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, তামা ১ ভাগ, নিস্তুষ জয়পাল ২ ভাগ, সৈন্ধব লবণ ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ তেতুলছাল ভস্ম ১ ভাগ, চিনি ১ ভাগ, একত্র জম্বীর রসে ১ দিন মর্দ্দন করিবে। ২ রতি তপ্তজলের সহিত সেবন করাইলে বাতশ্লেষ্মজ্বর আরোগ্য হয়। এবং এই শীতারিরসে শীতজ্বরও শান্ত হয়॥৭॥

হিঙ্গুলেশ্বরঃ—

তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে পিপ্পলী হিঙ্গুলং বিষম্। দ্বিগুঞ্জং মধুনা দেয়ং বাতজ্বরনিবৃত্তয়ে॥৮॥

পিপুল ১ ভাগ, হিঙ্গুল ১ ভাগ, বিষ এক ভাগ, জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ মধুর সহিত দিলে বাতজ্বর শান্ত হয়॥ ৮॥

শীতভঞ্জীরসঃ—

রসহিঙ্গুলগন্ধঞ্চ টঙ্কণালং মর্দ্দিতং ত্রিভিঃ।
দন্তিক্কাথেন সংমর্দ্য রসো জ্বরহরঃ পরঃ॥
নবজ্বরং মহাঘোরং নাশয়েদ্যামমাত্রতঃ।
আর্দ্রকস্বরসেনাথ দাপয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ং॥
শর্করাদধিভক্তঞ্চ পথ্যং দেয়ং প্রযত্নতঃ॥
শীততোয়ং পিবেচ্চানু ইক্ষুমুদ্গরসৌ হিতৌ।
শীতভঞ্জীরসো নাম সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥৯॥

শোধিত পারা, হিঙ্গুল, জৈপাল, সমভাগ দন্তীক্কাথে মর্দ্দন। পরিমাণ ২ রতি। অনুপান আদার রস। ইহাতে এক প্রহরের মধ্যে ঘোরতর নবজ্বর আরোগ্য হয়। ইহার পথ্য চিনি, দধি, ভক্ত, শীতল জল, ইক্ষু এবং মুদ্গযূষ। এই ঔষধ সর্ব্বজ্বর বিনাশ করে॥ ৯॥

নবজ্বরেভসিংহঃ—

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং লৌহং তাম্রঞ্চ শীসকম্।
মরিচং পিপ্পলী বিশ্বং সমভাগানি চূর্ণয়েৎ॥
অর্দ্ধভাগং বিষং দত্ত্বা মর্দ্দয়েদ্বাসরদ্বয়ম্।
শৃঙ্গবেরানুপানেন দদ্যাদ্গুঞ্জাদ্বয়ং ভিষক্॥
নবজ্বরে মহাঘোরে বাতসংশ্লেষ্মগদে।
নবজ্বরেভসিংহোঽয়ং সর্ব্বরোগে প্রযুজ্যতে॥ ১০॥

শুদ্ধ পারদ, গন্ধক, লৌহ, তামা, শীষ, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ প্রত্যেকে সমভাগ চূর্ণ করিয়া তাহাতে অর্দ্ধভাগ বিষ দিয়া দুই দিবস জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণবটী করিবে। অনুপান আদার রস, ইহা দ্বারা ঘোরতর নবজ্বরাদি রোগ নষ্ট হয়, এবং ইহা সর্ব্ব রোগেই প্রযুক্ত হয়॥ ১০॥

চন্দ্রশেখররসঃ—

শুদ্ধ সূতং সমং গন্ধং মরিচং টঙ্কণং তথা।
চতুস্তুল্যা সিতা যোজ্যা মৎস্যপিত্তেন ভাবয়েৎ॥
ত্রিদিনং মর্দ্দয়েত্তেন রসোঽয়ং চন্দ্রশেখরঃ।
নিষ্কৈক মার্দ্রকদ্রবৈঃ দেয়ং শীতোদকং পুনঃ॥
তক্রভক্তঞ্চ বৃন্তাকং পথ্যং তত্র নিধাপয়েৎ।
ত্রিদিনাৎ শ্লেষ্মপিত্তোত্থ মত্যুগ্রং নাশয়েজ্জ্বরম্॥ ১১॥

শুদ্ধরস, গন্ধক, মরিচ, সোহাগার খই প্রত্যেকে সমান, চিনি সর্ব্বতুল্য, একত্র রোহিতমৎস্যপিত্তে তিন দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিবে। অনুপান আদার রস। ঔষধ সেবনান্তে শীতল জল সেবন করাইবে। পথ্য তক্র, ভক্ত ও বার্ত্তাকু। এই ঔষধ সেবনে তিন দিনে শ্লেষ্মপিত্তোত্থ জ্বর নষ্ট হয়॥ ১১॥

অথ বিষমজ্বরে মহাজ্বরাঙ্কুশঃ—

সূতং গন্ধং বিষং তুল্যং ধুর্ত্তবীজং ত্রিভিঃসমম্।
তচ্চূর্ণ দ্বিগুণং ব্যোষ চূর্ণং গুঞ্জাদ্বয়ং হিতম্॥
জম্বীরকস্য মজ্জা বা আর্দ্রকস্য রসৈর্যুতম্।
মহাজ্বরাঙ্কুশোনাম জ্বরাণাং মূলকৃন্তনঃ॥
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ তৃতীয়ক চতুর্থকৌ।
রসো দত্তোঽনুপানেন জ্বরান্ সর্ব্বান্ ব্যপোহতি॥১২

পারা, গন্ধক, বিষ, সমান, শোধিত ধুস্তুরবীজ তিনের সমান; ত্রিকটু সর্ব্বচূর্ণ সমান, একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই রতি পরিমাণ জম্বীরবীজ শস্য এবং আদার রসের সহিত সেবন করাইলে জ্বরের মূল নষ্ট হয়। এবং উহা দ্বারা একাহিক

দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক এবং চাতুর্থিক জ্বর অনুপান ভেদে নষ্ট হয়॥১২॥

মেঘনাদরসঃ—

আরং কাংস্যং মৃতং তাম্রং ত্রিভির্ভুল্যন্ত গন্ধকম্। রসেন মেঘনাদস্য পিষ্ট্বা কৃত্বা পুটে পচেৎ॥ সংচূর্ণ্য পর্ণখণ্ডেন দাতব্যো বিষমাপহঃ। অত্র মাত্রা দ্বিগুঞ্জা স্যাৎ পথ্যং দুগ্ধৌদনং হিতম্॥ পঞ্চামৃতপলৈকেন মনুপানং প্রয়োজয়েৎ॥১৩॥

পিত্তল কাঁসা তামা প্রত্যেকে ২তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, তিৎরাজের রসে পেষণ পূর্ব্বক গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন। অনুপান পঞ্চামৃত ক্বাথ। ইহাতে বিষমজ্বর নষ্ট হয়॥১৩॥

বিদ্যাবল্লভরসঃ—

রসোহেক্ষশিলাতালাশ্চন্দ্রব্যগ্রার্কভাগিকাঃ।
পিষ্ট্বা তান্ কুমারীতোয়ৈস্তাম্রপাত্রোদরে ক্ষিপেৎ।
ন্যস্তং শরাবে সংরুধ্য বালুকামধ্যগং পচেৎ।
স্ফুটন্ত্যো ব্রীহয়ো যাবত্তৎশিরস্থাঃ শনৈঃশনৈঃ॥
সংচূর্ণ্য শর্করাযুক্তং ত্রিবল্লং সংপ্রয়োজয়েৎ।
নাশয়েদ্বিষমাখ্যঞ্চ তৈলাম্লাদি বিবর্জ্জয়েৎ॥১৪॥

পারা ১ ভাগ, তামা ২ ভাগ, মনছাল ৩ ভাগ, হরিতাল ১২ ভাগ, উচ্ছেপাতার রসে একত্র মর্দ্দন করিয়া তাম্রপাত্রে ভরিবে। এবং শরাবস্থ বালুকামধ্যে রক্ষা করিয়া পাক করিবে। যন্ত্রের উপরিস্থ ধান্য যখন ফুটিতে থাকিবে, তখন পাক সিদ্ধ হইবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া ৬ রতি পরিমাণ সেবন করাইবে। ইহা বিষম জ্বরের মহৌষধ। তৈল অম্লাদি নিষিদ্ধ॥১৪॥

বিষমজ্বরাঙ্কুশলৌহঃ—

রসে যুক্তং দুগ্ধভক্তং সমীরং তক্রভক্তকম্।
অজাদুগ্ধং কেবলং বা ঘৃতং বা সাধিতং হিতম্॥
রক্তচন্দনহ্রীবেরপাঠোশীরকণাশিবা।
নাগরোৎপলধাত্রীভিস্তিক্তমদেন সমন্বিতম্॥
লৌহং নিহন্তি বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্॥
ত্রিমদং মুস্তকচিত্রকবিড়ঙ্গানি।
মিলিতসমস্ত চূর্ণসমং লৌহম্।
বিধিরস্যামৃতসারলৌহবৎ॥১৫॥

এই ঔষধে দুগ্ধ অন্ন অথবা সজলতক্র অন্ন, বা কেবল অজাদুগ্ধ বা সাধিত ঘৃত হিতকর। রক্তচন্দন, বালা, আকনাদিমূল, বেণারমূল, পিপুল, হরীতকী, শুঁঠ, শুন্দিমূল, আমলা, মুতা, চিতা এবং বিড়ঙ্গ চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বচূর্ণ সমান লৌহ একত্র মর্দ্দন করিলে বিষমজ্বরাঙ্কুশলৌহ প্রস্তুত হয়। এই ঔষধ বিবিধ প্রকার সমস্ত বিষমজ্বর নষ্ট করে॥১৫॥

শীতভঞ্জীরসঃ—

রসকং তালকং তুত্থং পারদং টঙ্গগন্ধকম্।
সর্ব্বমেতৎ সমংশুদ্ধং কারবেল্লরসৈর্দিনম্॥
মর্দয়েত্তেন কল্কেন তাম্রপাত্রোদরং লিপেৎ।
অঙ্গুল্যর্দ্ধপ্রমাণেন তংপচেৎ সিকতাহ্বয়ে॥
যন্ত্রেযাবৎ স্ফুটন্ত্যেব ব্রীহয়স্তস্যপৃষ্ঠতঃ।
ততস্তুশীতলংগ্রাহ্যং তাম্রপাত্রোদরাদ্ভিষক্॥
শীতভঞ্জীরসোনাম চূর্ণয়েৎ মরিচৈঃ সমম্।
মাষৈকং পর্ণখণ্ডেন ভক্ষয়েন্নাশয়েজ্জ্বরম্॥
ত্রিদিনৈর্বিষমং তীব্রমেকাহিত্রি চতুর্থকম্॥১৬॥

পারা খর্পর, হরিতাল, তুঁতে, সোহাগার খই এবং গন্ধক প্রত্যেকে ১ তোলা করিয়া লইয়া করলাপত্ররসে মর্দ্দন কর এবং তাম্র ৬ তোলা লইয়া তদ্দ্বারা একটী পাত্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মর্দ্দিত দ্রব্য সকল দ্বারা পাত্রের অভ্যন্তর ভাগ লিপ্ত

কর। পরে ঐ পাত্র বালুকাযন্ত্রের উপর কতকগুলি ধান্য দিয়া জ্বাল দাও। জ্বাল দিতে দিতে যখন ধান্য ফুটিতে থাকিবে, তখন জানিবে যে পাক সিদ্ধ হইয়াছে। তখন নামাইয়া লইয়া উহার সহিত ৬ তোলা মরিচ চূর্ণ দিয়া মর্দ্দন করিবে। পরিমাণ ৫ রতি পানের সহিত সেবন করাইলে তিন দিনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর আরোগ্য হয়।১৬॥

অথ জ্বরাতিসারে সিদ্ধপ্রাণে-
শ্বরোরসঃ—

গন্ধেশাভ্রং পৃথগ্‌দ্বেদভাগমন্যচ্চ ভাগিকম্।
সর্জ্জিটঙ্কযবক্ষারং পটুভিঃ লবণানিচ॥
বরাব্যোষেন্দ্রবীজানি দ্বিজীরাগ্নিযমানিকাঃ।
সহিঙ্গুবীজসারঞ্চ শতপুষ্পা সুচূর্ণিতা॥
সিদ্ধপ্রাণেশ্বরঃ সূতঃ প্রাণিনাং প্রাণদায়কঃ।
মাষৈকং ভক্ষয়েৎচ্ছনাগবল্লীদলৈর্যুতম্॥
উষ্ণোদকানুপানঞ্চ দদ্যাৎ তত্র পলদ্বয়ম্।
জ্বরাতিসারেঽতীসারে কেবলে বা জ্বরেঽপিচ॥
ঘোরত্রিদোষজে রোগে গ্রহণ্যামস্রগাময়ে।
বাতরোগেচ শূলেচ শূলেচ পরিণামজে॥ ১৭॥

গন্ধক পারা অভ্র প্রত্যেকে ৪ তোলা, সর্জ্জিক্ষার, সোহাগার খই, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, যমানী, হিং, বিড়ঙ্গ এবং শুল্ফাবীজ প্রত্যেকে চূর্ণ ১ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া বটী করিবে। পরিমাণ ৫ রতি বা ১ মাষা। অনুপান পানের রস। ঔষধ সেবনান্তে উষ্ণজল ২ পল সেবন করাইবে। এতৎ সেবনে জ্বরাতীসার, অতীসার, জ্বর, ত্রৈদোষিকরোগ গ্রহণী রক্তাময় বাতরোগ শূল এবং পরিণামশূল আরোগ্য হয়॥ ১৭॥

ইতি জ্বরাতীসারঃ।

অথ সন্নিপাতে লোকনাথরসঃ—

পঞ্চভির্লবণৈঃ সূতং ত্রিভিঃক্ষারৈস্তথৈবচ।
মর্দ্দয়েদ্দোষনাশায় গুণাধিক্যবিধিৎসয়া॥
এবং সংশোধ্য সূতেন্দ্রং রাজিকাহিঙ্গুশুণ্ঠিভিঃ।
চূর্ণিতৈঃ পিণ্ডিকাং কৃত্বা তন্মধ্যে সূতকং ক্ষিপেৎ॥
ততস্তাং স্বেদয়েৎ পিণ্ডীং বস্ত্রবদ্ধান্তু কাঞ্জিকে।
দোলাযন্ত্রগতাং যত্নাৎ বৈদ্যো যামচতুষ্টয়ম্॥
এবং শুদ্ধং রসং কৃত্বা ক্রমেণানেন মর্দ্দয়েৎ।
গিরিকর্ণীতথা ভৃঙ্গরাজনিগুণ্ডিকা তথা॥
জয়ন্তীশৃঙ্গবেরঞ্চ মঞ্জুকীচ বিলম্বদা।
কাকমাচী তথোন্মত্তো কুচুকশ্চ ততঃ পরম্॥
এতাসামৌষধীনাঞ্চ রসতুল্যে রসক্রমাৎ।
ততস্তৎ সূতরাজস্য কার্য্যামরিচমাত্রিকা॥
বটিকা সন্নিপাতস্য নিবৃত্ত্যর্থং ভিষগ্বরৈঃ।
ইয়ং শ্রীলোকনাথেন সন্নিপাতনিবৃত্তয়ে॥
কীর্ত্তিতা গুড়িকাপুণ্যা দৃষ্টিপ্রত্যয়কারিণী।
ইমাং প্রাপ্য বটীং যস্মাৎ সন্নিপাতাদ্বিমুচ্যতে॥
ময়ূরমীনবারাহচ্ছাগমাহিষসম্ভবৈঃ।
প্রত্যেকেনাথ সর্ব্বৈর্বা ভাবিতাচেদিয়ং ভবেৎ॥
চালয়েত্তত্র তোয়ানিসুশীতানি বহূনিচ।
শর্করাদধিসংযুক্তং তক্রমস্মিন্ প্রদাপয়েৎ॥
শীতদ্রব্যে ভবেদ্বীর্য্যং পিত্তবদ্ধে মহারসে॥ ১৮॥

পারদকে দোষশূন্য ও গুণাধিক করিবার জন্য পঞ্চলবণ ও ক্ষারত্রয় দ্বারা মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর রাইসরিষা হিং এবং শুঁঠ এই তিন দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে এবং তন্মধ্যে ঐ শোধিত পারদ ভরিয়া উক্ত পিণ্ডকে বস্ত্রদ্বারা বদ্ধ করিয়া কাঞ্জিতে দোলাযন্ত্রে ৪ প্রহর সিদ্ধ করিবে। এইরূপে পারা শুদ্ধ হইলে, সেই পারাকে নিম্নলিখিত দ্রব্যের প্রত্যেকে সমভাগ রসে ক্রমে মর্দ্দন করিয়া পঞ্চপিত্তের ভাবনা প্রদানপূর্ব্বক মরিচ পরিমাণ বটিকা করিবে।

অপরাজিতা, ভীমরাজ, নিশিন্দা, জয়ন্তী, শুঁঠ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কাকমাচী,

ধুতুরা এবং এরণ্ড। এই লোকনাথ রস সন্নিপাত নাশের জন্য শ্রীলোকনাথ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে শীতল জলে স্নান করাইবে। এবং শর্করা ও দধিযুক্ত অন্ন পথ্য দিবে। ইহাতে ইক্ষুরস সেবন করাইলে ঔষধ বীর্য্যবান্ হয়।১৮॥

ত্রিদোষহারীরসঃ—

রসবলিশিলালতাপ্য তুত্থোদধি
মলটঙ্গনিকুম্ভজাম্বুতাখ্যম্।
বিমুলিতমিহ পিত্তভিস্ত্রিধা স্যাৎ
রুধিরগতঃ শিরসি ত্রিদোষহারী॥১৯॥

পারা, গন্ধক, মনছাল, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, তুথ, সমুদ্রফেণ, সোহাগার খই, আতইচ, গুলঞ্চ, সমভাগ পঞ্চপিত্ত দ্বারা ভাবনা ত্রয় প্রদান করিবে। এই ঔষধে রুধিরগত মস্তকস্থ ত্রিদোষ নষ্ট হয়।১৯॥

অগ্নিকুমাররসঃ—

দ্বৌ কর্ষৌ গন্ধকাদগ্রাহ্যৌ সূতকাদ্দ্বৌ তথৈব চ।
যত্নতস্তুভয়ং মর্দ্যং হংসপাদীরসৈর্দ্দিনম্॥
কল্কস্য বটিকাং কৃত্বা নিক্ষিপেৎ কাচভাজনে।
কর্ষৈকমমৃতং তত্র ক্ষিপ্ত্বা বক্ত্রং নিরোধয়েৎ॥
কূপিকায়াঃ পরো ভাগো বালুকাভিঃ প্রপূরয়েৎ॥
অহোরাত্রং জ্বলেৎ সাঙ্গং যাবত্তত্র পচেদ্রসম্॥
দীপমাত্রং সমারভ্য পাবকং বর্দ্ধয়েচ্ছনৈঃ।
সাঙ্গশীতলতাং জ্ঞাত্বা সমাকৃষ্য রসং ততঃ॥
তোলার্দ্ধং মরিচং দত্ত্বা তোলার্দ্ধমমৃতাং তথা।
ভক্ষয়েদ্রক্তিকামেকাং সর্ব্বরোগবিনাশিনীম্॥
সন্নিপাতং তথা বাতং শূলং মন্দাগ্নিতামপি।
নাশয়েদ্ গ্রহণীগুল্মক্ষয়পাণ্ডুগদানপি॥ ২০॥

পারা ৪ তোলা, গন্ধক ৪তোলা, গোয়ালে লতাররসে যত্নপূর্ব্বক এক দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক বটিকা করিবে। সেই বটিকা কাচপাত্রে ভরিয়া তাহাতে ২ তোলা বিষ প্রদানপূর্ব্বক কূপীর মুখ রুদ্ধ করিবে। পরে কূপিকার ঊর্দ্ধ এবং অধোভাগ বালুকা পূর্ণ করিয়া অহোরাত্র সন্নিহিত থাকিয়া পাক করিবে। তাপের পরিমাণ দীপমাত্র আরম্ভ করিয়া ক্রমে তাপ বৃদ্ধি করিবে। পাক সাঙ্গ এবং শীতল হইলে কূপী হইতে রস বহিষ্কৃত করিয়া তাহাতে মরিচচূর্ণ ৷।০ তোলা বিষচূর্ণ অর্দ্ধ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঔষধ সাঙ্গ করিবে। পরিমাণ ১রতি। এই ঔষধে সর্ব্বপ্রকার রোগ সন্নিপাত বাত শূল অগ্নিমান্দ্য গ্রহণী গুল্ম পাণ্ডু এবং ক্ষয়রোগ আরোগ্য হয়॥২০॥

চিন্তামণিরসঃ—

মৃতং গন্ধকমভ্রকং সুবিমলং সূতার্দ্ধভাগং বিষম্, তত্রাংশং জয়পালমপ্যমৃদিতং তদ্গোলকং বেষ্টিতম্। পত্রৈর্মঞ্জুভুজঙ্গবল্লিজনিতৈঃনিক্ষিপ্য খাতে পুটম্, দত্ত্বা কুক্কুটসঞ্জকং সহনলৈঃ সংচূর্ণ্য তত্র ক্ষিপেৎ॥ ভাগার্দ্ধং জয়পালবীজমমৃতং তত্তুল্যমেকীকৃতম্, শুণ্ঠীনাগরসিক্তচিত্রকযুতা সর্ব্বজ্বরান্নাশয়েৎ॥ শূলং সংগ্রহণী গদং সজঠরং নধ্যান্নসংসেবিনাং। তাপে সেচনকারিণাং গদবতাং সূতস্য চিন্তামণেঃ॥ স্বয়মেব রসোদেয়োঘৃতকল্পে গদাতুরে। সন্নিপাতে তথা বাতে ত্রিদোষে বিষমজ্বরে॥ অগ্নিমান্দ্যেগ্রহণ্যাঞ্চ শূলে চাতিস্মৃতৌ পুনঃ। শোথেদুর্নাম্নি চাধ্মানে বাতে সামে নবজ্বরে॥২১॥

শুদ্ধ রস, গন্ধক, অভ্র, প্রত্যেকে ১ তোলা, বিষ আদ্ তোলা, জয়পাল বীজ ২৪ রতি, অম্লরস দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক গোলক প্রস্তুত করিবে। পরে সেই গো-

লক পানের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া খাত-মধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়া গজপুট প্রদান করিবে। শীতল হইলে, পর্ণসহ চূর্ণ করিয়া তাহাতে ।০ তোলা জয়পালবীজ চূর্ণ এবং ।০ তোলা বিষ চূর্ণ প্রদান করিবে। পরিমাণ ১ রত্তি। অনুপান আদার রস, সৈন্ধব লবণ ও চিত্রক ক্বাথ। এই ঔষধে সর্ব্ব প্রকার জ্বর, শূল, গ্রহণী, সন্নিপাত, বাত, ত্রিদোষজ বিষমজ্বর, অগ্নিমান্দ্য সংগ্রহগ্রহণী, বাতজন্য শূল, শোথ এবং অর্শঃ আরোগ্য হয়॥ ২১॥

সন্নিপাতসূর্য্যোরসঃ—

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং প্রগৃহ্য
তৎপাদভাগং রবিতাররহেম।
ভস্মীকৃতং যোজয় মর্দ্দয়াথ
দিনত্রয়ং বহ্নিরসেন ঘর্ম্মে॥
বিষঞ্চ দদ্যাত্র কলা প্রমাণং
অজাদিপিত্তৈঃ পরিভাবয়েচ্চ।
বল্লদ্বয়ং চাস্য দদীত বহ্নি
কটুত্রয়াদ্যস্বরসপ্রযুক্তম্॥
তৈলেন চাভ্যজ্য বপুশ্চ কুর্য্যাৎ
স্নানং জলেনাপি চ শীতলেন।
যাবদ্ভবেদ্দুঃসহশীতমস্য মূত্রং
পুরীষঞ্চ শরীরকম্পঃ॥
পথ্যে যদীচ্ছা পরিজায়তেঽস্য
মরীচখণ্ডং দধিভক্তকঞ্চ।
স্বল্পং দদীতাম্রকমল্পশাকং
দিনাষ্টকং স্নানবিধিঞ্চ কুর্য্যাৎ॥ ২২॥

রস ১ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ভস্মীকৃত রসের সিকিভাগ তামা, ভস্মীকৃত রৌপ্য সিকি ভাগ এবং ভস্মীকৃত স্বর্ণ সিকি ভাগ, তিন দিন চিত্রক রসে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে দিবে। পরে ষোড়শাংশ ১/১৬ পরিমাণ বিষ দিয়া ছাগ প্রভৃতির পিত্তে ভাবনা দিবে। পরিমাণ ৬ রত্তি। অনুপান চিত্রকক্বাথ, ত্রিকটুক্বাথ এবং আদার রস। ঔষধ ভক্ষণের পর তৈল মর্দ্দনপূর্ব্বক সেই পর্য্যন্ত শীতল জলে থাকিবে, যে পর্য্যন্ত না দুঃসহ শীতে আক্রান্ত হয়। এবং মলপ্রবৃত্তি, মূত্র ও শরীরকম্প না হয়। তদনন্তর যদি রোগীর ভোজনেচ্ছা হয় তবে মরিচ, চিনি এবং দধি ভক্ত পথ্য দিবে। অষ্টাহ স্নান করাইবে॥ ২২॥

যে রসাঃ পিত্তসংযুক্তাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বত্র শম্ভুনা
জলসেকাবগাহাদ্যৈঃ বলিনস্তেভুনান্যথা॥ ২৩॥

শম্ভু বলিয়াছেন যে সকল রস পিত্ত-সংযুক্ত হয়, তাহা রোগীর জলসেক ও অবগাহন দ্বারা বীর্য্যবান্ হয়॥ ২৩॥

ত্রিদোষনীহারসূর্য্যরসঃ—

রসেন গন্ধং ত্রিগুণং কৃশানুরসৈর্বিমর্দ্দ্য
দিনানি ঘর্ম্মে। রসাষ্টভাগং অমৃতঞ্চ দত্ত্বা
বিমর্দয়েচ্চিত্রকজৈন কিঞ্চিৎ॥ পিত্তৈস্ত
সন্তাবিত এষদেয়স্ত্রিদোষ নীহারবিনাশ
সূর্য্যঃ॥ ২৪॥

রস ১ ভাগ গন্ধক ৩ ভাগ কিছুদিন চিত্রক ক্বাথে মর্দ্দন পূর্ব্বক রৌদ্রে দিবে, তদনন্তর বিষ ৮ ভাগ দিয়া চিত্রক ক্বাথে কিঞ্চিৎ মর্দ্দন করিয়া, তৎপরে সম্যক্‌রূপ পিত্তের ভাবনা দিবে। মাত্রা ৩ রত্তি। অনুপান আদার রস॥ ২৪॥

সন্নিপাতভুনানলরসঃ—

ত্র্যূষণং পঞ্চলবণং ত্রিক্ষারং জীরকদ্বয়ং।
শতাহ্বাগন্ধসূতাভ্রং যামং সর্ব্বং বিমর্দ্দয়েৎ॥
চিত্রকার্দ্রকতোয়েন পঞ্চগুঞ্জং প্রযোজয়েৎ।
সন্নিপাতে জ্বরাদৌতু সানেৎজীর্ণেঽপি দৈবদ্যরাট্॥
পানীয়ং পায়য়িত্বাতু নির্বাতেস্থাপয়েত্ততঃ।

মরিচক্ষারঃ প্রবাতবাতং ক্ষুধিনীতে পুনর্দদেৎ।
অমুং বাতেন মন্দাগ্নৌপ্রযুঞ্জীত যথাবিধি ॥২৫॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পঞ্চলবণ, ক্ষার ত্রয়, জীরে, কৃষ্ণজীরে, শুল্‌ফা বা শতফুলী, রস, গন্ধক এবং অভ্র সমভাগে লইয়া, একপ্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া ৫রতি পরিমাণ বটী করিবে। আর্দ্রক ও চিত্রক রসের সহিত জ্বরমাত্রে ও আমাজীর্ণে প্রয়োগ করিবে। ঔষধ সেবনের পর জল পান করাইয়া নির্ব্বাত স্থানে রাখিবে। পথ্য দই ভাত। এই ঔষধ বাত ও মন্দাগ্নিতেই প্রয়োগ করিবে॥ ২৫॥

শুদ্ধসূতং মৃতং তাম্রং সমং টঙ্কণগন্ধকম্।
জম্বীরফলমধ্যস্থং দোলাযন্ত্রে পচেদ্দিনম্॥
মর্দয়েদ্ভাবয়েদ্দ্রবৈঃ শিগ্রুবাসার্দ্রনিম্বুকৈঃ।
সর্পাক্ষীবিজয়া ব্রাহ্মীমীনাক্ষী হংসপাদিকা॥
হস্তিশুণ্ডী রুদ্রজটা ধুর্ত্তবাতারিবায়সাঃ।
দিনৈকং মর্দ্দয়েদাসাং লোহসংপুটগং পচেৎ।
দিনৈকং বালুকাযন্ত্রে সমুদ্ধৃত্য বিচূর্ণয়েৎ॥
তালকং টঙ্কণং ব্যোষং বিষং জীরকচিত্রকৌ।
একৈকসমমৈর্মিশ্রং বিশুদ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা।
সন্নিপাতজ্বরং হন্তি মুদ্গযূষাশিনঃ সুখম্ ॥২৬॥

বিশুদ্ধরস, জারিততাম্র, সোহাগারখই, গন্ধক সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া জম্বীর ফলের মধ্যে ভরিয়া একদিন দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। তদনন্তর সজিনারস, বাসক, আর্দ্রক, গোঁড়ানেবু, গন্ধনাকুলী, সিদ্ধি, বামনহাটী, হেঞ্চা, হাতিশুঁড়ে, রুদ্রজটা, ধুতুরা, এরণ্ড এবং অগুরুরসে একদিন ভাবনা দিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক লৌহপাত্রে করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পরে যন্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। এবং পারদের সমান, হরিতাল, ত্রিকটু, জীরক, যমানী এবং চিত্রক চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। পরিমাণ ২ রতি। পথ্য মুদ্গাযূষ। ইহাতে সান্নিপাতিক জ্বর নষ্ট হয়॥২৬॥

জলযোগিকরসঃ—

সূতভস্মসমং গন্ধং গন্ধপাদা মনঃশিলা।
মাক্ষিকং পিপ্পলীব্যোষং প্রত্যেকং শিলাসমম্॥
চূর্ণয়েদ্ভাবয়েৎ পিত্তৈর্মৎস্যমায়ূরকৈঃ ক্রমাৎ।
সপ্তধাভাবয়েচ্ছুষ্কং দেয়ং গুঞ্জাদ্বয়ং দ্বয়ম্॥
তালপর্ণীরসঞ্চানু পঞ্চকোলমথাপিবা।
নিহন্তি সন্নিপাতাদীন্ রসোঽয়ং জলযোগিকঃ।
জলযোগং বিনাপ্যত্র রসবীর্য্যং ন বর্দ্ধতে ॥২৭॥

রস ভস্ম ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মনছাল, স্বর্ণমাক্ষী, পিপুল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, প্রত্যেকে গন্ধকের সিকি ভাগ, একত্র চূর্ণ করিয়া মৎস্যপিত্ত এবং ময়ূরপিত্ত দ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে ২ রতি পরিমাণ প্রয়োগ করিবে। অনুপান মূষিকপর্ণীরস বা পঞ্চকোল ক্বাথ। এই রস সন্নিপাতাদি জ্বর নষ্ট করে। জল প্রয়োগ ভিন্ন এই ঔষধ বলবান্ হয় না॥২৭॥

বিশ্বমূর্ত্তিরসঃ—

স্বর্ণনাগার্কপত্রাণাং গুঞ্জাংশঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
ত্রয়াণাং ত্রিগুণঃ সূতো জম্বীরাম্লেন মর্দ্দয়েৎ॥
পিষ্টিতাং নিম্বুকেক্ষিপ্ত্বা দোলাযন্ত্রে দিনদ্বয়ম্।
পাচয়েদারনালাম্ভঃ তস্মাদুদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ॥
ঊর্দ্ধাধো গন্ধকং দত্ত্বা তালকঞ্চ রসোন্মিতম্।
লৌহপাত্রে টঙ্কং কৃত্বা ক্ষিপ্ত্বাচৈব প্রপূরয়েৎ॥
লবণস্য চ চূর্ণেন ত্র্যহং মন্দাগ্নিনা পচেৎ।
আদায় চূর্ণয়েৎ সম্যক্ দদ্যাৎ গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্॥
আর্দ্রকস্য রসোপেতং শীঘ্রং পথ্যং ন দাপয়েৎ।
বিশ্বমূর্ত্তিরসোনাম্না সন্নিপাতাদি পাপ্মজিৎ ॥২৮॥

স্বর্ণ, শীষক এবং তাম্র প্রত্যেকে ৫ রতি পারদ ৪৫ রতি লেবুর রসে মর্দ্দন করিবে এবং লেবুর ভিতর ভরিয়া দোলাযন্ত্রে দুই দিন কাঁজিতে পাক করিবে। তদনন্তর উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে একটি লৌহ পাত্র প্রস্তুত করিয়া উক্ত লৌহপাত্রের ঊর্দ্ধ এবং অধোভাগে পারদ পরিমিত গন্ধক এবং হরিতাল দিয়া পাত্রের অভ্যন্তরে পুর্ব্বোক্ত ঔষধ গুলি দিয়া ঐ পাত্র লবণযন্ত্রে রাখিয়া ৩ দিন মৃদু অগ্নিতে পাক কর। পাক শেষ হইলে ঔষধ বহিষ্কৃত করিয়া চূর্ণ কর। ঔষধের মাত্রা ৪ রতি। অনুপান আদাররস। এই ঔষধ সেবন করাইয়া শীঘ্র পথ্য দিবে না। ইহাতে সন্নিপাতাদি আরোগ্য হয়। ২৮।

বারিসাগররসঃ—

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং সূততুল্যং মৃতাভ্রকং।
নির্গুণ্ডীকাকমাচী চ ধুস্তুরার্দ্রকচিত্রকম্ ॥
গিরিকর্ণী জয়ন্তী চ তিলপর্ণী চ ভৃঙ্গরাট্।
দন্তী শিগ্রু কদম্বস্য কুসুমস্য চ কেশরম্ ॥
জয়া কৃষ্ণা মহারাষ্ট্রী মদ্যমাসাং দ্রবৈঃ ক্রমাৎ।
যামং পৃথক্ বিশোষ্যাথ কটুতৈলেন ভাবয়েৎ ॥
শরাবসম্পুটে রুদ্ধা বালুকাযন্ত্রগং পচেৎ।
যামৈকং তৎসমুদ্ধৃত্য চূর্ণিতং কৃষ্ণলাত্রয়ম্ ॥
ত্র্যূষণং পঞ্চলবণং দ্বিক্ষারং জীরক দ্বয়ম।
বহ্ন্যার্দ্রাগ্নিযমান্যশ্চ সমভাগানি কারয়েৎ ॥
অনুপানে চতুর্মাষং সন্নিপাতহরং পরম্।
মাহিষং দধিপথ্যং স্যাৎ রসবীর্য্যবিবর্দ্ধনং ॥
সাধ্যাসাধ্যে প্রয়োক্তব্যো রসোঽয়ং বারিসাগরঃ ॥ ২৯॥

গন্ধক ২ তোলা, পারা ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, নিশিন্দা, কাকমাচী (গুড়কামাই) ধুতুরা, আদা, চিত্রক, জয়ন্তী, অপরাজিতা, রক্তচন্দন, ভীমরাজ দন্তী, সজিনা, কদমফুল, নাগেশ্বর, সিদ্ধি, পিপুল এবং জলপিপ্পলীর রসে এক এক প্রহর ক্রমে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে কটুতৈলদ্বারা ভাবনা দিবে। পরে শরাবদ্বয় মধ্যে রুদ্ধ করিয়া এক প্রহর বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে এবং বহিষ্কৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। অনুপান ত্রিকটু পঞ্চলবণ সাচিক্ষার, যবক্ষার, জীরে, কৃষ্ণজীরে, আর্দ্রক, চিত্রক এবং যমানী সমভাগে চূর্ণ করিয়া উচিত মাত্রা দিবে। ইহাতে সন্নিপাত নষ্ট করে। পথ্য মহিষ দধি। এই পথ্য ঔষধের বীর্য্যবৃদ্ধি করে। ২৯।

বীরভদ্ররসঃ—

ত্র্যূষণং পঞ্চলবণং শতপুষ্পা দ্বিজীরকম্।
ক্ষারত্রয়ং সমাংশেন চূর্ণমেষাং ফলত্রয়ম্ ॥
শুদ্ধসূতং মৃতাভ্রং গন্ধকঞ্চ পলং পলম্।
আর্দ্রকস্য দ্রবৈঃ খল্লে দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ ॥
বীরভদ্ররসঃ খ্যাতো মাষৈকং সন্নিপাতজিৎ।
চিত্রকার্দ্রকসিন্ধূত্থমনুপানং জলেন চ।
পথ্যং ক্ষীরোদনং দেয়ং দ্বিবারঞ্চ রসোহিতঃ ॥ ৩০ ॥

ত্রিকটু, পঞ্চলবণ, শুল্‌ফা, জীরা, কৃষ্ণজীরা; সাচিক্ষার, যবক্ষার, সমভাগে ৩ পল লইবে। পারা, গন্ধক, অভ্র, প্রত্যেকে ১ পল, একত্র আদার রসে এক দিন মর্দ্দন করিবে। এই বীরভদ্র রস সন্নিপাত নষ্ট করে। পরিমাণ ১ মাষা, অনুপান চিত্রক, আর্দ্রক, সৈন্ধব, এবং জল। পথ্য দুগ্ধ ভক্ত। ৩০।

ত্রিনেত্ররসঃ—

গন্ধেশার্কং গব্যং ক্ষীরৈঃ শিগ্রুভিক্তৈঃ খরাতপে।
সংমর্দ্য শিগ্রু কাথ্রৈর্দিনং গোলং বিধায় তম্॥
ত্রিযামং বালুকাযন্ত্রে চান্ধমূষাগতং পচেৎ।
সংচূর্ণ্য সর্ব্বাদষ্টাংশং বিষং তত্র বিমিশ্রয়েৎ॥
দ্বিত্রিগুঞ্জা ত্রিনেত্রোঽয়ং প্রদেয়ঃ সন্নিপাতজিৎ।
পঞ্চকোলং পিবেচ্চানু পথ্যং ছাগীপয়ঃ স্মৃতম্॥৩১॥

গন্ধক, পারা, তামা, প্রত্যেকে ১ তোলা, গব্য দুগ্ধ ৩ তোলা, শজিনারসের সহিত এক দিন মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে দিবে। গোলক বান্ধিবার যোগ্য হইলে গোলক বান্ধিয়া অন্ধমূষার অভ্যন্তরে স্থাপন পূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে তিন প্রহর পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত অষ্টমাংশ বিষচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। পরিমাণ ২।৩ রতি, অনুপান পঞ্চকোল কাথ। পথ্য ছাগদুগ্ধ। এই ত্রিনেত্র রস সন্নিপাত নষ্ট করে॥ ৩১॥

পঞ্চবক্ত্র রসঃ—

গন্ধেশটঙ্কমরিচং বিষং ধুস্তুরজৈর্দ্রবৈঃ।
দিনং সংমর্দ্দিতঃ শুষ্কঃ পঞ্চবক্ত্র রসো ভবেৎ॥
দিগুঞ্জমার্দ্রনীরেণ ত্রিদোষজ্বরনুৎ পরঃ॥৩২॥

গন্ধক, পারা, সোহাগার খই, মরিচ, বিষ সমভাগে লইয়া ধুতুরার রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া পঞ্চবক্ত্র রস প্রস্তুত করিবে। পরিমাণ ২ রতি। অনুপান আদার রস। ইহাতে ত্রৈদোষিকজ্বর নষ্ট হয়॥ ৩২॥

সচ্ছন্দনায়করসঃ—

সূতগন্ধকলোহানি রৌপ্যং সংমর্দ্দয়েত্ত্র্যহম্।
সূর্য্যাবর্ত্তশ্চ নির্গুণ্ডী তুলসীগিরিকর্ণিকা॥
অগ্নিমন্থার্দ্রকং বহ্নির্বিজয়া চ জয়াসহা।
কাকমাচী রসৈরাসাং পঞ্চপিত্তৈশ্চ ভাবয়েৎ॥
অন্ধমূষাগতং পশ্চাৎ বালুকাযন্ত্রগং দিনম্।
আদায় চূর্ণিতং খাদেন্মাষৈকং চার্দ্রকদ্রবৈঃ॥
নির্গুণ্ডীদশমূলানাং কষায়ং শোষণং পিবেৎ।
অভিন্যাসং নিহন্ত্যাশু রসঃ সচ্ছন্দনায়কঃ।
ছাগীদুগ্ধেন দুগ্ধে র্বা পথ্যমত্র প্রযোজয়েৎ॥৩৩॥

পারা, গন্ধক, লৌহ এবং রৌপ্য সমভাগ লইয়া, হুড়হুড়ে, নিশিন্দা, তুলসী, অপরাজিতা, গণিয়ারি, আর্দ্রক, চিত্রক, হরীতকী, সিদ্ধি এবং (পীতঝিণ্টী) গুড়কামাই, এই সকল দ্রব্যের রসে তিন দিন মর্দ্দন করিবে এবং পঞ্চপিত্ত দ্বারা ভাবনা দিবে। পরে অন্ধমূষায় ভরিয়া বালুকাযন্ত্রে ১ দিন পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া ৫ রতি পরিমাণ আদার রসের সহিত রোগীকে সেবন করাইবে। ঔষধ সেবনের পর নিশিন্দা এবং দশমূলের কষায় শোষণার্থ পান করাইবে। এই সচ্ছন্দনামক রস অভিন্যাস জ্বরের মহৌষধ। পথ্য ছাগ দুগ্ধ বা গব্য দুগ্ধ॥৩৩॥

জয়মঙ্গলরসঃ—

সূতভস্মাভ্রকং তারং মুণ্ডতীক্ষ্ণাল মাক্ষিকম্।
বহ্নিটঙ্কণকব্যোষং সমং সংমর্দ্দয়েদ্দিনম্॥
পাঠানির্গুণ্ডিকাষষ্ঠীবিল্বমূলকষায়কৈঃ।
ততো মূষাগতং রুদ্ধা বিপচেদ্ভূধরে পুটে॥
মাষৈকং দশমূলস্য কষায়েণ প্রয়োজয়েৎ।
অঞ্জনেনাথ বা নস্যাৎ সন্নিপাতং জয়েৎ জ্বরম্॥৩৪

সূতভস্ম, অভ্র, রৌপ্য, মুণ্ডলৌহ ও তীক্ষ্ণলৌহ, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, চিত্রক, সোহাগার খই এবং ত্রিকটু সমভাগে লইয়া, আকনাদি, নিশিন্দা, যষ্টিধান্য, বিল্বমূল এই সকল দ্রব্যের কষায় দ্বারা মর্দ্দন করিবে। তাহার পর মূষাভ্যন্তরে রুদ্ধ করিয়া ভূধরপুটে পাক করিবে। মাত্রা

১মাষা পর্য্যন্ত। অনুপান দশমূলের কাথ। এই ঔষধের অঞ্জন বা নস্য দ্বারা ও সান্নিপাতিক জ্বর নষ্ট হয়॥ ৩৪॥

নস্যভৈরবঃ—

মৃতসূতোঽর্কতীক্ষ্ণানি টঙ্কণং খর্পরং সমম্।
সব্যোষমর্কদুগ্ধেন দিনং সংমর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ম্॥
অর্কক্ষীরযুতং নস্যং সন্নিপাতহরং পরম্॥৩৫॥

জারিত রস, তাম্র, তীক্ষ্ণলৌহ, সোহাগার খই, খাপর, শুঁট্, পিপুল, মরিচ, সমভাগ, আকন্দ আটার সহিত একত্র এক দিন দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিয়া, আকন্দ আটার সহিত নস্য দিলে, সান্নিপাতিক জ্বর নষ্ট হয়॥ ৩৫॥

অঞ্জনভৈরবঃ—

সূততীক্ষ্ণকণাগন্ধমেকাংশং জয়পালকম্।
সর্ব্বৈস্ত্রিগুণিতং জম্বীরদ্রবপিষ্টং দিনাষ্টকম্॥
নেত্রাঞ্জনেন হন্ত্যাশু সর্ব্বোপদ্রবমুল্বণম্॥৩৬॥

পারা, লৌহ, পিপুল এবং গন্ধক, প্রত্যেকে ৩ ভাগ এবং জয়পাল এক ভাগ একত্র জম্বীর রসে তিনবার করিয়া অষ্টাহ মর্দ্দন করিয়া অঞ্জন দিলে শীঘ্র উল্বণ সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব নষ্ট হয়॥ ৩৬॥

মোহান্ধসূর্য্যোরসঃ—

গন্ধেশৌ লশুনাম্ভোভি র্মর্দ্দয়েৎ যামমাত্রকম্।
তস্যোদকেন সংযুক্তং নস্যং তৎপ্রতিবোধকৃৎ॥
মরিচেন সমাযুক্তং হন্তি তন্দ্রাপ্রলাপকম্॥৩৭॥

গন্ধক, পারদ সমভাগ, লশুন বারিদ্বারা এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ লশুন রস যোগে নস্য দিলে রোগীর চৈতন্য হয়। এবং মরিচ সংযোগে নস্য দিলে তন্দ্রা ও প্রলাপ নষ্ট হয়॥ ৩৭॥

রসচূড়ামণিঃ—

সূতভস্ম বিষং তাম্রং জয়পালং সগন্ধকম্।
হেমতৈলেন সংমর্দ্য ততো লঘুপুটং দদেৎ॥
ভাবয়েৎ কালকস্রাবৈ রজামাহিষমীনজৈঃ।
পিত্তৈঃ পৃথক্ সপ্তমিতং বিষধূমেন শোধয়েৎ॥
সপ্তবারং ত্রিবারং বা পশ্চাদার্দ্রেণ ভাবয়েৎ।
রসচূড়ামণিঃ সিদ্ধঃ সাক্ষাৎ শ্রীভৈরবোমহান্॥
ততোঽস্য রত্তিকাং যুঞ্জ্যাদ্গুঞ্জার্দ্ধং বার্দ্রনিস্বযুক্।
মহাঘোরে সন্নিপাতে নবে বাপ্যনবে জ্বরে।
জলাবগাহনং কুর্য্যাৎ সেচনং ব্যজনানিলৈঃ॥
তৎক্ষণান্মজ্জনস্নানং কুমকুমং চন্দ্রচন্দনম্।
পথ্যং যথেপ্সিতং খাদ্যং খাদেদ্দ্রাক্ষেক্ষুদাড়িমম্॥
সিতাং সমুদ্রকরসাং কাঞ্জিকস্নানমেবচ।
শূলে গুল্মাগ্নিমান্দ্যাদৌ গ্রহণ্যাদরপাপ্মসু॥
বাতে সর্ব্বাঙ্গকৈকাঙ্গগতে বাপ্যনিলে তথা।
প্রসূতিবাতে সামে বা সানুপানৈঃ প্রয়োজয়েৎ॥
রক্তদোষং বিনাচৈনং যোজয়েদ্বর্জয়েদিহ।
তৈলাম্লরাজিকামীনক্রোধশোকাধ্বগং ক্রমম্॥
বিল্বারনালমুশলীফলবৃন্তাকমৈথুনম্॥৩৮॥

রসভস্ম, বিষ, তাম্র, জয়পাল বীজ, গন্ধক সমভাগ লইয়া ধুতুরাতৈলে মর্দ্দন পূর্ব্বক লঘু পুট দিবে। পরে ধুতুরারস, ছাগপিত্ত, মহিষপিত্ত এবং মৎস্য পিত্ত দ্বারা প্রত্যেকে সপ্তবার ভাবনা দিয়া অতিবিষাধূম দ্বারা শোধন করিবে। তদনন্তর সপ্তবার কিম্বা তিনবার আর্দ্রক রসে ভাবনা দিলে, রসচূড়ামণি রস সিদ্ধ হইবে। এই ঔষধ সাক্ষাৎ শ্রীভৈরবস্বরূপ। মাত্রা ১ রতি বা অর্দ্ধ রতি, অনুপান আদাররস। ঘোরতর সন্নিপাত নবজ্বর বা পুরাতন জ্বরে প্রযোজ্য। ঔষধ সেবনান্তে রোগীকে জলাবগাহন এবং ব্যজন বায়ু দ্বারা জল সেচনাদি করিবে। পথ্য যথেচ্ছ খাইতে পারে। ইক্ষু দ্রাক্ষা এবং দাড়িমাদি এবং

কাঞ্জিকস্নান একান্ত পথ্য। তৈল অম্ল সর্ষপ মৎস্য ক্রোধ শোক এবং অধ্বগমন বিল্ব,কাঁজি, বেগুন এবং মৈথুন অপথ্য। ইহা শূলগুল্ম অগ্নিমান্দ্যাদি রোগে প্রযুক্ত হয়। ৩৮ ॥

বাড়বরসঃ—

পটুনা পূরয়েৎ স্থালীং তন্মধ্যে পটুমূষিকাম্।
তন্মধ্যে রামঠীমূষাং তন্মধ্যে সূতকং ক্ষিপেৎ॥
বিষং নিঘৃষ্য সূতাংশং বারিণ্যালোড্য সপ্তভিঃ।
কৃতেস্ত্রিভিঃ সংগুণিতে তেনচৈবং সদেচ্ছনৈঃ॥
বহ্নিং প্রজ্বালয়েত্তোগ্রং হঠং যামচতুষ্টয়ম্।
তদ্ভস্মতিলমাত্রন্তু দদ্যাৎ সর্ব্বেষু পাপ্মসু॥
গ্রহণ্যাং জঠরে শূলে মন্দাগ্নৌ পবনাময়ে।
যুক্তমেতন্মিহন্ত্যেব কুর্য্যাদত্যুতরাং ক্ষুধাম্।
তাপে শীতক্রিয়াং কুর্য্যাৎ বাড়বাখ্যোরসোত্তমঃ॥ ৩৯॥

হণ্ডিকামধ্যে লবণ পুরিয়া তন্মধ্যে লবণময় মূষা রাখিয়া তাহার মধ্যে সুদৃঢ় হিঙ্গুমূষা রাখিয়া তাহাতে পারা রাখিবে। পারার চতুর্থাংশ বিষকে ঘসিয়া ২১ গুণ জলে আলোড়িত ও পারার সহিত মিশ্রিত করিয়া চুল্লীতে চাপাইয়া ৪ প্রহর কাল জ্বাল দিবে। তাহাহইলেই ঔষধ ভস্ম হইবে। মাত্রা তিল পরিমাণ, সর্ব্বপ্রকার জ্বরেই প্রযুক্ত হয়। ইহাতে গ্রহণী উদর এবং শূলাদিও নষ্ট হয়। বিশেষতঃ অত্যন্ত ক্ষুধাবৃদ্ধি করে। তাপ হইলে শীত হইলে ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

বিষং বিনায়ং রসকর্পূরোনাম্ সর্ব্বরোগোপকারকঃ।

বিষ ভিন্ন এই ঔষধকে রসকর্পূর কহে। ইহা সর্ব্বরোগেই উৎকৃষ্ট। ৩৯॥

সূচিকাভরণোরসঃ—

বিষং পলমিতং সূতঃ শাণিকঃ চূর্ণয়েদ্দ্বয়ম্।
তচ্চূর্ণং সম্পুটে বৃত্ত্বা কাচলিপ্তশরাবয়োঃ।
মৃত্স্নাং বৃত্ত্বা চ সংশোষ্য ততশ্চুল্ল্যাং নিবেশয়েৎ॥
বহ্নিং শনৈঃ শনৈঃ কুর্য্যাৎ প্রহরদ্বয়সংখ্যয়া।
তত উদ্ঘাট্য তন্মুদ্রামুপরিস্থশরাবকাৎ॥
সংলগ্নোয়ো ভবেদ্ধূমঃ তংগৃহ্ণীয়াচ্ছনৈঃ শনৈঃ।
বায়ুস্পর্শো যথা নস্যাৎ ততঃ কূপ্যাং নিবেশয়েৎ॥
যাবৎ সূচ্যামুখে লগ্নং কূপ্যা নির্যাতি ভেষজম্।
তাবন্মাত্রোরসো দেয়ো মূর্চ্ছিতে সন্নিপাতিনি॥
ক্ষুরেণ প্রহতে মূর্দ্ধ্নি তত্রাঙ্গুল্যা চ ঘর্ষয়েৎ।
রক্তভেষজসম্পর্কান্মূর্চ্ছিতোঽপি হি জীবতি॥
তথৈব সর্পদষ্টস্তু মৃতাবস্থোঽপি জীবতি।
যদা তাপো ভবেত্তস্য মধুরং তত্র দীয়তে॥৪০॥

বিষ ১তোলা, রসসিন্দুর ৪ মাষা, একত্র চূর্ণ করিবে। উক্ত চূর্ণ কাচ শরাব মধ্যে দিয়া অন্য শরাবদ্বারা বদ্ধ করিয়া শুষ্ক করিবে। তদনন্তর চুল্লীতে চাপাইয়া মন্দ জ্বালে দুই প্রহর জ্বাল দিয়া নামাইয়া লইবে। সন্নিপাতিক রোগে যদি রোগী মূর্চ্ছিত হয়, তবে সূচ্যগ্র দ্বারা এই ঔষধ গ্রহণ করিয়া, রোগীর মস্তক মুণ্ডিত করত অঙ্গুলি দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। ঘর্ষণ মাত্র মূর্চ্ছিত ব্যক্তির মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইবে। এইরূপ সর্পদষ্ট ব্যক্তিও মৃতপ্রায় হইলে এই ঔষধ দ্বারা পুনর্জ্জীবিত হয়। তাপ হইলেমধু দান কর্ত্তব্য ॥ ৪০ ॥

ভস্মেশ্বররসঃ—

ভস্ম ষোড়শনিষ্কং স্যাদারণ্যোৎপলকোদ্ভবম্।
নিষ্কত্রয়ঞ্চ মরিচং বিষং নিষ্কঞ্চ চূর্ণয়েৎ॥
অয়ং ভস্মেশ্বরো নাম সন্নিপাতনিকৃন্তনঃ।
পঞ্চগুঞ্জামিতং ভক্ষেদার্দ্রকস্য রসেন চ॥৪১॥

আরণ্য উৎপল এবং বনকার্পাস ভস্ম প্রত্যেকে ১৬ তোলা, মরিচ ৩ তোলা, এবং বিষ ১ তোলা একত্র চূর্ণ করিবে।

এই ভস্মেশ্বর রস সন্নিপাত ক্ষয় করে। মাত্রা ৫রতি। অনুপান আদার রস।৪১॥

উন্মত্তরসঃ—

রসগন্ধকতুল্যাংশং ধূস্তূরফলজৈর্দ্রবৈঃ।
মর্দ্দয়েদ্দিনমেকন্তু তুল্যাংশং ত্রিকটুং ক্ষিপেৎ॥
উন্মত্তাখ্যো রসোনাম্না নস্যে স্যাৎসন্নিপাতজিৎ॥ ৪২॥

রস, গন্ধকসমভাগ ধুতুরাবীজের রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া তাহাতে তুল্যাংশ ত্রিকটু চূর্ণ নিক্ষিপ্ত করিবে। ইহার নাম উন্মত্ত রস। ইহার নস্যে সন্নিপাত নষ্ট হয়॥ ৪২॥

আমাতীসারে। আনন্দভৈরবোরসঃ—

দরদং বৎসনাভঞ্চ মরিচং টঙ্কণং কণাম্।
চূর্ণয়েৎ সমভাগেন রসোহ্যানন্দভৈরবঃ॥
গুঞ্জৈকং বা দ্বিগুঞ্জং বা বলং জ্ঞাত্বা প্রয়োজয়েৎ।
মধুনা লেহয়েচ্চানু কুটজস্য ফলত্বচম্॥
চূর্ণিতং কর্ষমাত্রন্তু ত্রিদোষোত্থাতিসারজিৎ।
দধ্যান্নং দাপয়েৎ পথ্যং গব্যাজং তক্রমেবচ॥
পিপাসায়াং জলং শীতং বিজয়া চ হিতা নিশি॥৪৩॥

হিঙ্গুল, বিষ, মরিচ, সোহাগার খই, পিপুল সমভাগ চূর্ণ করিয়া জলের সহিত বটিকা বান্ধিবে। মাত্রা ১ রতি কিম্বা ২ রত্তি, বল বুঝিয়া প্রয়োগ করিবে। অনুপান ইন্দ্রযবের গুঁড়া ও মধু। পথ্য দধি অন্ন, এবং ছাগ বা গব্য তক্র। পিপাসায় শীতল জল, রাত্রে সিদ্ধি হিতকর। ইহাতে ত্রৈদোষিক অতীসার নষ্ট হয়॥৪৩

চিকিৎসিতে গ্রহণ্যাং যে রসা যোগাশ্চ কীর্ত্তিতাঃ
অতীসারঞ্চ যে হন্যুর্দীপয়ন্ত্যনলং নৃণাম্॥৪৪॥

গ্রহণী চিকিৎসায় যে সকল রস ও যোগ কথিত হইয়াছে এবং যে সকল রস অতীসার নষ্ট করে, তাহারা সকলেই দীপন হয়॥ ৪৪॥

মৃতসঞ্জীবনরসঃ—

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং সূতপাদং বিষং ক্ষিপেৎ।
সর্ব্বতুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং মদ্যং ধুস্তুরজৈর্দ্রবৈঃ॥
সর্পাক্ষ্যাশ্চ দ্রবৈর্যামং কষায়েণাথ ভাবয়েৎ।
ধাত্রীচাতিবিষা মুস্তা শুণ্ঠীবালকজীরকম্॥
যমানী ধাতকী বিল্বং পাঠাপথ্যা কণান্বিতা।
কুটজস্য ত্বক্ চ বীজং কপিত্থং দাড়িমং তিলাঃ॥
প্রত্যেকং কর্ষমাত্রং স্যাৎ কল্কিতং ক্বথিতংজলৈঃ।
কল্কাৎ চতুর্গুণং তোয়ং ক্বাথ্যং পাদাবশেষিতম্॥
অনেন ত্রিদিনং ভাব্যং পূর্ব্বোক্তং মর্দ্দিতং রসম্।
শুষ্কং তদ্বালুকাযন্ত্রে ক্ষণং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
মৃতসঞ্জীবনো নাম্না রসোগুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
দাতব্যমনুপানেন চাসাধ্যমপি সাধয়েৎ॥
নাগরাতিবিষা মুস্তা দেবদারু বচারুণা।
যমানী বালকোধান্যং কুটজস্য ত্বচাভয়া॥
ধাতকীক্ষর্গবাবিল্বপাঠা মোচরসং সমম্।
চূর্ণিতং মধুনা লেহ্যমনুপানং সুখাবহম্॥৪৫॥

শুদ্ধ রস ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, বিষ ১ তোলা, অভ্র ৯ তোলা, ধুতুরার রসে এবং গন্ধলাকুলী রসে এক এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর আমলা, আতইচ, মুতা, শুঁঠ, বালা, জীরক, যমানী, ধাইফুল, বেলশুঠা, আকনাদিমূল, হরীতকী, পিপুল, ইন্দ্রযব, কুটজত্বক্, কপিত্থ, দাড়িম এবং তিল প্রত্যেকে ২ তোলা কুটিত করিয়া, সাড়ে সাত পোয়া জলে সিদ্ধ করিবে, পাদাবশিষ্ট হইলে উক্ত ক্বাথে ঐ মর্দ্দিত রসে ৩ দিন ভাবনা দিবে, এবং শুষ্ক হইলে বালুকাযন্ত্রে ভরিয়া মৃদু অগ্নিতে ক্ষণকাল পাক করিয়া নামাইবে। এই মৃতসঞ্জীবনরস, ইহার মাত্রা ৪ রতি, অনুপান বিশেষ দ্বারা অসাধ্য রোগও আরোগ্য হয়। শুঁঠ, আতইচ, মুথা, দেবদারু, বচ,

পিপুল, যমানী, বালা, ধনে, কুটজত্বক্, হরীতকী, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠা, আকনাদিমূল এবং মোচরস সমভাগ চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত চাটিতে দিবে। এই অনুপান অত্যন্ত সুখজনক হয় ॥ ৪৫ ॥

কনকসুন্দরোরসঃ—

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মরিচং টঙ্কণং তথা।
স্বর্ণবীজং সমং মর্দ্দ্যং ভৃঙ্গদ্রাবৈ র্দিনার্দ্ধকম্ ॥
সূততুল্যং বিষং যোজ্যং রসঃ কনকসুন্দরঃ।
গুঞ্জৈকং খাদয়েৎ হন্তি বাতাতীসারমদ্ভুতম্।
দধ্যন্নং দাপয়েৎ পথ্যমাজং বাথ গব্যং দধি ॥৪৬॥

রস, গন্ধক, মরিচ, সোহাগার খই, ধুতুরাবীজ সমভাগকে ভীমরাজ রসে দুই প্রহর মর্দ্দন করিবে, পরে পারার সমান বিষ দিয়া কনকসুন্দর রস প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ২ রতি, ইহাতে অদ্ভুত বাতাতীসার নষ্ট হয়। পথ্য ছাগ বা গব্য দধি অন্ন ॥ ৪৬ ॥

কারুণ্যসাগররসঃ—

রসভস্ম দ্বিধাগন্ধং তস্য তুল্যং মৃতাভ্রকম্।
দিনং সর্ষপতৈলেন পিষ্ট্বা যামং বিপাচয়েৎ ॥
রসম্মার্কবমূলোত্থৈর্নির্যাসৈঃ সংবিমর্দ্দ্য চ।
ত্রিক্ষারপঞ্চলবণবিষব্যোষাগ্নিজীরকৈঃ ॥
সচিত্রকৈঃ সমানাংশৈর্যুক্তঃ কারুণ্যসাগরঃ।
মাষদ্বয়ং প্রযুঞ্জীত রসস্যাস্যাতিসারকে ॥
সজ্বরে বিজ্বরেবাথ শূলে চ শোণিতোদ্ভবে।
নিরামে শোথযুক্তে বা গ্রহণ্যাং সানুপানকঃ।
অনুপানং বিনাপ্যেষ কার্য্যসিদ্ধিং করিষ্যতি ॥৪৭॥

রস ভস্ম ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, অভ্র ২ ভাগ, সর্ষপ তৈলের সহিত পেষণ করিয়া এক প্রহর পাক করিবে। পরে অর্কমূলোত্থরসে মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত ক্ষারত্রয়, পঞ্চলবণ, বিষ, ত্রিকটু, চিত্রক, জীরকচূর্ণ সমানাংশ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ মাষা ইহা দ্বারা সজ্বর বা বিজ্বর অতীসারাদি বিনা অনুপানে আরোগ্য হয় ॥ ৪৭ ॥

অথ গ্রহণ্যাংবৃহন্নায়িকাচূর্ণম্—

চিত্রকং ত্রিফলাব্যোষং বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ম্।
ভল্লাতকং যমানী চ হিঙ্গুলবণপঞ্চকম্ ॥
গৃহধূমবচাকুষ্ঠং ঘনমভ্রকগন্ধকম্।
ক্ষারত্রয়ং চাজমোদা পারদং গজপিপ্পলী ॥
এতেষাং চূর্ণিতং যাবৎ তাবচ্ছক্রাশনস্য চ।
অভ্যর্চ্চ্য নায়িকাং প্রাতঃ যোগিনীং কামরূপিণীম্ ॥
বিড়ালপদমাত্রন্তু ভক্ষয়েদস্য গুঞ্জকম্।
মন্দাগ্নিকাসদুর্ণামপ্লীহপাণ্ডু চিরজ্বরান্ ॥
প্রমেহশোথবিষ্টম্ভরুঃগ্রহগ্রহণীহরঃ।
সর্ব্বাতিসারশমনঃ সর্ব্বশূলবিনাশনঃ ॥
আমবাতগদোচ্ছেদী সূতিকাতঙ্কনাশনঃ।
নৈতস্মিন্ ব্যাধয়ঃ সন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবাঃ ॥
কাষ্ঠমপ্যুদরে তস্য ভক্ষণাদ্যাতি জীর্ণতাম্।
বার্য্যম্লঞ্চ কষায়ঞ্চ স্নানং পিশিতভোজনম্ ॥
কাঞ্জিকাম্লং সদাপথ্যং দগ্ধমীনং তথা দধি।
তস্মাদসৌ সদা সেব্যো গুঞ্জকো নায়িকাকৃতঃ ॥
অত্র রজনীদ্বয়স্থানে জীরকদ্বয়মিতি কেচিৎ পঠন্তি ॥ ৪৮ ॥

চিত্রকমূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ভেলারমুটি, যমানী, হিং, পঞ্চলবণ, ঝুলে, বচ, কুড়, মুথা, অভ্র, গন্ধক, সোহাগারখই, যবক্ষার, সাচিক্ষার, বনযমানী, পারা, গজপিপুল, এই দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া যত হইবে, সিদ্ধিচূর্ণ, তত পরিমাণে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা দুই তোলা প্রাতে নায়িকার পূজা করিয়া ভক্ষণবিধি। পথ্য বারি অম্ল, কষায়স্নান, মাংস, কাঁজি, দগ্ধমৎস্য এবং দধি সর্ব্বদা পথ্য। এতৎ সেবনে অগ্নিমান্দ্যাদি অশেষ বিধ রোগ আরোগ্য হয়। বিশেষতঃ এই ঔষধে অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

কেহ কেহ হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার পরিবর্ত্তে জীরা ও কৃষ্ণজীরা দেন। ইহার মাত্রা রোগীবিশেষে বিবেচনা করিয়া দিবে। ৪৮।

পঞ্চামৃতপর্পটী—

অষ্টৌগন্ধকতোলকা রসদলং লৌহং তদর্দ্ধং শুভম্। লৌহার্দ্ধঞ্চ বরাভ্রকং সুবিমলং তাম্রং তথাভ্রার্দ্ধকম্॥ পাত্রে লৌহময়ে চ মর্দ্দনবিধৌ চূর্ণীকৃতৈকৈকশঃ। দর্ব্যা বা দরবাহ্নমাতিমৃদুনা পাকং বিদিত্বানলে॥ কৃত্বায়া লঘু চালয়েৎ পটুধিয়ং পঞ্চামৃতা পর্পটী। খ্যাতাদ্যেষ্টোপ্যুতাম্বিতা প্রতিদিনং গুঞ্জাদ্বয়ং বৃদ্ধিতঃ॥ লৌহে মর্দ্দনযোগতঃ সুবিপুলং ভক্ষ্যাক্রিয়া লোহবৎ॥ গুঞ্জাষ্টাবথ বা ত্রিকং ত্রিগুণিতং সপ্তাহমেবং বিধিঃ॥ নানাবর্ণগ্রহণ্যামরুচিসমুদয়ে দুষ্ট দুর্ণামকেঽপি। ছর্দ্দ্যাং দীর্ঘাতীসারে জ্বরভবকলিতে রক্তপিত্তে ক্ষয়েঽপি। বৃষ্যাণাং বৃষ্যরাজ্ঞী বলিপলিতহরা নেত্ররোগৈকহন্ত্রী। তুল্যং দীপ্তিস্থিরাগ্নিং পুনরপি নবকং রোগিদেহং করোতি॥৪৯॥

গন্ধক ৮তোলা, পারা ৪তোলা, লৌহ ২ তোলা অভ্র ১ তোলা তামা অর্দ্ধতোলা লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া কটাহাদি লৌহ পাত্রে করিয়া মৃদু অগ্নিতে পর্পটীবৎ পাক করিবে। ইহার নাম পঞ্চামৃত পর্পটী। মাত্রা ২ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ৮।১০ রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। অনুপান মধু ও ঘৃত। এই ঔষধ তিন সপ্তাহ সেবন করিলে নানাবর্ণ গ্রহণী অরুচি, অর্শঃ, ছর্দ্দি, চিরজাত অতীসার, সজ্বর, রক্তপিত্ত এবং ক্ষয় রোগাদি আরোগ্য হয়। এই ঔষধ বৃষ্য ঔষধশ্রেষ্ঠ। ইহা বলী পলিত ও নেত্র রোগাদি দূরীভূত করে। এবং রোগীর দেহকে নূতন করে। ৪৯।

স্বল্পনায়িকাচূর্ণম্—

ত্রিশাণং পঞ্চলবণং প্রত্যেকং ত্র্যূষণং পিচুঃ।
গন্ধকাম্মাষকানষ্টৌ চতুরোমাষকান্ রসাৎ॥
ইন্দ্রাশনাৎ পলংশাণত্রিতয়াধিকামিষ্যতে।
খাদেদগ্নিপ্রবৃত্ত্যাদ্ধ্যাণমনুপেয়ঞ্চ কাঞ্জিকম্॥
মাষকাদি ক্রমেণৈবমনুযোজ্যং রসায়নম্।
অত্যন্তাগ্নিকরঞ্চাত্র ভোজনং সর্ব্বকামিকম্।
প্রসিদ্ধযোগিনীনায়িকাপ্রোক্তং চূর্ণং রসায়নম্॥৫০॥

পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ১৷০ তোলা, শুঠ, পিপুল এবং মরিচ প্রত্যেকে ২ তোলা, গন্ধক ৮ মাষা (১তোলা), পারা ৪ মাষা বা অর্দ্ধ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ৯৷ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিলে ঔষধ প্রস্তুত হইল। মাত্রা ১ মাষা হইতে ক্রমে ৪ মাষা পর্য্যন্ত কাঁজির সহিত সেব্য। ভোজন ইচ্ছানুরূপ। যোগিনী নায়িকা বলিয়াছেন এই ঔষধ অত্যন্ত অগ্নিকর্। ৫০।

হংসপোট্টলীরসঃ—

দগ্ধান্ কপর্দ্দকান্ পিষ্ট্বা ত্র্যূষণং টঙ্কণং বিষম্।
গন্ধকং শুদ্ধসূতঞ্চ তুল্যং জম্বীরজৈর্দ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েদ্ভক্ষয়েন্মাষং মরিচাজ্যং লিহেদনু।
নিহন্তি গ্রহণীরোগং পথ্যং তক্রৌদনং হিতম্॥৫১।

দগ্ধ কপর্দ্দক, ত্রিকটু, সোহাগারখই, বিষ, গন্ধক এবং পারা সমভাগ জম্বীররসে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ মাষা। অনুপান ঘৃত মরিচচূর্ণ। পথ্য তক্র ও অন্ন, ইহাতে গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়। ৫১।

গ্রহণীকবাটো রসঃ—

তারমৌক্তিকহেমানি সারশ্চৈকৈকভাগিকাঃ।
দ্বিভাগো গন্ধকঃ সূতস্ত্রিভাগো মর্দ্দয়েদিমান্॥

কপিত্থস্বরসৈর্গাঢ়ং মৃগশৃঙ্গে ততঃ ক্ষিপেৎ।
পুটেন্মধ্যপুটেনৈব তত উদ্ধৃত্য মর্দ্দয়েৎ॥
বলাপটৈঃ সপ্তবারানপামার্গরসৈস্ত্রিধা।
লোধপ্রতিবিষামুস্তাধাতকীন্দ্রযবামৃতাঃ॥
প্রত্যেকমেতৎ স্বরসৈর্ভাবনাস্যাস্ত্রিধা ত্রিধা।
মাষমাত্রো রসোদেয়ো মধুনা মরিচৈস্তথা॥
হন্যাৎ সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বজামপি।
কবাটোগ্রহণীরোগে রসোহ্যং বহ্নিদীপকঃ॥৫২॥

রৌপ্যভস্ম ১ ভাগ, মুক্তাভস্ম ১ ভাগ, স্বর্ণ ১ভাগ, লৌহ ১ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, পারা ৩ভাগ একত্র কপিত্থরসে মর্দ্দন করিয়া মৃগশৃঙ্গে ভরিবে। তদনন্তর মধ্যপুটে পাক করিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক বেড়েলারসে সাতদিন ভাবনা দিবে এবং অপামার্গ রসে ৩ বার, লোধ্র, আতইচ, মুথা, ধাইফল, ইন্দ্রযব, গুলঞ্চ ইহাদের প্রত্যেকের রসে দিন তিনবার ভাবনা দিয়া ঔষধ সাঙ্গ করিবে। মাত্রা এক মাষা, অনুপান মধু ও মরিচচূর্ণ। ইহাতে অতীসার গ্রহণী নষ্ট হয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি করে॥ ৫২॥

গ্রহণীবজ্রকবাটোরসঃ—

মৃতসূতাভ্রকং গন্ধং যবক্ষারং সটঙ্কণম্।
অগ্নিমন্থং বচাং কুর্য্যাৎ সূততুল্যানিমান্ সুধীঃ॥
ততো জয়ন্তীজম্বীরভৃঙ্গদ্রাবৈর্বিমর্দ্দয়েৎ।
ত্রিবাসরং ততো গোলং কৃত্বা সংশোষ্য ধারয়েৎ॥
লোহপাত্রে শরাবঞ্চ দত্ত্বোপরি বিমুদ্রয়েৎ।
অধোবহ্নিং শনৈঃ কুর্য্যাৎ যামার্দ্ধং তত উদ্ধরেৎ॥
রসতুল্যামতিবিষাং দদ্যান্মোচরসং তথা।
কপিত্থবিজয়াদ্রাবৈর্ভাবয়েৎ সপ্তধা পৃথক্॥
ধাতকীন্দ্রযবা মুস্তালোধ্রপ্রতিবিষামৃতাঃ।
এতদ্দ্রবৈর্ভাবয়িত্বা দিনৈকঞ্চ বিশোধয়েৎ॥
রসং বজ্রকবাটাখ্যং মাষৈকং মধুনা লিহেৎ।
বহ্নিং শুণ্ঠীং বিড়ং বিল্বং লবণং চূর্ণয়েৎ সমম্॥
পিবেদুষ্ণাম্বুনাথানু সর্ব্বজাং গ্রহণীং জয়েৎ॥৫৩॥

জারিত পারদ, অভ্র, গন্ধক, যবক্ষার, সোহাগার খই, গণিয়ারি এবং বচ সমভাগে গ্রহণ করিয়া জয়ন্তী এবং ভৃঙ্গরাজ রসে তিন দিন মর্দ্দন করিবে, তদনন্তর গোলক প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করিবে। তৎপরে লৌহপাত্রে রাখিয়া তাহার উপর শরা ঢাকা দিয়া মুখ আঁটিয়া দিবে। অর্দ্ধ প্রহরকাল মন্দমন্দ জ্বাল দিয়া নামাইবে। তদনন্তর উহার সহিত পারদের সমান আতইচ এবং মোচরস দিয়া কপিত্থ রসে ৭ বার এবং সিদ্ধি রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। ধাইফুল, ইন্দ্রযব, মুথা, লোধকাষ্ঠ আতইচ এবং গুলঞ্চকাথে এক দিন মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। মাত্রা ১ মাষা, অনুপান মধু। ঔষধ সেবনের পর চিতার মূল শুঠ, বিটলবণ, বেলশুঠ, সৈন্ধব সমভাগে চূর্ণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে সর্ব্বজ গ্রহণী আরোগ্য হয়॥ ৫৩॥

গগণসুন্দরোরসঃ—

রসগন্ধাভ্রকাণাঞ্চ ভাগানেক দিকাষ্টকান্।
সংচূর্ণ্য সর্ব্বরোগেষু যুঞ্জ্যাদ্বল্লচতুষ্টয়ম্॥
গ্রহণীক্ষয়গুল্মার্শো মেহধাতুগতজ্বরান্।
নিহন্তি সূতরাজোহয়ং মণ্ডলৈকস্য সেবয়া॥৫৪॥

রস ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ এবং অভ্র ৮ ভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে গ্রহণী অর্শঃ ক্ষয় গুল্ম মেহ ধাতুগতজ্বর নষ্ট হয়। মাত্রা ১২ রতি॥ ৫৪॥

পূর্ণচন্দ্রোরসঃ—

সূতং গন্ধং চাশ্বগন্ধাং গুড়ূচীং
যষ্টিতোয়ৈ র্মর্দ্দয়েদেকঘস্রম্।
ক্ষুদ্রং শঙ্খং মৌক্তিকং লৌহকিট্টং
ভস্মীভূতং সূততুল্যঞ্চ দদ্যাৎ॥
ভূকুষ্মাণ্ডৈ র্বাসরং তদ্বিমর্দ্দ্য
গোলং কৃত্বা ভূধরে তং পুটেত্তু।
চূর্ণং কৃত্বা নাগবল্লীরসেন
দদ্যাদেকং মর্দ্দয়িত্বৈকযামম্॥
মধ্বাজ্যাভ্যাং পূর্ণচন্দ্রোঃ রসেন্দ্রঃ
পুষ্টিং বীর্য্যং দীপনঞ্চৈব কুর্য্যাৎ।
প্রয়োযোজ্যঃ পিত্তরোগে গ্রহণ্যা-
মর্শোরোগে পিত্তজে ঘোলযুক্তঃ।
স্ত্রীণাং তাপে শাল্মলীনীরযুক্তং
মাত্রামানং কালদেশৌ বিভজ্য॥৫৫॥

পারা, গন্ধক, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, সমভাগ যষ্টিমধুর কাথে এক দিবস মর্দ্দন করিবে। পরে শঙ্খভস্ম- মুক্তাভস্ম, মণ্ডূরভস্ম পারার সমান গ্রহণ করিয়া ভুমিকুষ্মাণ্ডের রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক গোলক প্রস্তুত করিবে এবং ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। পাকান্তে চূর্ণ করিয়া পানের রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ মাষা পর্য্যন্ত, অনুপান মধু ও ঘৃত। এই রস পুষ্টিকর বলকর এবং দীপন। এই ঔষধ পিত্তজন্য গ্রহণী ও অর্শোরোগে ঘোলের সহিত, স্ত্রীরোগে শাল্মলীর রসের সহিত দিবে, এবং দেশ কাল বুঝিয়া মাত্রা স্থির করিবে॥৫৫

ত্রিসুন্দরোরসঃ—

শুদ্ধসূতং মৃতস্কাভ্রং গন্ধকং মর্দ্দয়েৎ সমম্।
লৌহপাত্রে ঘৃতাভ্যক্তে ক্ষণং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
চালয়েল্লোহদণ্ডেন অবতার্য্য বিভাবয়েৎ।
ত্রিদিনং জীরককাথৈঃ, মাষৈকং ভক্ষয়েৎ সদা।
গ্রহণী শান্তিমায়াতি সর্ব্বোপদ্রবসংযুতা॥৫৬॥

শুদ্ধরস জারিত অভ্র এবং গন্ধক সমভাগে মর্দ্দন করিয়া ঘৃতযুক্ত লোহপাত্রে করিয়া মৃদু অগ্নিতে ক্ষণকাল পাক করিবে এবং লৌহদণ্ডদ্বারা নাড়িবে। নামাইয়া জীরককাথে তিন দিন ভাবনা দিবে, মাত্রা ১ মাষা পর্য্যন্ত। অশেষবিধ উপদ্রবযুক্ত গ্রহণী রোগ এই ত্রিসুন্দর রসে শান্ত হয়॥৫৬॥

মধ্যনায়িকাচূর্ণম্—

কর্ষং গন্ধকমর্দ্ধপারদযুতং
কুর্য্যাচ্ছুভাং কজ্জলীং।
ত্র্যক্ষাংশং ত্রিকটোশ্চ পঞ্চ-
লবণাৎ সার্দ্ধঞ্চ কর্ষং পৃথক্॥
সার্দ্ধাক্ষং দ্বিপলং বিচূর্ণ্য
মস্থণং শক্রাশনান্মিশ্রিতাৎ।
খাদেচ্ছাণমতোঽনুকাঞ্জিক-
পলং মন্দাগ্নিসন্দীপনম্॥
স্বেচ্ছাভোজনতো রসায়ন
মিদং ঘূর্ণাদিকোপদ্রবে।
পেয়ঞ্চাত্রতু কাঞ্জিকং বদতি
সা নাম্নী মহাযোগিনী॥
ত্রীন্ দোষান্ জ্বরকুষ্ঠপাণ্ডুজঠরাতীসার
কাসক্ষয়প্লীহার্শোগ্রহণীর্জয়েন্মতিবলস্মৃত্যা-
য়ুরোজঃপ্রদম্॥ ত্র্যক্ষাংশং প্রত্যেকং সা-
র্দ্ধাক্ষং সার্দ্ধকর্ষং দ্বিপলঞ্চ॥৫৭॥

গন্ধক ২ তোলা, পারা ১ তোলা উভয়ে কজ্জলী করিবে। ত্রিকটু প্রত্যেকে ৪ তোলা, পঞ্চ লবণ প্রত্যেকে ৩ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ৯।০ তোলা একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান কাঁজি। এই ঔষধে মন্দাগ্নির দীপ্তি ভোজন স্বেচ্ছানুরূপ হয়। ইহাতে ত্রিদোষ জ্বর, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, উদর অতীসার, কাস, ক্ষয়, প্লীহা, অর্শঃ এবং গ্রহণী নষ্ট করে। বুদ্ধি বল স্মরণশক্তি পরমায়ু এবং ওজো বৃদ্ধি করে॥৫৭॥

রসপর্পটিকা—

গন্ধেশকজ্জলীং লৌহে কৃত্বাং বা দরবহ্নিনা।
গোময়োপরি বিন্যস্তকদলীদলপাতনাৎ॥
কুর্য্যাৎ পর্পটিকাকারামস্য রক্তিদ্বয়ং ক্রমাৎ।
দশকৃষ্ণলকং যাবৎ প্রয়োগঃ প্রহরার্দ্ধতঃ॥
তদূর্দ্ধং বল্লপূগস্য ভক্ষণং দিবসে পুনঃ।
তৃতীয় এব মাংসাজ্যদুগ্ধান্যত্র বিধীয়তে॥
বর্জ্যং বিদাহি স্ত্রীরম্ভামূলং তৈলঞ্চ সার্ষপম্।
গ্রহণীক্ষয়তৃষ্ণার্শঃশোথাজীর্ণাদিনাশিনী॥৫৮॥

রস, গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলি করিবে। পরে সেই কজ্জলী লৌহ পাত্রে করিয়া মন্দ অগ্নিতে গলাইয়া গোময়োপরিস্থ কদলী পত্রে ঢালিয়া গোময়পূর্ণ অন্য কদলীপত্র দ্বারা চাপিয়া দিলে পর্পটী প্রস্তুত হইবে। ৩ দণ্ড অন্তর মাত্রা ২ রতি হইতে ক্রমে দশ রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। ঔষধ ভক্ষণের পরে পূগ ভক্ষণ করিবে। তৃতীয় দিবস হইতে মাংস ঘৃত এবং দুগ্ধ পথ্য। ইহাতে বিদাহি দ্রব্য স্ত্রীসেবা, রম্ভা মূলক সর্ষপতৈল নিষিদ্ধ। রসপর্পটী সেবনে গ্রহণী, ক্ষয়, অর্শঃ, শোথ এবং অজীর্ণাদি রোগ আরোগ্য হয়।৫৮॥

কনকসুন্দরোরসঃ—

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং পিপ্পলীং টঙ্কণং বিষম্।
কনকস্য চ বীজানি সমাংশং বিজয়াদ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েদ্‌যামমাত্রন্তু চণমাত্রা বটী কৃতা।
ভক্ষণাৎ গ্রহণীং হন্তি রসঃ কনকসুন্দরঃ॥
অগ্নিমান্দ্যং জ্বরং তীব্রমতীসারঞ্চ নাশয়েৎ।
দধ্যন্নং দাপয়েৎ পথ্যং মহাতক্রৌদনং চরেৎ॥৫৯॥

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিপুল, সোহাগার খই এবং শোধিত ধুতুরাবীজ সমভাগে লইয়া সিদ্ধির কাথে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটী করিবে। এই ঔষধ ভক্ষণে গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, তীব্রজ্বর এবং অতীসার নষ্ট হয়। পথ্য দধি অন্ন এবং তক্র॥৫৯॥

বিজয়ভৈরবোরসঃ—

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষং চিত্রকপত্রকম্।
বিড়ঙ্গরেণুকামুস্তমেলাগ্রন্থিককেশরম্॥
ফলত্রয়ং ত্রিকটুকং শুল্বভস্ম তথৈবচ।
এতানি সমভাগানি দ্বিগুণো দীয়তে গুড়ঃ॥
কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে গুল্মে প্রমেহে বিষমজ্বরে।
লূতায়াং গ্রহণীমান্দ্যে শূলে পাণ্ডাময়ে তথা।
হস্তপাদাদিরোগেষু গুড়িকেয়ং প্রশস্যতে॥৬০॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, বিষ, চিত্রক তেজপত্র, বিড়ঙ্গ, রেণুক, মুথা, এলাইচ, গেঁটেলা, নাগেশ্বর, ত্রিফলা, ত্রিকটু, তাম্রভস্ম সমান ভাগ; এবং সকলের দ্বিগুণ গুড় দিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ কাস, শ্বাস, ক্ষয়রোগ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, প্রমেহ, বিষমজ্বর, লূতা, গ্রহণী, শূল, পাণ্ডু এবং হস্তপাদাদি রোগে প্রশস্ত।৬০

কণাদ্যচূর্ণম্—

কণানাগরপাঠাভিস্ত্রিবর্গদ্বিতয়েন চ।
বিল্বচন্দনহ্রীবেরৈঃ সর্ব্বাতীসারনুন্মতঃ॥
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তামপি হন্তি প্রবাহিকাম্।
নানেন সদৃশোলেহো বিদ্যতে গ্রহণীহরঃ॥
ত্রিবর্গদ্বিতয়ং ত্রিফলত্রিমদে, সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহম্।
এবং বক্ষ্যমাণলৌহচূর্ণ প্রয়োগেষ্বধিগন্তব্যম্॥৬১॥

পিপুল, শুঁট, আকনাদিমূল, ত্রিফলা, মুথা, চিতে, বিড়ঙ্গ, বেলশুঁটা, রক্তচন্দন, বালা, এই সকল দ্রব্য সমভাগ চূর্ণ করিয়া সর্ব্ব সমান লৌহ লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার অতীসার সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবযুক্ত প্রবাহিকা নষ্ট

হয়। ইহার সদৃশ গ্রহণীহর লৌহ দ্বিতীয় নাই। বক্ষ্যমাণ লৌহ প্রয়োগেও এইরূপ জানিবে॥ ৬১॥

ইতি গ্রহণ্যধিকারঃ।

অথ অর্শঃসু।—অগ্নিমুখলৌহং—

ত্রিবৃচ্চিত্রকনির্গুণ্ডীস্নুহীমুণ্ডিতিকাজটাঃ।
প্রত্যেকশোহষ্টপলিকান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পলদ্বয়ং বিড়ঙ্গস্য ব্যোষাৎকর্ষত্রয়ং পৃথক্।
ত্রিফলায়াঃ পলান্ পঞ্চ শিলাজতুপলং ন্যসেৎ॥
দ্বিব্যোমবিহতস্যাপি বৈকৃন্তহতস্য বা।
পলদ্বাদশকং দেয়ং কৃষ্ণলোহস্য চূর্ণিতম্॥
পলৈশ্চতুর্বিংশত্যা দদ্যাৎ মধুশর্করয়োরপি।
ঘনীভূতে সুশীতেঽপি দাপয়েদবতারিতে॥
এতদগ্নিমুখং নাম দুর্নামান্তকরং পরম্।
মন্দমগ্নিং করোত্যেষ কালভাস্করতেজসম্॥
পর্ব্বতা অপি জীর্য্যন্তে প্রাশনাদস্য দেহিনাম্।
গুরুবৃষ্যান্নপানাদিপয়োমাংসরসো হিতঃ॥
দুর্নামপাণ্ডুশ্বয়থুকুষ্ঠপ্লীহোদরাপহম্।
ন স রোগোঽস্তি যং চাপি ন নিহন্যাৎ ক্ষণাদিদম্।
করীরকাঞ্জিকাদীনি বর্জ্জয়েত্তু প্রযত্নতঃ।
স্মরত্যতোহন্যথা লোহে দেহেকিট্টং প্রজায়তে॥
জটামূলং অবটেতিপাঠে ভূম্যামলকীকাথ
সুক্তভাগাবশেষতঃ। বিড়ঙ্গাদি প্রক্ষেপচূর্ণম্॥
কৃষ্ণলৌহং কান্তলৌহং। কান্তলৌহব্যতিরিক্ত
মধুশর্করয়োর্মিলিত্বা চতুর্বিংশতি পলানি॥
সর্ব্বাক্রিয়া অমৃতসারবৎ॥ ৬২॥

তেউড়িমূল, চিতারমূল, নিশিন্দামূল, মুণ্ডিরী, মূলক প্রত্যেক ৮ পল, জল ৬৪ সের শেষ ৮ সের। বিড়ঙ্গচূর্ণ ২ পল, শুটচূর্ণ ৩ পল, পিপুলচূর্ণ ৩ পল এবং মরিচচূর্ণ ৩ পল, ত্রিফলাচূর্ণ প্রত্যেকে ৫ পল, শিলাজতু ১ পল, শোধিত কৃষ্ণলৌহচূর্ণ ১২ পল, মধু ১২ পল, চিনি ১২ পল গ্রহণ করিবে।

পাক ক্রম—

লৌহপাত্রে ঘৃত উষ্ণ করিয়া তাহাতে ১২ পল লৌহ ও কাথ জল ৮ সের দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নামাইবে, এবং গৃহীত বিড়ঙ্গচূর্ণ, ত্রিকটুচূর্ণ, ত্রিফলাচূর্ণ এবং শিলাজতু চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিবে। ক্রমে শীতল হইলে মধু ১২ পল মিশ্রিত করিবে। এই অগ্নিমুখ লৌহ দুরন্ত অর্শোরোগ নষ্ট করে, এবং মন্দ অগ্নিকে এত সতেজ করে যে, পাহাড় পর্য্যন্ত হজম হইয়া যায়। ইহার পথ্য গুরু এবং বৃষ্য অন্ন, দুগ্ধ এবং মাংসরস। বংশকরীর এবং কাঁজিপ্রভৃতি অপথ্য। ইহাতে পাণ্ডু, শোথ ও কুষ্ঠাদি আরোগ্য হয়। (ইহার মাত্রা ১ মাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত)।

পীযূষসিন্ধুরসঃ—

শুদ্ধং সূতং দ্বিগুণং জীর্ণগন্ধং
কাচে পাত্রে বালুকাযন্ত্রযোগাৎ।
ভস্মীকৃত্য যোজয়েদত্র হেম
তত্তুল্যাংশং ভস্মলোহাভ্রয়োশ্চ॥
সূততুল্যং গন্ধকং মেলয়িত্বা
খল্লে মর্দ্দ্যং শূরণস্য দ্রবেণ।
দন্তীকুণ্ডী কাকমাচী হলাখ্যা-
ভৃঙ্গাহ্বকাম্রী সপ্তধৈষাং রসেন॥
ক্ষিপ্ত্বা পশ্চাদ্ধান্যরাশৌ ত্রিঘস্রং
চূর্ণীকৃত্য মাষমাত্রং প্রদদ্যাৎ।
অর্শোরোগে দারুণে চ গ্রহণ্যাং
শূলে পাণ্ডুস্রপিত্তে ক্ষয়ে চ॥
শ্রেষ্ঠং স্ফোটং চানুপানং প্রশস্তং
রোগোক্তং বা মাসষট্কপ্রয়োগাৎ।
সর্ব্বে রোগা যান্তি নাশং জরায়াং
বর্ষদ্বন্দ্বং সেবনীয়ং প্রযত্নাৎ॥
পথ্যং দদ্যাদম্লতৈলাদি যোষি-
দ্বর্জ্যং দেয়ং সর্ব্বরোগপ্রশান্ত্যৈ।
পুষ্টিং কান্তিং বীর্য্যবৃদ্ধিং ক্ষুধাং
সেবাযুক্তো মানবঃ সংলভেত॥ ৬৩॥